FEDERATION OF BANGLADESH CHAMBERS OF COMMERCE & INDUSTRY

Media Monitoring Report

Wednesday, June 04, 2025

A creation of PR & Communications Department

আজ বুধবার
৪ জুন ২০২৫
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, ৭ জিলহজ ১৪৪৬

দেশ রূপান্তর

বর্ষ ৮ । সংখ্যা ১০ । পৃষ্ঠা ১২ । মূল্য ৮ টাকা । নগর সংস্করণ
দায়িত্বশীলদের দৈনিক
www.deshrupantor.com deshrupantor

অনুশীলনে মেসি আনচেলত্তির ছক
পৃষ্ঠা ১০

জনপ্রত্যাশার প্রতিফলন নেই বাজেটে

নির্বাচন সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়
বিচার স্বাধীনভাবে চলবে

সাত রূপে ইধিকা
পৃষ্ঠা ৭

এফবিসিসিআইর নির্বাচন বোর্ড গঠন করল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের শীর্ষ বাণিজ্য সংগঠন দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) আগামী দুই বছরমেয়াদি পরিচালনা পর্ষদের জন্য নির্বাচন ও নির্বাচন আপিল বোর্ড গঠন করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। এই বোর্ড এখন নির্বাচন অনুষ্ঠানের যাবতীয় কার্যক্রম শুরু করবে। গত সোমবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এ বোর্ড গঠনের ঘোষণা দেয়। গত বছর ৫ আগস্টের পর আওয়ামী-ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীরা এফবিসিসিআইয়ের পর্ষদ থেকে পদত্যাগ করেন। পরে পর্ষদ ভেঙে দিয়ে সে সময়কার প্রতিযোগিতা কমিশনের সদস্য মো. হাফিজুর রহমানকে প্রশাসকের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (আইআইটি) মো. আব্দুর রাজ্জাককে। বোর্ডের অন্য দুই সদস্য হলেন যুগ্ম সচিব মুর্শেদা জামান এবং যুগ্ম সচিব মুস্তাফিজুর রহমান।

অন্যদিকে, নির্বাচন আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান করা হয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. আব্দুর রহিম খানকে। অন্য দুই সদস্য হলেন যুগ্ম সচিব তানভীর আহমেদ ও উপসচিব ড. মো. রাজ্জাকুল ইসলাম।

জানা যায়, এ বোর্ড এখন নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার মধ্য দিয়ে নির্বাচনী কার্যক্রম শুরু করবে। এর আগে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাণিজ্য সংগঠনের বিধিমালা সংস্কার করে প্রতিটি পদে নির্বাচনের বাধ্যবাধ্যকতা জারি করেছে। পর্ষদের আকার কমিয়ে অর্ধেকে আনা হয়েছে। টানা দুবারের বেশি কোনো পরিচালক একাধারে নির্বাচন করতে পারবেন না। এসব বিধান যুক্ত করে এ বিধিমালা জারি করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, যা সংগঠনটির সংস্কার কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা। তবে প্রশাসক নিয়োগের তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও এখন প্রায় আট মাস হতে চলল। প্রায় আট মাস ধরে এফবিসিসিআইয়ের কোনো পরিচালনা পর্ষদ নেই। সরকার নিযুক্ত প্রশাসক দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে নিলেও ব্যবসায়ীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফেডারেশন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। গত সোমবার অন্তর্বর্তী সরকার ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেছে। স্বাভাবিক সময়ে ব্যবসায়ীরা বাজেট নিয়ে তাদের ভালো-মন্দ বিষয়গুলো তুলে ধরত, একটি প্রতিক্রিয়া জানাত। কিন্তু এবার এফবিসিসিআই বাজেট নিয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া জানাতে পারেনি।

এদিকে সংস্কারের জন্য অনেক বেশি সময় নেওয়ার কারণে ব্যবসায়ীদের মধ্যেও এক ধরনের ক্ষোভ রয়েছে। তারা তাদের দাবিদাওয়া আদায়ে কোনো এ সংগঠনটিকে ব্যবহার করতে পারতে পারছে না।

দায়িত্বশীলদের দৈনিক
দেশ রূপান্তর

আংশিক নয় পুরো সত্য
কালের কণ্ঠ
বুধবার
৪ জুন ২০২৫ । ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
৭ জিলহজ ১৪৪৬
আজ ১৬ পৃষ্ঠা

৮ | হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছিলাম সবাই

৫ | সংকট সত্ত্বেও রপ্তানিতে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি

৭ | ২০০ বিলিয়ন ডলারের বেশির ভাগ আফ্রিকায় দান করবেন বিল গেটস

ঢাকা । বর্ষ ১৬ । সংখ্যা ১৪০ । নগর সংস্করণ । দাম ১২ টাকা । www.kalerkantho.com

সংক্ষিপ্ত

এফবিসিসিআইয়ের নির্বাচন বোর্ড গঠন

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

দেশের শীর্ষ বাণিজ্য সংগঠন দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) ২০২৫-২৬ এবং ২০২৬-২৭ মেয়াদের নির্বাহী পরিষদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন আপিল বোর্ড গঠন করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। গতকাল মঙ্গলবার এফবিসিসিআইয়ের জনসংযোগ বিভাগ থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে মাধ্যমে এই তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, এফবিসিসিআইয়ের নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (আইআইটি) মো. আব্দুর রাজ্জাক। বোর্ডের অন্য দুই সদস্য হলেন যুগ্ম সচিব (আইআইটি- ২ অধিশাখা) মিজ মুর্শেদা জামান ও যুগ্ম সচিব (ডব্লিউটিও-৩ অধিশাখা) মুস্তাফিজুর রহমান। এ ছাড়া নির্বাচন আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান করা হয়েছে অতিরিক্ত সচিব (রপ্তানি) মো. আব্দুর রহিম খানকে। অন্য দুই সদস্য হলেন যুগ্ম সচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা) তানভীর আহমেদ ও উপসচিব (রপ্তানি-৪ শাখা) ড. মো. রাজ্জাকুল ইসলাম।

প্রথম আলো

ফবিসিসিআইয়ের নির্বাচনী বোর্ড গঠন করল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

দেশের শীর্ষ বাণিজ্য সংগঠন দ্য ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) ২০২৫–২৬ ও ২০২৬–২৭ সাল মেয়াদি নির্বাহী পরিষদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী বোর্ড ও নির্বাচনী আপিল বোর্ড গঠন করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (আইআইটি) মো. আবদুর রাজ্জাককে এফবিসিসিআইয়ের নতুন নির্বাচনী বোর্ডের চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়েছে। বোর্ডের অপর দুই সদস্য হলেন যুগ্ম সচিব মুর্শেদা জামান ও যুগ্ম সচিব মুস্তাফিজুর রহমান। আর নির্বাচনী আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন অতিরিক্ত সচিব (রপ্তানি) মো. আব্দুর রহিম খান। এই বোর্ডের দুই সদস্য হলেন যুগ্ম সচিব তানভীর আহমেদ ও উপসচিব মো. রাজ্জাকুল ইসলাম। এফবিসিসিআইয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

গত বছরের ৫ আগস্ট ছাত্র–জনতার অভ্যুত্থানে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর দেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) পরিচালনা পর্ষদের পদত্যাগের দাবিতে তৎপর হন সদস্যদের একাংশ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি পদ থেকে মাহবুবুল আলম পদত্যাগ করেন। পরে ১১ সেপ্টেম্বর ফেডারেশনের পর্ষদ বাতিল করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সদস্য মো. হাফিজুর রহমানকে সংগঠনটিতে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেয়।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গত মাসে বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ২০২৫–এর প্রজ্ঞাপন জারি করে। সে অনুযায়ী, এফবিসিসিআইয়ের পরিচালনা পর্ষদের আকার ছোট ও মনোনীত পরিচালকের সংখ্যা কমানো হয়েছে। সর্বশেষ ফেডারেশনের পর্ষদ ছিল ৮০ জনের। এর মধ্যে মনোনীত পরিচালক ছিলেন ৩৪ জন। এখন থেকে পর্ষদের আকার হবে ৪৬ জনের। এর মধ্যে চেম্বার ও অ্যাসোসিয়েশন গ্রুপ থেকে ৫ জন করে ১০ জন মনোনীত পরিচালক থাকবেন। এর বাইরে নারী চেম্বার ও অ্যাসোসিয়েশন গ্রুপ থেকে ১ জন করে দুজন মনোনীত পরিচালক পর্ষদে যুক্ত হবেন।

নতুন বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা কার্যকর হওয়ার পর ফেডারেশনের প্রথম নির্বাচনে অ্যাসোসিয়েশন গ্রুপ থেকে সভাপতি ও চেম্বার গ্রুপ থেকে জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি নির্বাচিত হবেন। আর পর্ষদের ১২ জন মনোনীত পরিচালককে ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদের সদস্য হতে হবে। দুই বছর মেয়াদে গঠিত সাধারণ পরিষদের প্রত্যেক সদস্যকে এককালীন ২০ হাজার টাকা নিবন্ধন ফি দিতে হবে।

টানা দুবারের বেশি নির্বাহী কমিটি বা পর্ষদে থাকা যাবে না। অর্থাৎ টানার দুবার নির্বাচিত হওয়ার পরের বার বিরতি দিয়ে আবার নির্বাচন করা যাবে। এই নিয়ম ভবিষ্যতের পাশাপাশি বিগত সময়ের জন্যও প্রযোজ্য হবে। নতুন বিধিমালায় থাকা বিধানটির কারণে এফবিসিসিআইসহ বিভিন্ন বাণিজ্য সংগঠনের অনেক সাবেক ও বর্তমান নেতা পরবর্তী নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। সে জন্য নতুন বিধানটির কারণে ব্যবসায়ীদের একটি পক্ষ ক্ষুব্ধ হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, কৌশলে কিছু ব্যবসায়ীকে নির্বাচন থেকে বিরত রাখতেই একটি গোষ্ঠীর তৎপরতায় এটি যুক্ত করেছে মন্ত্রণালয়।

দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
THE DAILY INQILAB

এফবিসিসিআই'র নির্বাচন বোর্ড গঠন করল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

দেশের শীর্ষ বাণিজ্য সংগঠন দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) ২০২৫-২০২৬ এবং ২০২৬-২০২৭ মেয়াদের নির্বাহী পরিষদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন আপিল বোর্ড গঠন করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

এফবিসিসিআইয়ের নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (আইআইটি) মো. আব্দুর রাজ্জাককে। বোর্ডের অপর দুই সদস্য হলেন, যুগ্মসচিব (আইআইটি- ২ অধিশাখা) মিজ মুর্শেদা জামান ও যুগ্মসচিব (ডব্লিওটিও-৩ অধিশাখা) মুস্তাফিজুর রহমান।

অন্যদিকে, নির্বাচন আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান করা হয়েছে অতিরিক্ত সচিব (রফতানি) মো. আব্দুর রহিম খানকে। অন্য দুই সদস্য হলেন, যুগ্মসচিব (প্রশাসন- ২ অধিশাখা) তানভীর আহমেদ ও উপসচিব (রফতানি-৪ শাখা) ড. মো. রাজ্জাকুল ইসলাম। এফবিসিসিআইয়ের মহাসচিব মো. আলমগীরের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বাংলা ট্রিবিউন
সঠিক সময়ে সঠিক খবর

এফবিসিসিআই নির্বাচন: গঠিত হলো নির্বাচন-আপিল বোর্ড

দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী সংগঠন দ্য ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) ২০২৫–২৬ ও ২০২৬–২৭ মেয়াদের নির্বাহী পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে নির্বাচন এবং নির্বাচনি আপিল বোর্ড গঠন করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয়ের জারি করা প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, এফবিসিসিআইয়ের নতুন নির্বাচনী বোর্ডের চেয়ারম্যান করা হয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (আইআইটি) মো. আবদুর রাজ্জাককে। বোর্ডের অপর দুই সদস্য হলেন— যুগ্ম সচিব মুর্শেদা জামান ও যুগ্ম সচিব মুস্তাফিজুর রহমান। পাশাপাশি নির্বাচনি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন অতিরিক্ত সচিব (রফতানি) মো. আব্দুর রহিম খান। বোর্ডের অন্য সদস্যরা হলেন— যুগ্ম সচিব তানভীর আহমেদ ও উপসচিব মো. রাজ্জাকুল ইসলাম।

এর আগে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্রজনতার অভ্যুত্থানে দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এফবিসিসিআইয়ের নেতৃত্বে পরিবর্তনের দাবি ওঠে। সংগঠনের একটি অংশ কার্যনির্বাহী পরিষদের পদত্যাগ দাবি করে সরব হয়। পরে ১১ সেপ্টেম্বর সংগঠনের সভাপতি মাহবুবুল আলম পদত্যাগ করেন এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদ বাতিল করে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সদস্য মো. হাফিজুর রহমানকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেয়।

সম্প্রতি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ‘বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ২০২৫’ জারি করে। নতুন বিধিমালা অনুযায়ী, এফবিসিসিআইয়ের পরিচালনা পর্ষদের আকার ৮০ সদস্য থেকে কমিয়ে ৪৬ সদস্যে আনা হয়েছে। এতে মনোনীত পরিচালক সংখ্যা ৩৪ থেকে কমিয়ে ১২ জনে নামানো হয়েছে। এর মধ্যে চেম্বার ও অ্যাসোসিয়েশন গ্রুপ থেকে ৫ জন করে ১০ জন এবং নারী চেম্বার ও নারী অ্যাসোসিয়েশন থেকে ১ জন করে মোট ২ জন মনোনীত পরিচালক থাকবেন।

এছাড়া, এবারই প্রথমবারের মতো অ্যাসোসিয়েশন গ্রুপ থেকে সভাপতি এবং চেম্বার গ্রুপ থেকে জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি নির্বাচিত হবেন। সাধারণ পরিষদের ১২ জন মনোনীত পরিচালক হতে হবে পর্ষদের সদস্য, যাদের প্রত্যেককে এককালীন ২০ হাজার টাকা করে নিবন্ধন ফি দিতে হবে।

নতুন বিধিমালায় সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হলো— টানা দুই মেয়াদের বেশি কোনও ব্যক্তি পর্ষদে থাকতে পারবেন না। অর্থাৎ, দুবার নির্বাচিত হওয়ার পর তৃতীয়বার প্রার্থী হতে হলে অন্তত একবার বিরতি দিতে হবে। এই বিধান অতীত সময়ের জন্যও প্রযোজ্য হওয়ায় অনেক প্রভাবশালী সাবেক ও বর্তমান নেতা এবার নির্বাচন করার সুযোগ হারাতে যাচ্ছেন।

বিধিনিষেধকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ী মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। অনেক নেতা অভিযোগ করেছেন, মন্ত্রণালয়ের একটি প্রভাবশালী মহল কৌশলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে কিছু ব্যবসায়ীকে দূরে রাখতেই এ ধরনের বিধান যুক্ত করেছে।

তবে নির্বাচনকে সুশৃঙ্খল ও সময়োপযোগী করতে সরকারের নেওয়া উদ্যোগকে অনেকেই সাধুবাদ জানিয়েছেন। তারা মনে করছেন, নতুন বিধিমালা এফবিসিসিআইকে আরও জবাবদিহিমূলক ও প্রতিনিধিত্বশীল করে তুলবে।

ঈদুল আজহা ২০২৫ সংখ্যা পৃষ্ঠা-১০ | যুক্তরাষ্ট্রের কাছে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের নিশ্চয়তা চায় ইরান পৃষ্ঠা-৩ | পুঁজিবাজারের সূচক ও লেনদেনে অবনতি পৃষ্ঠা-১২

নয়া দিগন্ত

বুধবার
৪ জুন ২০২৫
২১ জৈষ্ঠ ১৪৩২, ৭ জিলহজ ১৪৪৬
রেজি. নং ডিএ ৪০০৫
বর্ষ ২২, সংখ্যা ১৪
পৃষ্ঠা ১৬
মূল্য ১২ টাকা

www.dailynayadiganta.com www.enayadiganta.com facebook.com/nayadiganta

এফবিসিসিআই'র নির্বাচন বোর্ড গঠন করল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক অফিস আদেশে মঙ্গলবার (৩ জুন) সংগঠনটির সভাপতি, সিনিয়র সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং পরিচালক পদের নির্বাচন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে এ বোর্ড গঠন করা হয়েছে।

দেশের শীর্ষ বাণিজ্য সংগঠন ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) ২০২৫-২০২৬ ও ২০২৬-২০২৭ মেয়াদের নির্বাহী পরিষদ নির্বাচনের জন্য একটি নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন আপিল বোর্ড গঠন করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক অফিস আদেশে মঙ্গলবার (৩ জুন) সংগঠনটির সভাপতি, সিনিয়র সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং পরিচালক পদের নির্বাচন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে এ বোর্ড গঠন করা হয়েছে।

সংগঠনটির নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (আইআইটি) মো: আব্দুর রাজ্জাককে। বোর্ডের অপর দুই সদস্য যুগ্মসচিব (আইআইটি-২ অধিশাখা) মুর্শেদা জামান এবং যুগ্মসচিব (ডব্লিউটিও-৩ অধিশাখা) মুস্তাফিজুর রহমান।

অন্যদিকে, নির্বাচন আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়েছেন একই মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (রফতানি) মো: আব্দুর রহিম খান।

অন্য দুই সদস্য হলেন— যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা) তানভীর আহমেদ এবং উপসচিব (রফতানি-৪ শাখা) ড. মো: রাজ্জাকুল ইসলাম।

DHAKA POST

এফবিসিসিআই’র নির্বাচনী বোর্ড গঠন করল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

দেশের শীর্ষ বাণিজ্য সংগঠন দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)-এর ২০২৫-২০২৬ এবং ২০২৬-২০২৭ মেয়াদের নির্বাহী পরিষদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন আপিল বোর্ড গঠন করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

মঙ্গলবার (৩ জুন) এফবিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এর আগে সোমবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব চৌধুরী সামিয়া ইয়াসমীনের সই করা আদেশে নির্বাচনী বোর্ড গঠন করা হয়।

নির্বাচনী বোর্ডের চেয়ারম্যান করা হয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (আইআইটি) মো. আব্দুর রাজ্জাককে। বোর্ডের অপর দুই সদস্য হলেন যুগ্মসচিব (আইআইটি-২ অধিশাখা) মিজ মুর্শেদা জামান এবং যুগ্মসচিব (ডব্লিউটিও-৩ অধিশাখা) মুস্তাফিজুর রহমান।

অন্যদিকে, নির্বাচন আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান করা হয়েছে অতিরিক্ত সচিব (রপ্তানি) মো. আব্দুর রহিম খানকে। অন্য দুই সদস্য হলেন যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা) তানভীর আহমেদ এবং উপসচিব (রপ্তানি-৪ শাখা) ড. মো. রাজ্জাকুল ইসলাম।

গত বছরের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ১১ সেপ্টেম্বর এফবিসিসিআই সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন মাহবুবুল আলম। তার পদত্যাগের পর বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ এর ১৭ ধারা মোতাবেক বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সদস্য (অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব) মো. হাফিজুর রহমানকে বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)-এর প্রশাসক নিয়োগ দেয় সরকার। ওই সময় প্রশাসককে ১২০ দিনের মধ্যে একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নির্বাচিত কমিটির নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করতে বলা হলেও আট মাসের বেশি সময় পার হয়ে গেছে।

সময়ের আলো

এফবিসিসিআইর নির্বাচন বোর্ড গঠন

দেশের শীর্ষ বাণিজ্য সংগঠন দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) ২০২৫-২০২৬ এবং ২০২৬-২০২৭ মেয়াদের নির্বাহী পরিষদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন আপিল বোর্ড গঠন করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

এফবিসিসিআই'র নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (আইআইটি) মোঃ আব্দুর রাজ্জাককে। বোর্ডের অপর দুই সদস্য হলেন যুগ্মসচিব (আইআইটি- ২ অধিশাখা) মিজ মুর্শেদা জামান এবং যুগ্মসচিব (ডব্লিওটিও- ৩ অধিশাখা) মুস্তাফিজুর রহমান।

অন্যদিকে, নির্বাচন আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান করা হয়েছে অতিরিক্ত সচিব (রপ্তানি) মোঃ আব্দুর রহিম খান। অন্য দুই সদস্য হলেন যুগ্মসচিব (প্রশাসন- ২ অধিশাখা) তানভীর আহমেদ এবং উপসচিব (রপ্তানি-৪ শাখা) ড. মো. রাজ্জাকুল ইসলাম।

আমার বার্তা

এফবিসিসিআই'র নির্বাচন বোর্ড গঠন করল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

দেশের শীর্ষ বাণিজ্য সংগঠন দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) এর ২০২৫-২০২৬ এবং ২০২৬-২০২৭ মেয়াদের নির্বাহী পরিষদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন আপিল বোর্ড গঠন করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

এফবিসিসিআই'র নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (আইআইটি) মোঃ আব্দুর রাজ্জাককে। বোর্ডের অপর দুই সদস্য হলেন যুগ্মসচিব (আইআইটি- ২ অধিশাখা) মিজ মুর্শেদা জামান এবং যুগ্মসচিব (ডব্লিওটিও- ৩ অধিশাখা) মুস্তাফিজুর রহমান।

অন্যদিকে, নির্বাচন আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান করা হয়েছে অতিরিক্ত সচিব (রপ্তানি) মোঃ আব্দুর রহিম খান। অন্য দুই সদস্য হলেন যুগ্মসচিব (প্রশাসন- ২ অধিশাখা) তানভীর আহমেদ এবং উপসচিব (রপ্তানি-৪ শাখা) ড. মো. রাজ্জাকুল ইসলাম।

রেজি. নং ডিএ ৪৩৬৪ | বর্ষ ২১ সংখ্যা ৬৯ samakal.com TheDailySamakal samakaltw
অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
নগর সংস্করণ
বুধবার
৪ জুন ২০২৫
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ | ৭ জিলহজ ১৪৪৬
১৬ পৃষ্ঠা | ১২ টাকা
সমকাল

'নীলচক্র' স্বপ্নের মতো একটি কাজ ▶ ১৫

আনু মুহাম্মদের নিবন্ধ নতুন বাজেটে পুরোনো কাসুন্দি ৪ ▶

ফাহমিদুলকে নিয়ে আক্রমণের ছক ▶ ১৪

মূল কাগজের ভেতরে ঈদ আয়োজন

জাতীয় বাজেট ২০২৫-২৬

হঠাৎ করেই বিপ্লবী বাজেট হয় না

সংবাদ সম্মেলনে অর্থ উপদেষ্টা

■ বিশেষ প্রতিনিধি

সীমিত সম্পদের মধ্যে এবারের বাজেট জনবান্ধব ও ব্যবসাবান্ধব। তবে কখনোই পুরোপুরি ব্যবসাবান্ধব করা সম্ভব নয়। আবার হঠাৎ করেই বিপ্লবী বাজেট করে বাস্তবায়ন করা যায় না। একদিকে কর কমাতে গেলে আরেকদিকে বাড়াতে হবে। এর পরও এবার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের চেয়ে মানুষের জীবনযাত্রা সহজ করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সীমিত সম্পদে ব্যাপক চাহিদা পূরণের চেষ্টা করতে হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আগামী অর্থবছরের বাজেট পেশ-পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ এসব কথা বলেন।

সংবাদ সম্মেলনে অর্থ উপদেষ্টার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন পরিকল্পনা উপদেষ্টা অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ; বিদ্যুৎ জ্বালানি, সড়ক সেতু ও রেলপথ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান; স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী; বাণিজ্য, বিমান, বস্ত্র ও পাট উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর, মন্ত্রিপরিষদ সচিব শেখ আব্দুর রশীদ ও এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান।

সালেহউদ্দিন আহমেদ ■ সমকাল

- সীমিত সম্পদে ব্যাপক চাহিদা পূরণের চেষ্টা করতে হয়েছে
- কালো টাকা সাদা করার সুযোগ পর্যালোচনা করা হবে

অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার বাজেট-উত্তর সংবাদ সম্মেলন ছিল সংক্ষিপ্ত। অনেকের প্রশ্ন না নিয়েই সংবাদ সম্মেলন শেষ করে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, বাজেট পাস হওয়ার এখনও সময় আছে। মতামত দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৪

রেজি. নং ডিএ ৫০৬৪ | বর্ষ ২১ সংখ্যা ৬৯
samakal.com TheDailySamakal samakaltw
অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
সমকাল
বুধবার
৪ জুন ২০২৫
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ | ৭ জিলহজ ১৪৪৬
১৬ পৃষ্ঠা | ১২ টাকা
নগর সংস্করণ

'নীলচক্র' স্বপ্নের মতো একটি কাজ ▶১৫

আবু মুহাম্মদের নিবন্ধ
নতুন বাজেটে পুরোনো কাসুন্দি ৪ ▶

ফাহমিদুলকে নিয়ে আক্রমণের ছক ▶১৪

মূল কাগজের ভেতরে
ঈদ আয়োজন

হঠাৎ করেই বিপ্লবী বাজেট হয় না

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]
সবার মতামত নিয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনী বা সংযোজন করা যাবে।

সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'এত দিন আমরা প্রবৃদ্ধি প্রবৃদ্ধি করে এসেছি। তবে এই প্রবৃদ্ধি সব পর্যায়ের মানুষের কাছে সমানভাবে পৌঁছায়নি। এবারের বাজেটে সেই প্রবণতা থেকে বেরিয়ে এসে মানুষের জীবনযাত্রা উন্নত এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রেখে মানুষকে স্বস্তি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এরই মধ্যে খাদ্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে এসেছে। সব পণ্যের দর একবারে কমবে না।

তিনি বলেন, কথার ফুলঝুরি বাদ দিয়ে বাজেট বাস্তবভিত্তিক করার চেষ্টা করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় বিষয়, প্রথমবারের মতো বাজেটের আকার কমানো হয়েছে। বিগত সরকার ব্যাংক, পুঁজিবাজার এবং বিদ্যুৎ-জ্বালানি খাতে যে জঞ্জাল রেখে গেছে, তা মোকাবিলার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশ্বের কোনো দেশ নেই, যেখানে ব্যাংকের মালিকপক্ষ ঋণের ৭০ শতাংশের বেশি নিয়ে গেছে। এ অবস্থায় আর্থিক খাতসহ বিভিন্ন খাতে সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ সংস্কার অন্তর্বর্তী সরকার শেষ করে যেতে পারবে না। পরবর্তী সরকারের জন্য একটা 'ফুটপ্রিন্ট' রেখে যাবে।

সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, দেশের সম্পদ সীমিত, তবে চাহিদা অনেক। এ সরকার কঠিন সময়ে দায়িত্ব নিয়েছে। অনেকে বলেন, দেশ আইসিইউতে ছিল। বিশেষ করে আর্থিক খাত একেবারে খাদের কিনারায় পৌঁছে যায়। ওই সময়ে দায়িত্ব না নিলে দেশ হয়তো আরও দুরবস্থায় পড়ত। সবার চেষ্টায় আর্থিক খাতকে একটা পর্যায়ে আনা সম্ভব হয়েছে। মূল্যস্ফীতি কমে এসেছে।

বাজেটের খারাপ দিক কী– এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'খারাপ দিক বলব না। তবে আরও ভালো হতো যদি কর ফাঁকি বন্ধ করে রাজস্ব বাড়ানো সম্ভব হতো। দুর্নীতি না থাকত। পাচার হওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনতে পারলে দাতা সংস্থার কাছ থেকে ধার করার প্রয়োজন হতো না।' তিনি বলেন, পাচারকারীরা অনেক চালাক। তারা দেশ থেকে বাইরে অর্থ নিয়েই সম্পদ কিনে ফেলে; তেমন নয়। কয়েক স্তরের লেয়ারিংয়ের মাধ্যমে এক দেশ থেকে আরেক দেশে নিয়ে সম্পদ গড়ে। ফলে অর্থ ফেরত আনা সহজ নয়।

অর্থ উপদেষ্টা বলেন, অনেকে এবারের বাজেটকে গতানুগতিক বা আগের ধারাবাহিকতা বলছেন। এই মূল্যায়ন ঠিক না। এবারের বাজেটে তিন বছর মেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ঋণনির্ভরতা কমানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এখন প্রতিটি দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা বাংলাদেশ সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করছে। সরকারের কাজ নিয়ে সমালোচনা থাকবে। তবে শুধু সমালোচনা না করে ভালো দিকগুলোও তুলে ধরতে হবে। এসব ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের সহযোগিতা ও সহানুভূতি দরকার।

বাজেটে কর্মসংস্থানের উদ্যোগ বিষয়ে অর্থ সচিব ড. মো. খায়রুজ্জামান মজুমদার জানান, সরকারি চাকরিতে শূন্য পদে নিয়োগসহ বিশেষ বিসিএসের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া বেসরকারি খাতেও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যেমন স্টার্টআপদের জন্য বাজেটে ১০০ কোটি টাকা, নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ১২৫ কোটি টাকা এবং তরুণদের জন্য ১০০ কোটি টাকা রাখা হয়েছে।

পরিকল্পনা উপদেষ্টা যা বললেন

পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, এই সরকার নতুন করে কোনো প্রকল্প নেয়নি। আগের প্রকল্প কাটছাঁট এবং পুনর্মূল্যায়ন করে চলমান রাখা হয়েছে। জঞ্জাল পরিষ্কার করতে অনেক কষ্ট করতে হচ্ছে। কোনো সেতু বা রাস্তার কাজ বন্ধ করা হলে অর্থনৈতিকভাবে অনেক ক্ষতি হবে। এসব কারণে খুব ভালো কোনো নতুন প্রকল্প শুরু করার সুযোগ নেই। তবে পরবর্তী সরকারের জন্য কিছু প্রকল্প নথিভুক্ত করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, ভঙ্গুর অর্থনীতিকে একটা স্থিতিশীল অবস্থায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে এবারের বাজেট বাস্তবমুখী ও মিতব্যয়ী। ঋণ নিয়ে ঋণ পরিশোধের দুষ্টু চক্র থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে এক বাজেটে হবে না, অন্তত শুরু করা হয়েছে। তিনি বলেন, বাজেট একটা চলমান প্রক্রিয়া। শূন্য থেকে শুরু করা যায় না। যে কর ব্যবস্থা আছে, সেখানে অনেক অসংগতি আছে। তার পরও একটা অসংগতি কমাতে গেলে আরেকটা অসংগতি তৈরি হয়।

তিনি বলেন, এখন যেসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হচ্ছে, তার সবই আগের সরকারের নেওয়া চলমান প্রকল্প। এসবের অধিকাংশই রাজনৈতিক বিবেচনায় নেওয়া। অর্থ সংস্থান বিবেচনা না করে অনেক প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। ১ হাজার ১১৩টি প্রকল্পের মধ্যে শুধু ২০ থেকে ৩০টি নতুন, যা আগের এডিপিতে সবুজ পাতায় বরাদ্দহীনভাবে নথিভুক্ত। এই সরকার কোনো মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে না। এর পরও মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্র, চট্টগ্রামের বে-টার্মিনাল ও মোংলা সমুদ্রবন্দর প্রকল্পে ঋণ চুক্তি হয়ে যাওয়ায় শেষ না করে উপায় নেই।

গভর্নরের বক্তব্য

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, আগামী অর্থবছরের বাজেটে মূল্যস্ফীতির সাড়ে ৬ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা অত্যন্ত রক্ষণশীল। প্রকৃতপক্ষে মূল্যস্ফীতি আরও কমবে। আগামী জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে মূল্যস্ফীতি ৭ শতাংশের নিচে নামবে বলে আশা করা যায়। তিনি বলেন, মূল্যস্ফীতির প্রধান চ্যালেঞ্জ বিনিময় হার। ৭ থেকে ৮ মাস ধরে ডলারের দর ১২২ থেকে ১২৩ টাকায় স্থিতিশীল রয়েছে। ডলারের দর বাজারভিত্তিক করার পরও দর একই আছে। এখন ডলার পেতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না। সব ধরনের আমদানি বাড়ছে। মূলধনি যন্ত্রপাতির আমদানিও বাড়তে শুরু করেছে।

কালো টাকা সাদা করার সুযোগ পর্যালোচনা হবে

অর্থ উপদেষ্টা বলেন, 'কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেওয়ার পক্ষে আমরা নই। আগের বেশির ভাগ সুযোগ বন্ধ করা হয়েছে। তবে এখনও বাজেট চূড়ান্তভাবে পাস হয়নি। ফলে পর্যালোচনা করার সুযোগ রয়েছে।' এ বিষয়ে এনবিআর চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান খান বলেন, ১৫ শতাংশ কর দিয়ে কালো টাকা বৈধ করার বিশেষ সুযোগ ছিল, তা গত বছর আগস্টে পুরোপুরি বাতিল করা হয়েছে। আরও কিছু ক্ষেত্রে এ সুযোগ ৩০ জুন শেষ হয়ে যাবে। এর মেয়াদ আর বাড়ানো হয়নি। তিনি জানান, বিভিন্ন কারণে অনেকের অর্থ অপ্রদর্শিত থেকে যায়। তাই বাজেটে প্রস্তাব করা হয়েছে, কেউ যদি অপ্রদর্শিত অর্থ দিয়ে কোনো ফ্ল্যাট বা জমি কেনেন, তাহলে প্রায় পাঁচ গুণ কর দিয়ে বৈধ করতে পারবেন। একই সঙ্গে যদি কেউ নিজের নামে থাকা জমিতে অপ্রদর্শিত অর্থে বাড়ি নির্মাণ করেন, তাহলে তাকে দ্বিগুণ হারে কর দিতে হবে। তবে এভাবে অর্থ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সরকারের অন্য কোনো সংস্থা প্রশ্ন তুলতে পারবে।

এনবিআর চেয়ারম্যান আরও বলেন, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে জ্বালানিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় অনেক পণ্যে করের বোঝা কমানো হয়েছে। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের ওপর নতুন করে কোনো কর আরোপ করা হয়নি। এটি একটি ভুল ব্যাখ্যা বা বিভ্রান্তিমূলক তথ্য।

ব্যবসা সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে গুরুত্ব

বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, প্রস্তাবিত বাজেটে ব্যবসা সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কাউকে বিশেষ সুবিধা দিতে কোনো নীতি গ্রহণ করা হয়নি। তিনি আরও বলেন, 'এক সময় দেশের অর্থনীতি খাদের কিনারায় পৌঁছে গিয়েছিল। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছিলেন, ফেব্রুয়ারি-মার্চে দেশে দুর্ভিক্ষ হবে। সেই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে আমরা ঘুরে দাঁড়িয়েছি। আমরা সিন্ডিকেট ভেঙে প্রতিযোগিতামূলক মার্কেটপ্লেস তৈরি করেছি, যা অর্থনীতিতে স্বচ্ছতা ফিরিয়েছে।'

জ্বালানি উপদেষ্টা মোহাম্মদ ফাওজুল কবির বলেন, জ্বালানির দাম কমিয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হচ্ছে। একই সঙ্গে পুলিশের সহায়তায় মহাসড়ক বিভাগ রাস্তার চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণ করছে। শিল্পকারখানায় গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হচ্ছে।

কৃষকের অধিকার দেখতে হবে

স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, ভোক্তাদের অধিকার নিয়ে কথা বলা হলেও কৃষকদের নিয়ে কেউ কথা বলে না। ভোক্তারা অল্প দামে আলু পেলেও কৃষকরা ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না।

তিনি আরও বলেন, এবার প্রায় ১৫ লাখ টন বেশি বোরো উৎপাদন হবে। এ ছাড়া আদা, পেঁয়াজ, ভুট্টার উৎপাদনও বাম্পার হয়েছে। সবজি সংরক্ষণের জন্য ১০০টির মতো ছোট কোল্ডস্টোরেজ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। খাবার আলু এবং বীজের আলু রাখার জন্য আলাদা করে কোল্ডস্টোরেজ করা হচ্ছে। এ ছাড়া পেঁয়াজ সংরক্ষণেও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রেজি. নং ডিএ ৪০৬৪ । বর্ষ ২১ সংখ্যা ৬৯ samakal.com TheDailySamakal samakaltw
অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
বুধবার
৪ জুন ২০২৫
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ । ৭ জিলহজ ১৪৪৬
১৬ পৃষ্ঠা । ১২ টাকা
সমকাল
নগর সংস্করণ

'নীলচক্র' স্বপ্নের মতো একটি কাজ ▶ ১৫

আনু মুহাম্মদের নিবন্ধ
নতুন বাজেটে পুরোনো কাসুন্দি ৪ ▶

ফাহমিদুলকে নিয়ে আক্রমণের ছক ▶ ১৪

মূল কাগজের ভেতরে
ঈদ আয়োজন

বাড়তি করের বোঝা সেই মধ্যবিত্তের কাঁধেই

■ আনোয়ার ইব্রাহীম

মূল্যস্ফীতির চাপে রয়েছে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষ। অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ সোমবার ঘোষিত বাজেটে নিজেই তা স্বীকার করেছেন। তার পরও আগামী অর্থবছরে আয়ের ওপর যে কর দিতে হবে, সেখানে এখনকার চেয়ে ২৯ শতাংশ বাড়তি কর দিতে হবে। এই চাপের বেশির ভাগই পড়বে মধ্যবিত্তের ওপর। অথচ মূল্যস্ফীতির চাপ সামলাতে প্রায় ১৪ লাখ কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন-ভাতা ১০ থেকে ১৫ শতাংশ হারে বাড়িয়েছে সরকার।

সমকাল

এবারের বাজেটে ২০২৬-২৭ করবর্ষের জন্য ব্যক্তি শ্রেণির করদাতাদের কর ধাপ পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের আয়ের ওপর যা প্রযোজ্য হবে। আগামী মাস থেকে অর্থবছরটি শুরু হচ্ছে। বর্তমানে সাড়ে ৩ লাখ টাকা পর্যন্ত আয় করমুক্ত। এর ওপর ১ লাখ অর্থাৎ সাড়ে চার লাখ টাকা পর্যন্ত আয়ে ৫ শতাংশ করহার রয়েছে। আগামী আয়বর্ষে করমুক্ত আয়সীমা বেড়ে হবে ৩ লাখ ৭৫ হাজার। এর ওপর তিন লাখ টাকা আয় থাকলে ১০ শতাংশ কর আরোপ করেছেন। এতে করের বোঝা বাড়বে বর্তমানের সাড়ে ৪ লাখ টাকা পর্যন্ত আয়ের মানুষের।

আবার করমুক্ত আয়সীমার বেশি বর্তমান করদাতাদের যারা ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি

পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৫

প্রথম আলো

মূল্যস্ফীতি কমার সম্ভাবনা কম

এবারের বাজেট নিয়ে জনমনে অনেক প্রশ্ন। একদিকে বাজেটের আকার কমানো হয়েছে, অন্যদিকে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা বাড়ানো হয়েছে, যা স্ববিরোধী মনে হচ্ছে। তার ওপর সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে সহায়ক নয়। এমন পরিস্থিতিতে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি কীভাবে সম্ভব, তা বোধগম্য হচ্ছে না। সরকার যখন এক লাখ কোটি টাকার বেশি ব্যাংকঋণ নেওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করে, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, বেসরকারি খাত অর্থায়ন পাবে কোথা থেকে। কারণ, গত কয়েক বছরে ব্যাংক খাতে আমানতের প্রবৃদ্ধি ১০ শতাংশ থেকে অনেক কমে গেছে। এ পরিস্থিতিতে সরকার ব্যাংক থেকে বেশি ঋণ নিলে বেসরকারি বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হবে। তাতে শেষ পর্যন্ত সরকারের রাজস্ব আদায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে, অর্থাৎ সরকারের বর্তমান রাজস্বনীতি বাস্তবায়ন করা কঠিন হবে।

সাধারণ মানুষ আশা করে বাজেট মূল্যস্ফীতি কমাবে, কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে সেই সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ বা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রগতিশীলতা আনার সুযোগও সীমিত। ফলে একদিকে যেমন রাজস্ব আদায় ব্যাহত হবে, তেমনি মূল্যস্ফীতি কমার সম্ভাবনাও কম। গত আট মাসে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির কোনো উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ চোখে পড়েনি। সরকারি প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪ সাল শেষে দেশে মোট বেকার জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বেড়ে ২৬ লাখ ২০ হাজারে উন্নীত হয়েছে। এক বছরে বেকারের সংখ্যা বেড়েছে ১ লাখ ৬০ হাজারের বেশি। এ ধারা চলতে থাকলে দেশে বেকারত্বের হার আরও বাড়বে। যদি অর্থায়নপ্রক্রিয়া সহজ না হয়, তাহলে অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে, যা সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করবে। ইতিমধ্যে অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে।

আমরা দেখছি, কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি ৩ দশমিক ৯৭ শতাংশ থেকে কমে ১ শতাংশে নেমে এসেছে। এ খাত বহু মানুষের কর্মসংস্থানের উৎস। এভাবে যদি সব খাত সংকুচিত হতে থাকে, তাহলে চাকরির বাজার ধ্বংস হয়ে যাবে। নতুন করে আরও অনেক মানুষ বেকার হবে।

ব্যাংক খাতের যে ক্ষতি হয়েছে, সেটি কাটিয়ে উঠতে সময় লাগবে। ব্যাংক খাত মেরামতের জন্য নানা উদ্যোগ নেওয়া হলেও, সেগুলোর বাস্তবায়ন নিয়ে জনমনে প্রশ্ন রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত দেশের রাজনীতি ঠিক হচ্ছে এবং জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, ততক্ষণ অর্থনীতির উন্নতি সম্ভব নয়। রাজনীতি ও অর্থনীতিকে অনেকে আলাদা করে দেখেন; কিন্তু আমার চোখে রাজনীতিই অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

আওয়ামী লীগ সরকার রাজনৈতিক সুবিধাভোগী ব্যক্তিদের মাধ্যমে পরিচালিত ছিল। তারা ব্যবসা না করে দালালিতে লিপ্ত ছিল এবং এমন একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী তৈরি করেছিল, যারা প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের কবজায় নিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে। জনগণের কাছে দায়বদ্ধ সরকার থাকলে এ সর্বনাশ হতো না। তাই আমি মনে করি, গণতান্ত্রিক রাজনীতি ফিরে না আসা পর্যন্ত অর্থনীতি ঠিক হবে না। এ মুহূর্তে অর্থনীতির স্বার্থে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে একটি নির্বাচিত সরকার গঠন করা জরুরি। অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সরকার জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে। এ দায়বদ্ধতা আসে নির্বাচনের আগে জনগণের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণের মাধ্যমে।

- *আবদুল আউয়াল মিন্টু: সাবেক সভাপতি, এফবিসিসিআই*

রেজি. নং ডিএ ৪০৬৪ । বর্ষ ২১ সংখ্যা ৬৯
samakal.com TheDailySamakal samakaltw
অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
নগর সংস্করণ
সমকাল
বুধবার
৪ জুন ২০২৫
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ । ৭ জিলহজ ১৪৪৬
১৬ পৃষ্ঠা । ১২ টাকা

'নীলচক্র' স্বপ্নের মতো একটি কাজ ▶ ১৫

আনু মুহাম্মদের নিবন্ধ নতুন বাজেটে পুরোনো কাসুন্দি ▶ ৪

ফাহমিদুলকে নিয়ে আক্রমণের ছক ▶ ১৪

মূল কাগজের ভেতরে ঈদ আয়োজন

বাড়তি করের বোঝা সেই মধ্যবিত্তের

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

করপোরেশন এলাকার বাস করেন, তাদের ন্যূনতম ৫ হাজার টাকা। তবে অন্য সিটি করপোরেশন এলাকার সর্বনিম্ন কর ৪ হাজার টাকা। সিটি করপোরেশনের বাইরের করদাতাদের ন্যূনতম কর ৩ হাজার টাকা। আগামী আয়বর্ষে এলাকা নির্বিশেষে ন্যূনতম কর ৫ হাজার টাকা। এতে বাড়তি কর দিতে হবে অনেককেই। আয়কর পদক্ষেপের পাশাপাশি পণ্য ও সেবায় ভ্যাট এবং অন্যান্য শুল্ক বাড়ানোর বেশ কিছু পদক্ষেপ রয়েছে বাজেটে, যা জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়িয়ে দিতে পারে।

যেভাবে কর বোঝা বাড়ছে

নতুন কর ধাপের কারণে বার্ষিক সাড়ে ৭ লাখ টাকা থেকে সাড়ে ৮ লাখ টাকা বা মাসিক সাড়ে ৬২ হাজার টাকা থেকে ৭০ হাজার ৮৩৩ টাকা মাসিক আয়ের ব্যক্তিদের ১০ শতাংশের পরিবর্তে ১৫ শতাংশ হারে কর দিতে হবে। এতে তাদের কর বাড়বে ২৯ শতাংশ। এ ছাড়া মাসিক ৯৫ হাজার ৮৩৩ টাকা থেকে ১ লাখ ১২ হাজার ৫০০ টাকা আয়ের ব্যক্তিদের কর হার ১৫ শতাংশের বদলে ২০ শতাংশ কর দিতে হবে। এতে এদের কর বাড়বে ২২ শতাংশ। আবার মাসিক ১ লাখ ৩৭ হাজার ৫০০ টাকা থেকে ১ লাখ ৫৪ হাজার ১৬৭ টাকা আয়ের ব্যক্তিদের ২০ শতাংশের স্থলে ২৫ শতাংশ হারে কর দিতে হবে। এদের কর হার বাড়বে ১৯ শতাংশ।

কর কাঠামোর বৈষম্য

গবেষণা সংস্থা সিপিডি বলছে, নতুন কাঠামো উচ্চবিত্তের জন্য কিছুটা স্বস্তিদায়ক হলেও মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্য চাপ তৈরি করবে। একদিকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে, অন্যদিকে কর বৃদ্ধির ফলে তাদের সঞ্চয় বা ব্যয়ের সুযোগ কমে যাবে। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি তাসকীন আহমেদ বাজেটের ওপর প্রতিক্রিয়ার বলেছেন, আয়ের ধাপ উঠিয়ে নেওয়ায় মধ্যবিত্ত ও বিশেষ করে চাকরিজীবীদের করের বোঝা আগামী অর্থবছর থেকে আরও বেশি বহন করতে হবে।

ভ্যাট ও শুল্কের কারণেও চাপে মধ্যবিত্ত

ঘোষিত বাজেটে কিছু কোম্পানির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কর হার কমিয়েছে সরকার। কিছু ক্ষেত্রে ভ্যাট ও শুল্কও কমানো হয়েছে। এসব পণ্য কেনায় মধ্যবিত্ত মানুষ কিছুটা স্বস্তি পাবে।

তবে প্লাস্টিকের তৈরি টেবিলওয়্যার, কিচেনওয়্যার, হাইজিন ও টয়লেট সামগ্রীতে ভ্যাট সাড়ে ৭ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে। মোবাইল ফোন, ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, ব্লেন্ডার, রাইস কুকার, প্রেসার কুকার ইত্যাদির ওপর ভ্যাট ছাড় কিছুটা কমানো হয়েছে। ফলে এসব পণ্যের দামও বাড়তে পারে। প্রসাধনী ও বিলাসবহুল পণ্য লিপস্টিক, ফেসওয়াশ, চকলেট ইত্যাদির আমদানি শুল্কের ন্যূনতম মূল্য দ্বিগুণ করা হয়েছে। ফলে এসব পণ্যের দাম বাড়বে। রড ও স্টিলের ওপর ভ্যাট ২০ থেকে ২৩ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। ফলে প্রতি টনে দাম প্রায় ১ হাজার ৪০০ টাকা বাড়তে পারে।

ফলে কিছু পণ্যে ভ্যাট বা শুল্ক অব্যাহতি দেওয়া হলেও বা কমানো হলেও অন্য অনেক পণ্যে বাড়ানোয় শেষ পর্যন্ত আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সংগতি করতে গিয়ে হোঁচট খাবেন তারা।

রেজি. নং ডিএ ৪৫৬৪ । বর্ষ ২১ সংখ্যা ৬৯ samakal.com TheDailySamakal samakaltw
অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
নগর সংস্করণ
বুধবার
৪ জুন ২০২৫
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ । ৭ জিলহজ ১৪৪৬
১৬ পৃষ্ঠা । ১২ টাকা
সমকাল

'নীলচক্র' স্বপ্নের মতো একটি কাজ ▶ ১৫

আনু মুহাম্মদের নিবন্ধ নতুন বাজেটে পুরোনো কাসুন্দি ৪ ▶

ফাহমিদুলকে নিয়ে আক্রমণের ছক ▶ ১৮

মূল কাগজের ভেতরে
ঈদ আয়োজন

বৈষম্যহীন বলা হলেও বাজেটে তার প্রতিফলন নেই

■ সমকাল প্রতিবেদক

শুধু প্রবৃদ্ধি নয়, সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় ভৌত অবকাঠামোর পরিবর্তে মানুষের উন্নয়নের মৌলিক দর্শনের ওপর দাঁড়িয়ে বাজেট করা হয়েছে বলে অর্থ উপদেষ্টা তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেছিলেন। বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার প্রত্যয় আছে বাজেট ঘোষণায়। তবে ঘোষিত বাজেটে এ দর্শন ও অঙ্গীকার বাস্তবায়নের রূপরেখা ও প্রতিফলন নেই। বরং কিছু পদক্ষেপ বৈষম্যহীন চেতনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এমন বাজেটে বৈষম্য কমানো যাবে না। বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট পর্যালোচনায় এমন মত দিয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বাজেটের ওপর আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানাতে রাজধানীর গুলশানের লেকশোর হোটেলে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে সার্বিক মূল্যায়ন উপস্থাপন করেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন। এ সময় সংস্থার সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, গবেষণা পরিচালক গোলাম মোয়াজ্জেমসহ গবেষকরা উপস্থিত ছিলেন।

সিপিডির পর্যালোচনা

সংবাদ সম্মেলনে ফাহমিদা খাতুন ● সমকাল

ফাহমিদা খাতুন বলেন, সামষ্টিক অর্থনীতির প্রক্ষেপণ আশাব্যঞ্জক। কিন্তু অর্জন হবে কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। অস্বীকার করার উপায় নেই, বাজেটে বেশ কিছু ভালো উদ্যোগ আছে।

পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৫

রেজি. নং ডিএ ৪০৬৪ । বর্ষ ২১ সংখ্যা ৬৯ samakal.com TheDailySamakal samakaltw
অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
বুধবার
৪ জুন ২০২৫
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ । ৭ জিলহজ ১৪৪৬
১৬ পৃষ্ঠা । ১২ টাকা
সমকাল
নগর সংস্করণ

'নীলচক্র' স্বপ্নের মতো একটি কাজ ▶ ১৫

আনু মুহাম্মদের নিবন্ধ নতুন বাজেটে পুরোনো কাসুন্দি ৪ ▶

ফাহমিদুলকে নিয়ে আক্রমণের ছক ▶ ১৪

মূল কাগজের ভেতরে ঈদ আয়োজন

বৈষম্যহীন বলা হলেও বাজেটে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

তবে দেশের বিদ্যমান বিভিন্ন অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সামগ্রিক উদ্যোগ নেই। বিচ্ছিন্ন কিছু উদ্যোগ থাকলেও তা সংকট মোকাবিলায় যথেষ্ট নয়।

তাঁর মতে, বৈষম্যবিরোধী গণঅভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য কমানো এবং বেকারত্বের অভিশাপ থেকে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে মুক্তির যে আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছিল, বাজেটে সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণে পদক্ষেপ নেই। আবাসন বিনিয়োগে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ অব্যাহত রেখে বৈষম্য কমানোর ধারণার সঙ্গে সাংঘর্ষিক পথে হেঁটেছে সরকার। এর মাধ্যমে সৎ করদাতাদের নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

সিপিডির নির্বাহী পরিচালক বলেন, বাজেটে চলতি অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৫ শতাংশ এবং আগামী বছর সাড়ে ৫ শতাংশ হবে বলে ঠিক করা হয়েছে। অথচ কিছুদিন আগে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো জানিয়েছে, এবার প্রবৃদ্ধি হবে ৩ দশমিক ৯৭ শতাংশ। আগামী কয়েক দিনে কীভাবে এটা বেড়ে ৫ শতাংশ হবে এবং আগামী বছর সাড়ে ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন হবে, তা স্পষ্ট নয়। প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে প্রশ্ন করার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, মূল্যস্ফীতির লাগাম টানতে সরকার নিজের বিনিয়োগে লাগাম টেনেছে। আগে থেকেই ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগে স্থবিরতা বিরাজ করছে। এ অবস্থায় সাড়ে ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন খুবই কঠিন।

মূল্যস্ফীতি প্রসঙ্গে সিপিডির নির্বাহী পরিচালক বলেন, চলতি অর্থবছরের শেষে ৮ শতাংশ এবং আগামী অর্থবছরে ৬ শতাংশে মূল্যস্ফীতি নামিয়ে আনার কথা বলেছেন অর্থ উপদেষ্টা। এ প্রক্ষেপণ উচ্চাকাঙ্ক্ষী। এ আকাঙ্ক্ষা অর্জন হবে না, যদি সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির সঙ্গে রাজস্বনীতি একই পথে না হাঁটে।

কর প্রস্তাব সম্পর্কে ফাহমিদা খাতুন বলেন, করমুক্ত আয়সীমা ২০২৬-২৭ সালে গিয়ে এখনকার তুলনায় ২৫ হাজার টাকা বা ৭ শতাংশ বাড়বে। অথচ তখন দ্রব্যমূল্য বাড়বে প্রায় ২৬ থেকে ২৭ শতাংশ। এর বিপরীতে কর স্তরে করহার পুনর্নির্ধারণ করায় মধ্যবিত্ত পরিবারের যাদের বার্ষিক আয় ৬ লাখ টাকার বেশি, তাদের ওপর করভার বাড়বে। সরকার নিজে মূল্যস্ফীতির চাপের কথা স্বীকার করলেও নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের করভার লাঘবে উদ্যোগ নেয়নি।

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, অর্থ উপদেষ্টার ঘোষিত বাজেট অনুমানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ, তবে বাস্তবায়নের সঙ্গে নয়। তাঁর মতে, জুলাই আন্দোলনের আকাঙ্ক্ষা হলো বেশি বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং বৈষম্য কমানো। কর্মসংস্থান বাড়ানোর জন্য বিশেষ মনোযোগ বাজেটে নেই। যেহেতু বিনিয়োগ কম, ফলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগও কম।

মোস্তাফিজুর রহমান আরও বলেন, বাজেটের যে রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে, তা সরকারের পরিচালন ব্যয়ের থেকে মাত্র ৪ হাজার কোটি টাকা বেশি। ফলে উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়নে ব্যাংক ঋণ ও বিদেশি ঋণে নির্ভর করতে হবে। জিপিডির ৯ শতাংশের সমান বাজেট দিয়ে দেশের বৈষম্য কমানো যাবে না। মধ্যবিত্তকে স্বস্তি দিতে আগামী অর্থবছর থেকেই করমুক্ত আয়ের সীমা বাড়ানোর জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত হতে আগ্রহী হতে প্রাতিষ্ঠানিক করহার অতালিকাভুক্ত কোম্পানির সঙ্গে কিছুটা বাড়ানোকে ভালো পদক্ষেপ বলে মন্তব্য করেছে সিপিডি। তবে সব কোম্পানির ওপর টার্নওভার কর আরোপে আপত্তি করেছে। কেননা, এতে লোকসানি কোম্পানির টিকে থাকা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়।

কালো টাকা সাদার সুযোগ বৈষম্যমূলক

কালো টাকা সাদা করার সুযোগ রাখার সমালোচনা করেছে সিপিডি। সংস্থাটি বলেছে, এ সুযোগ না রাখার জন্য তারা বছরের পর বছর বলে আসছে। এটি বৈষম্যমূলক। এর ফলে সৎ করদাতা চাপে পড়ছেন এবং নিরুৎসাহিত হচ্ছেন। তাছাড়া এ ধারা নৈতিকতা আঘাত করে, সমাজে বৈষম্য বাড়ায়। অন্যদিকে, আবাসনে বিনিয়োগে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেওয়ার কারণে ফ্ল্যাটের দাম বাড়ছে।

আয় ও ব্যয় প্রসঙ্গ

সিপিডির প্রতিবেদনে বলা হয়, আগামী অর্থবছরে সরকারের রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় প্রায় ২৭ শতাংশ বেশি আদায় করতে হবে। বর্তমান অবস্থায় এত বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নাও হতে পারে। রাজস্ব আদায় কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত না হলে সরকারের উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়নও হবে না। এদিকে বাজেটে কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ কমেছে। এটি জনআকাঙ্ক্ষার বিপরীত মনে করে সিপিডি।

রেজি, নং ডিএ ৪০৬৪ । বর্ষ ২১ সংখ্যা ৬৯ samakal.com TheDailySamakal samakaltw
অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
নগর সংস্করণ
বুধবার
৪ জুন ২০২৫
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ । ৭ জিলহজ ১৪৪৬
১৬ পৃষ্ঠা । ১২ টাকা
সমকাল

'নীলচক্র' স্বপ্নের মতো একটি কাজ ▶ ১৫

আনু মুহাম্মদের নিবন্ধ
নতুন বাজেটে পুরোনো কাসুন্দি ৪ ▶

ফাহমিদুলকে নিয়ে আক্রমণের ছক ▶ ১৪

মূল কাগজের ভেতরে
ঈদ আয়োজন

কোম্পানির ন্যূনতম কর বাড়ানোর প্রস্তাবে এমসিসিআই হতাশ

বাজেট ২০২৫-২৬

শুধু টার্নওভারের ওপর কর আরোপ করনীতির পরিপন্থি

■ সমকাল প্রতিবেদক

লাভ-ক্ষতি নির্বিশেষে সাধারণভাবে কোম্পানির টার্নওভার বা মোট বিক্রয়ের ওপর কর শূন্য দশমিক ৬০ শতাংশ থেকে ১ শতাংশ বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে নতুন বাজেটে। এ ছাড়া কিছু খাতে এ হার ৩ শতাংশ বাড়ানোর প্রস্তাব রয়েছে। অন্যদিকে কার্যকরী করহার কমানোর কোনো পদক্ষেপ নেই। এসব পদক্ষেপে হতাশা ব্যক্ত করেছে মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, ঢাকা (এমসিসিআই)।

আগামী ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর প্রতিক্রিয়ায় এমসিসিআই এমন মত দিয়েছে। সংগঠনটি বলেছে, প্রতিষ্ঠানের টার্নওভারের ওপর ন্যূনতম কর করনীতির পরিপন্থি। তাই এটি বাদ দেওয়া প্রয়োজন। ব্যবসায় লাভ হলে শুধু করযোগ্য আয়ের ওপর কর প্রযোজ্য হওয়া উচিত। রাজস্ব বা অন্য কোনো তহবিলের ওপর প্রযোজ্য হওয়া উচিত নয়। এমসিসিআই গতকাল মঙ্গলবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বাজেট প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে।

এমসিসিআই মনে করে, ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতির কারণে রপ্তানি বাজার সংকুচিত হওয়া, মন্থর বিনিয়োগ ব্যবস্থা, ব্যাংক ঋণের উচ্চ সুদহার, বিশ্বব্যাপী চলমান যুদ্ধাবস্থা এবং এলডিসি থেকে উত্তরণের সময়ে বাজেট তৈরি অর্থ উপদেষ্টার জন্য একটি দুঃসাহসিক কাজ ছিল। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাজেট বাস্তবায়ন অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। তবে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে বাজেট ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা, করনীতি সংস্কার, কর ব্যবস্থার অটোমেশন, কর সংগ্রহে সামগ্রিক সিস্টেম লস কমানো এবং কর প্রশাসনের সক্ষমতা বাড়ানো তথা জনগণকে যথাযথ সেবা দেওয়ার আরও সুযোগ রয়েছে।

এমসিসিআই বলেছে, করহার বৃদ্ধির মাধ্যমে নিয়মিত কর দেওয়া ব্যক্তি এবং ব্যবসায়ীদের ওপর আরও বেশি করের বোঝা চাপানোর চেষ্টা থেকে বের হয়ে আসা উচিত। রাজস্ব আয় বাড়াতে করের জাল বাড়ানো জরুরি। আইএমএফের ঋণের শর্ত অনুযায়ী কর-জিডিপি অনুপাত বাড়াতে করদাতাদের ওপর বাড়তি করের বোঝা চাপানোর আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে।

সংগঠনের প্রতিক্রিয়ায় জানানো হয়, ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা হলো ১ লাখ ৪ হাজার কোটি টাকা, যা চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের (৯৯,০০০ কোটি টাকা) থেকে ৫ শতাংশ বেশি। ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকার দুই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে। প্রথমত, ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধিতে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগকারীদের জন্য অর্থের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। দ্বিতীয়ত, সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ নিলে মূল্যস্ফীতির চাপ বাড়বে। যে চাপ শেষ পর্যন্ত বহন করতে হয় ভোক্তা বা জনগণকে। এই দুই বিষয়ের মধ্যে যথাযথ সমন্বয়ের প্রয়োজন রয়েছে। এ ছাড়া ব্যাংকিং খাত পুনর্গঠনের জন্য বরাদ্দ থাকা দরকার।

এমসিসিআই বিশ্বাস করে, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অবকাঠামো, জ্বালানির অসম বণ্টন ব্যবস্থা এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য এখনও প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত। এ ছাড়া দুর্বল রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অর্থনীতির জন্য উদ্বেগের কারণ। পাশাপাশি সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য উচ্চ আমদানি প্রবণতা ও বর্তমান বৈশ্বিক বিপর্যয় অবস্থা বিবেচনা করে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির ক্ষেত্রে পরিশোধিত মূলধনের ১০ শতাংশের বেশি শেয়ার হস্তান্তর হলে আয়করের হার ২২ দশমিক ৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে শুধু প্রাথমিক গণপ্রস্তাব বা আইপিওর মাধ্যমে হস্তান্তরের বিষয়টি উল্লেখ আছে। এমসিসিআই মনে করে, অন্য উপায়ে শেয়ার হস্তান্তরের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত। উৎসে করের রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে আগে প্রতিমাসে রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা ছিল। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর প্রস্তাবনায় প্রতি ত্রৈমাসিক অন্তর দাখিলের বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে। এ পদক্ষেপে কোম্পানির সময় এবং অর্থ সাশ্রয় হবে বলে এমসিসিআই বিশ্বাস করে।

এমসিসিআই আরও বলেছে, প্রান্তিক করদাতাদের ন্যূনতম কর ৩ হাজার থেকে ৫ হাজার টাকায় উন্নীত করায় প্রান্তিক করদাতাদের ওপর করের বোঝা বাড়বে। ব্যক্তি শ্রেণির করদাতাদের করমুক্ত আয়সীমা ২০২৬-২৭ এবং ২০২৭-২৮ করবর্ষের জন্য ৩ লাখ ৭৫ হাজার টাকা পর্যন্ত বাড়ানোর পদক্ষেপকে এমসিসিআই স্বাগত জানাচ্ছে। তবে কর ধাপ ও করহারের পরিবর্তনের ফলে সব স্তরের করদাতাদের করের বোঝা বাড়বে। এ সীমা সাড়ে ৪ লাখ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হলে নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠী উপকৃত হতো।

প্রাইম ব্যাংক | ন্যাশনাল লাইফ ইনস্যুরেন্স
প্রাইম ব্যাংকাস্যুরেন্স-এর সাথে উপভোগ করুন
ট্যাক্স রিবেট

রেজি. নং ডিএ ৪০৬৪ | বর্ষ ২১ সংখ্যা ৬৯ samakal.com TheDailySamakal samakaltw

বুধবার
৪ জুন ২০২৫
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ | ৭ জিলহজ ১৪৪৬
১৬ পৃষ্ঠা | ১২ টাকা

অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস

সমকাল

নগর সংস্করণ

'নীলচক্র' স্বপ্নের মতো একটি কাজ ▶ ১৫

আনু মুহাম্মদের নিবন্ধ
নতুন বাজেটে পুরোনো কাসুন্দি ৪ ▶

ফাহমিদুলকে নিয়ে আক্রমণের ছক ▶ ১৪

মূল কাগজের ভেতরে
ঈদ আয়োজন

বাজেট ২০২৫-২৬

সাড়ে ১৫ শতাংশ অর্থ যাবে সুদ পরিশোধে

■ **সমকাল প্রতিবেদক**

আগামী ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সরকারের মোট ব্যয়ের ১৫ দশমিক ৪ শতাংশ অর্থ যাবে অভ্যন্তরীণ ও বিদেশি ঋণের সুদ পরিশোধে। প্রস্তাবিত বাজেটে সুদ পরিশোধ বাবদ মোট ১ লাখ ২২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মূল বাজেটে যা ছিল ১ লাখ ১৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে এটি আরও বেড়েছে। সুদ পরিশোধ বাবদ ব্যয় দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ২১ হাজার কোটি টাকা।

অর্থ বিভাগের কর্মকর্তারা জানান, কভিড-পরবর্তী সময়ে বাজেট সহায়তা ও মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিপুল পরিমাণ ঋণ নেওয়া হয়েছে। দেশি-বিদেশি উৎসে এখন সরকারের মোট ঋণ দাঁড়িয়েছে প্রায় সাড়ে ১৮ লাখ কোটি টাকা। কিছু অকার্যকর প্রকল্প স্বল্পমেয়াদি ঋণ নেওয়ায় দ্রুত সুদ ও কিস্তি পরিশোধের চাপ তৈরি হয়েছে, যা সরকারের রাজস্ব ব্যয়ের সক্ষমতা কমিয়ে দিয়েছে। বিদেশি ঋণের সুদের হার সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আগের তুলনায় বেড়েছে।

রেজি. নং ডিএ ৪০৬৪ । বর্ষ ২১ সংখ্যা ৬৯ samakal.com TheDailySamakal samakaltw
অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
নগর সংস্করণ
বুধবার
৪ জুন ২০২৫
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ । ৭ জিলহজ ১৪৪৬
১৬ পৃষ্ঠা । ১২ টাকা
সমকাল

'নীলচক্র' স্বপ্নের মতো একটি কাজ ▶ ১৫

আনু মুহাম্মদের নিবন্ধ নতুন বাজেটে পুরোনো কাসুন্দি ৪ ▶

ফাহমিদুলকে নিয়ে আক্রমণের ছক ▶ ১৪

মূল কাগজের ভেতরে ঈদ আয়োজন

বাজেট প্রতিক্রিয়া

উৎপাদন খরচ বাড়বে

■ সমকাল প্রতিবেদক

প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই) বলেছে, উৎপাদন খাতের বড় শিল্পের কাঁচামালের ভ্যাট বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে পণ্যের উৎপাদন খরচ বাড়বে।

বিসিআই সভাপতি আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী (পারভেজ) বলেন, করপোরেট কর ও ব্যক্তি খাতের করের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভর করা হয়েছে। করজাল বাড়ানোর পদক্ষেপ নেই। বাজেটে মূল্যস্ফীতি কমানো, ব্যবসাবান্ধব হওয়া এবং কর্মসংস্থান বাড়ানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হলেও এসব লক্ষ্য অর্জিত হওয়া দুরূহ।

তিনি বলেন, উৎপাদন খাতের বড় শিল্পের কাঁচামালের ওপর ভ্যাট বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতি কীভাবে কমানো হবে বোধগম্য নয়। সবকিছু আইএমএফের ফরমুলা অনুযায়ী করা হয়েছে। আইএমএফের ফরমুলা অনুযায়ী চললে শিল্প ক্ষতির মুখে পড়বে। এমনিতে খরচ অনেক বেশি, জ্বালানির খরচ বেশি, ব্যাংক ঋণের সুদ অনেক বেশি এবং জ্বালানির পর্যাপ্ত সরবরাহ নেই। এতসব সংকটের মধ্যেও যেসব শিল্প মোটামুটি প্রতিযোগিতা করে যাচ্ছে, সেখানেও শুল্ক ও কর বাড়ানো হয়েছে। গার্মেন্টসসহ রপ্তানিমুখী শিল্পের নগদ প্রণোদনা আস্তে আস্তে কমিয়ে আনা হচ্ছে। এর ফলে রপ্তানি খাত প্রতিযোগিতার সক্ষমতা হারাবে। নগদ প্রণোদনার পরিবর্তে কোনো রাজস্ব পদক্ষেপ বাজেটে নেই। কটন সুতা ও ম্যান মেইড ফাইবারের উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট প্রতি কেজিতে ৩ টাকা থেকে ৫ টাকা করা হয়েছে। এতে টেক্সটাইল শিল্প ক্ষতির মুখে পড়বে এবং সুতা আমদানিনির্ভর হয়ে পড়বে। স্টিল শিল্পের কাঁচামালের ওপর কর ১৫ থেকে ২৫ শতাংশ করা হয়েছে ও সিমেন্ট শিল্পে কাঁচামালে মূসক ৫ থেকে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে। এতে দেশের আবাসন ও নির্মাণশিল্প খাতে খরচ বেড়ে যাবে।

রেজি. নং ডিএ ৪০৬৪ । বর্ষ ২১ সংখ্যা ৬৯ samakal.com TheDailySamakal samakaltw
অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
নগর সংস্করণ
বুধবার
৪ জুন ২০২৫
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ । ৭ জিলহজ ১৪৪৬
১৬ পৃষ্ঠা । ১২ টাকা
সমকাল

'নীলচক্র' স্বপ্নের মতো একটি কাজ ▶ ১৫

আনু মুহাম্মদের নিবন্ধ নতুন বাজেটে পুরোনো কাসুন্দি ৪ ▶

ফাহমিদুলকে নিয়ে আক্রমণের ছক ▶ ১৪

মূল কাগজের ভেতরে ঈদ আয়োজন

আরও কিছুটা কমলো মূল্যস্ফীতি

■ **সমকাল প্রতিবেদক**

আরও কিছুটা কমলো মূল্যস্ফীতি। গত মে মাসে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে সার্বিক মূল্যস্ফীতি কমে হয়েছে ৯ দশমিক শূন্য ৫ শতাংশ। এর আগে এপ্রিলেও মূল্যস্ফীতি খানিকটা কমেছিল। মাসটিতে মূল্যস্ফীতি হয় ৯ দশমিক ১৭ শতাংশ। মার্চে যা ছিল ৯ দশমিক ৩৫ শতাংশ। মে মাসে খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত দুই খাতেই মূল্যস্ফীতি কমেছে। কমেছে গ্রাম ও শহর দুই জায়গাতেই। তবে বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতির হার দুই অঙ্কের ঘরেই রয়ে গেছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে। মূল্যস্ফীতির হালনাগাদ প্রতিবেদনটি গত সোমবার প্রকাশ করেছে বিবিএস। প্রতি মাসে মাঠ পর্যায় থেকে বিভিন্ন পণ্য ও সেবার দামের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে থাকে সংস্থাটি। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে ভোক্তা মূল্যসূচক (সিপিআই) প্রণয়ন করা হয়। এ সূচক আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় কতটা বাড়ল তার শতকরা হারই পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতি। এটির ১২ মাসের চলন্ত গড় হিসাব হচ্ছে বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি।

বিবিএসের প্রতিবেদন বিশ্লেষণে দেখা যায়, গত বছরের ডিসেম্বর, চলতি বছরের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতি ধারাবাহিকভাবে কমে আসে। টানা তিন মাস কমার পর চলতি বছরের মার্চ মাসে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে ফের বাড়ে মূল্যস্ফীতি। এপ্রিল থেকে কমার ধারায় ফিরেছে মূল্যস্ফীতি।

মে মাসে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে খাদ্যে মূল্যস্ফীতি কমে হয়েছে ৮ দশমিক ৫৯ শতাংশ। আগের মাস এপ্রিলে যা ছিল ৮ দশমিক ৬৩ শতাংশ। মে মাসে খাদ্যবহির্ভূত পণ্যে মূল্যস্ফীতি হয়েছে ৯ দশমিক ৪২ শতাংশ, যা এপ্রিলে ছিল ৯ দশমিক ৬১ শতাংশ।

গ্রাম এলাকায় মূল্যস্ফীতি এপ্রিলের ৯ দশমিক ১৫ শতাংশ থেকে কমে মে মাসে হয়েছে ৯ দশমিক শূন্য ৫ শতাংশ। আর শহরে ৯ দশমিক ৫৯ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ৯ দশমিক ৫০ শতাংশ।

এদিকে বিবিএসের হিসাবমতে, গত বছরের মে মাস থেকে চলতি বছরের এপ্রিল পর্যন্ত ১২ মাসের গড় মূল্যস্ফীতি ১০ দশমিক ১৩ শতাংশ। প্রসঙ্গত, কয়েক অর্থবছর ধরেই দেশে মূল্যস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে রাখা যাচ্ছে না। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণার সময় বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি ৬ দশমিক ৫ শতাংশের মধ্যে রাখার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়। তবে বাস্তবতার আলোকে সে লক্ষ্যমাত্রায় সংশোধন আনা হয়েছে। গড় মূল্যস্ফীতি সাড়ে ৭ শতাংশের নিচে রাখতে চাইছে সরকার।

গত ২০২২-২৩ অর্থবছর থেকে দেশে উচ্চ মূল্যস্ফীতি চলছে। ওই অর্থবছরে ৯ শতাংশের কিছু বেশি হয় গড় মূল্যস্ফীতি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে তা আরও বেড়ে হয় ৯ দশমিক ৭৩ শতাংশ। এরপর চলতি অর্থবছরের এ পর্যন্ত ৯ শতাংশের ওপরেই রয়েছে মূল্যস্ফীতি।

রেজি. নং ডিএ ৪০৬৪ । বর্ষ ২১ সংখ্যা ৬৯ samakal.com TheDailySamakal samakaltw
অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস

সমকাল

বুধবার
৪ জুন ২০২৫
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ । ৭ জিলহজ ১৪৪৬
১৬ পৃষ্ঠা । ১২ টাকা

'নীলচক্র' স্বপ্নের মতো একটি কাজ ▶ ১৫

আনু মুহাম্মদের নিবন্ধ
নতুন বাজেটে পুরোনো কাসুন্দি ৪ ▶

ফাহমিদুলকে নিয়ে আক্রমণের ছক ▶ ১৪

নগর সংস্করণ

মূল কাগজের ভেতরে
ঈদ আয়োজন

এতিমখানা অনাথ আশ্রমকে রিটার্ন জমা দিতে হবে না

আগামী ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় এতিমখানা, অনাথ আশ্রম ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানকে রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ।

পাচার করা অর্থ-সম্পদের ওপর কর ও জরিমানা

বাজেট বক্তৃতায় বলা হয়েছে, জন্মসূত্রে বাংলাদেশি হলেও পরবর্তী সময়ে নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেছেন– এমন ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশে অর্জিত আয়ের ওপর যথাযথভাবে কর পরিশোধ না করে নানা উপায়ে বিদেশে পাচার করা অর্থ-সম্পদের ওপর কর ও জরিমানা আরোপের বিধান রাখা হয়েছে।

সমকাল

নিত্যপণ্যের সরবরাহ মূল্যে উৎসে কর কমে অর্ধেক

প্রান্তিক পর্যায়ে কৃষক ও সরবরাহকারীদের স্বস্তি দিতে নিত্যপণ্য যেমন– ধান, চাল, গম, আলু, পাট, কাঁচা চা পাতা ইত্যাদির সরবরাহ মূল্যের ওপর উৎসে কর ১ শতাংশ থেকে কমিয়ে শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করেছেন অর্থ উপদেষ্টা।

শুল্ক কাঠামোতে নতুন স্তর

প্রস্তাবিত বাজেটে বিদ্যমান ছয় স্তর বিশিষ্ট শুল্ক কাঠামোতে ৩ শতাংশের একটি নতুন স্তর যুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া আমদানিতে ১২ স্তর বিশিষ্ট সম্পূরক শুল্ক কাঠামোতে ৪০ শতাংশের একটি স্তর যোগ হয়েছে। তবে নতুন স্তর নিত্যপণ্য, প্রধান খাদ্যপণ্য, সার, বীজ, ওষুধ ও শিল্পের কিছু কাঁচামালে প্রযোজ্য হবে না।

সিগারেট কোম্পানির অগ্রিম কর বাড়ল

আগামী অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে সম্ভাব্য মুনাফার পরিমাণ বিবেচনায় সিগারেট প্রস্তুতকারকের নিট বিক্রয় মূল্যের ওপর অগ্রিম কর ৩ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে।

আজ বুধবার
৪ জুন ২০২৫
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, ৭ জিলহজ ১৪৪৬

দেশ রূপান্তর

বর্ষ ৮ । সংখ্যা ১০ । পৃষ্ঠা ১২ । মূল্য ৮ টাকা । নগর সংস্করণ
দা য়ি ত্ব শী ল দে র দৈ নি ক
www.deshrupantor.com deshrupantor

অনুশীলনে মেসি আনচেলত্তির ছক
পৃষ্ঠা ১০

জনপ্রত্যাশার প্রতিফলন নেই বাজেটে

নির্বাচন সম্পূর্ণ আলাদা বিষয় বিচার স্বাধীনভাবে চলবে

সাত রূপে ইধিকা
পৃষ্ঠা ৭

ব্রয়লার মুরগি ও বাচ্চার দামে বিপর্যয়

নিজস্ব প্রতিবেদক

ব্রয়লার মুরগির দরপতনে বিপর্যয়ের মুখে পড়েছেন খামারিরা। ফলে খামার পরিচালনায় আগ্রহ হারিয়েছেন অধিকাংশ খামারি। ফলে চাহিদায় তীব্র ভাটা পড়েছে ব্রয়লার মুরগির এক দিন বয়সী বাচ্চার। এতে অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে কমেছে বাচ্চার দাম।

জানা যায়, খামারি পর্যায়ে ব্রয়লার মুরগির উৎপাদন খরচ কেজিপ্রতি ১৩৫ থেকে ১৪০ টাকা হলেও চলতি মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে খামারিরা পাচ্ছেন ১২০ টাকার নিচে। অতীতে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর থেকে বিভিন্ন সময় পোলট্রি কোম্পানি ও ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে যোগসাজশ (সিন্ডিকেট) করে ডিম আর মুরগির দাম বাড়ানোর অভিযোগ করা হয়েছে। তবে এ খাত সংশ্লিষ্টরা যুক্তি তুলে ধরে বলেছেন, যদি এ খাতে সিন্ডিকেট থাকত, তাহলে হ্যাচারিগুলো অতিরিক্ত বাচ্চা উৎপাদন করত না এবং বাচ্চার দামও কখনো কমত না। আশঙ্কা ব্যক্ত করে তারা বলছেন, উৎপাদন খরচের তুলনায় ব্রয়লার বাচ্চা ও মুরগির অতিরিক্ত কম দাম অব্যাহত থাকলে পোলট্রি শিল্প ধ্বংসের মুখে পড়তে পারে। তাদের মতে, যে হারে খামারিরা পোলট্রি ব্যবসা ছাড়ছেন, তা অব্যাহত থাকলে অনেক হ্যাচারি বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে নিকট ভবিষ্যতে এক দিন বয়সী বাচ্চা এবং ব্রয়লার মুরগির তীব্র ঘাটতি দেখা দেবে।

গত ১৬ মে সরেজমিনে কিশোরগঞ্জের বিভিন্ন এলাকার খামার ঘুরে আলাপচারিতায় বেশ কয়েকজন খামারি ব্রয়লার মুরগির চলমান বাজারদরে হতাশা ব্যক্ত করেছেন। বর্তমান অবস্থা দীর্ঘদিন অব্যাহত থাকলে তাদের পক্ষে এ ব্যবসায় টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়বে বলেও মন্তব্য করেছেন।

এর মধ্যে জেলার করিমগঞ্জ থানার সিদলারপাড়ের ২ দশকের অভিজ্ঞ খামারি মোসলেহ উদ্দিন (৫৮) জানান, 'অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় বর্তমানে মুরগির খামার ব্যবসায় ধস নেমেছে। খরচ বৃদ্ধি, দরপতনসহ নানা কারণে গত রোজার ঈদের পর থেকে অনেকে খামার করায় আগ্রহ হারিয়েছেন। শেডে বাচ্চা তুলছেন না। ৩০ টাকা দরে কেনা বাচ্চায় ১৪০ টাকা উৎপাদন খরচের মুরগি ১২০ টাকা করে বিক্রি করে গত এক ব্যাচে ৩০ হাজার টাকা লোকসানের তথ্য দিয়ে এই খামারি জানান, 'বাচ্চার দাম সীমাহীনভাবে কমলেও বিক্রির সময় বেশি লোকসানের ভয়ে দুটি শেডের একটি বন্ধ রেখেছি।'

সিন্ডিকেটের অভিযোগ ভিত্তিহীন প্রমাণিত

একই এলাকার তরুণ খামারি সাদ্দাম হোসেনের (৩৪) তিনটি শেডে সাড়ে ৬ হাজার বাচ্চা পালন ক্ষমতা থাকলেও মাত্র একটিতে ১ হাজার ২০০ ব্রয়লার লালন করছেন। তিনি জানান, '২৩ দিন আগে ২৭ টাকা দরে কেনা বাচ্চা পালন করেও নিশ্চিত লোকসানের ভয়ে রয়েছি। কোরবানির ঈদের দেড় মাস পরও বাজার ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনাও ক্ষীণ' বলে উল্লেখ করেন তিনি।

সরেজমিন আলাপচারিতায় দেখা যায়, এ খাত সম্পর্কে কয়েক বছর ধরে পোলট্রি শিল্প উদ্যোক্তাদের বলা কথাগুলো এখন তৃণমূলের খামারিদের মুখেও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে কাজী ফার্মসের পরিচালক কাজী জাহিন হাসান বলেন, 'এক দিনের বাচ্চার দাম ব্রয়লার মুরগির দামের ওপর নির্ভর করে। ব্রয়লার মুরগির বাজারদর কম থাকলে খামারিরা বাচ্চা কিনতে চান না, তাই বাচ্চা মুরগির দামও কমে যায়। যখন ব্রয়লারের দাম বেশি থাকে, তখন সব খামারিই বাচ্চা কিনতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন, ফলে উৎপাদনের চেয়ে চাহিদা বেড়ে যায় এবং বাচ্চার দামও বৃদ্ধি পায়।'

চাহিদার তুলনায় উৎপাদন অনেক বেশি হওয়ায় এখন ব্রয়লারের দাম কম উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'চাহিদা ও জোগানের ভিত্তিতে দাম নির্ধারণ হয়ে থাকে। গত বছর এক দিনের বাচ্চার দাম যখন বেশি ছিল, হ্যাচারিগুলো বাচ্চার উৎপাদন বাড়ানোর ব্যবস্থা করেছিল, ফলে বর্তমানে বাজারে সরবরাহ বেশি। যদি যোগসাজশ করে উৎপাদন কমিয়ে দাম বাড়ানোর সিন্ডিকেট থাকত, তাহলে উৎপাদন কখনো এত বেশি হতো না এবং দামও এত কম হতো না।'

এ খাতের অন্যতম উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান প্যারাগন পোলট্রি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মশিউর রহমান বলেন, 'উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন ধরে বলা হচ্ছে, মুরগির বাচ্চার দাম ব্রয়লার মুরগির দামের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু মহলবিশেষ দাম বৃদ্ধির জন্য অযৌক্তিকভাবে কথিত সিন্ডিকেটের ওপর দায় চাপিয়ে আসছেন, যা এ খাত সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব উসকে দিয়েছে।'

এখন এ খাত প্রকৃত অর্থেই সংকট রয়েছে। এখন থেকে উত্তরণে অভিযোগকারী মহল কোনো পথ দেখাতে পারছে না।

বর্তমান পরিস্থিতিকে পোলট্রি খাতের জন্য বিপর্যয় উল্লেখ করে ব্রিডার্স অ্যাসোয়েশনের সভাপতি মাহবুবুর রহমান বলেন, উদ্যোক্তা থেকে শুরু করে প্রান্তিক খামারি, সবাই বাজারের করুণার ওপর নির্ভরশীল। তিনি বলেন, হ্যাচারি কোম্পানিগুলো ৪৫ টাকা উৎপাদন খরচের এক দিনের বাচ্চা বিক্রি করছে মাত্র ৫ টাকা দরে। এতে প্রতিটি বাচ্চায় লোকসান ৪০ টাকা। হ্যাচারিগুলো সপ্তাহে এক কোটি ৯০ লাখের বেশি ব্রয়লার মুরগির বাচ্চা উৎপাদন করে এবং বর্তমান বাজারদরে প্রতি সপ্তাহে কোটি কোটি টাকা লোকসান গুনছে।

নিকট ভবিষ্যতে পোলট্রি পণ্যের আরও সংকটের পূর্বাভাস দিয়ে মাহবুব বলেন, 'যারা পোলট্রি বাজার বোঝেন না, তারা সবসময় উদ্যোক্তাদের কল্পিত সিন্ডিকেটের ওপর দোষারোপ করেন'– এটি অত্যন্ত দুঃখজনক।

দেশ রূপান্তর

আংশিক নয় পুরো সত্য
কালের কণ্ঠ
বুধবার
৪ জুন ২০২৫ । ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
৭ জিলহজ ১৪৪৬
আজ ১৬ পৃষ্ঠা

৮ | হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছিলাম সবাই

৫ | সংকট সত্ত্বেও রপ্তানিতে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি

৭ | ২০০ বিলিয়ন ডলারের বেশির ভাগ আফ্রিকায় দান করবেন বিল গেটস

ঢাকা । বর্ষ ১৬ । সংখ্যা ১৪০ । নগর সংস্করণ । দাম ১২ টাকা । www.kalerkantho.com

উপদেষ্টাদের বাজেট সাফাই

বাজেটোত্তর সংবাদ সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বাজেটে ব্যবসা ও জনসাধারণের ওপর করের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। নেই সঞ্চয় বাড়িয়ে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সুবিধার ইঙ্গিত। তবু অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদসহ অন্য উপদেষ্টারা প্রস্তাবিত বাজেটের পক্ষে সাফাই গাইলেন। বললেন, বাজেট জনবান্ধব, ব্যবসাবান্ধব। তবে তিনি কিঞ্চিৎ স্বীকারও করলেন যে বাজেটকে কখনোই পুরোপুরি ব্যবসাবান্ধব করা সম্ভব নয়। এক দিকে কর কমাতে গেলে আরেক দিকে বাড়াতে হবে। তবে হুট করে রাজস্ব বাড়ানো সম্ভব নয়।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বাজেটোত্তর সংবাদ সম্মেলনে অর্থ উপদেষ্টা বাজেটে ঘোষণা দেওয়া কথার ফুলঝুরির পক্ষে যুক্তি তুলে ধরলেন। অর্থ উপদেষ্টা বলেন, 'এত চ্যালেঞ্জের মধ্যে আমাদের প্রতি একটু সমবেদনা নিয়ে কাজ করেন, একবারেই একপেশে কিছুই হয়নি, গুণগান গাইব সেটাও আমরা চাই না। আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাই। মোট কথা আমরা সবার সহযোগিতা নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে বাজেট দিয়েছি, যা বিশ্বের অন্য দেশের কাছে যেন দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।'

▶▶ পৃষ্ঠা ১৫ ক. ২

- বাজেট জনবান্ধব, ব্যবসাবান্ধব : অর্থ উপদেষ্টা
- বাস্তবসম্মত, সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন হবে : পরিকল্পনা উপদেষ্টা
- সিন্ডিকেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে : বাণিজ্য উপদেষ্টা
- মূল্যস্ফীতি কমছে, মুদ্রা বাজারও স্থিতিশীল : গভর্নর

রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে গতকাল বাজেটোত্তর সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। ছবি : কালের কণ্ঠ

আংশিক নয় পুরো সত্য
কালের কণ্ঠ
বুধবার
৪ জুন ২০২৫ । ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
৭ জিলহজ ১৪৪৬
আজ ১৬ পৃষ্ঠা

৮ | হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছিলাম সবাই

৫ | সংকট সত্ত্বেও রপ্তানিতে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি

৭ | ২০০ বিলিয়ন ডলারের বেশির ভাগ আফ্রিকায় দান করবেন বিল গেটস

ঢাকা । বর্ষ ১৬ । সংখ্যা ১৪০ । নগর সংস্করণ । দাম ১২ টাকা । www.kalerkantho.com

উপদেষ্টাদের বাজেট সাফাই

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

তিনি বলেন, 'সীমিত সম্পদ ও অনেক চাহিদার মধ্যে এবারের বাজেট এনেছি। বিদেশে থেকে সম্পদ আনা, বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ, পুঁজিবাদের অবস্থা, ব্যাংকের অবস্থা, আইন-শৃঙ্খলা অবস্থা সব মিলিয়ে একটা বিশৃঙ্খলা। এর ভেতরেই আমাদের কাজ করতে হচ্ছে।' তাঁর দাবি, কথার ফুলঝুড়ি ছড়িয়ে বাজেট করা হয়নি। অনেক চ্যালেঞ্জ ছিল। যেমন—মূল্যস্ফীতি, ব্যাংক খাত, জ্বালানি খাত, রাজস্ব আদায়—এসব কিছুর মধ্যেই বাজেট দিতে হয়েছে। তার পরও প্রথমবারের মতো বাজেটের আকার বাড়েনি।

গত সোমবার জাতির সামনে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সাত লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকার বাজেট উত্থাপন করেন অর্থ উপদেষ্টা। এই বাজেটে বেসরকারি খাতের ব্যবসার প্রসার ঘটিয়ে প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর পরিকল্পনা নেই। তাঁর দেওয়া বাজেটে মূল্যস্ফীতি কমানো ও জীবনযাত্রা সহজ করতে কার্যকর পদক্ষেপও নেই। সাধারণ মানুষ মনে করছে, বাজেটে করের চাপ যেন মড়ার উপর খাড়ার ঘাঁ হবে। তবুও উপদেষ্টা বলেন, 'এত দিন আমরা প্রবৃদ্ধি, প্রবৃদ্ধি করি। তবে সেই প্রবৃদ্ধি সব পর্যায়ের মানুষের কাছে পৌছায়নি। এ থেকে বেরিয়ে এসে জীবনযাত্রা যেন ভালো পর্যায়ে নেওয়া যায়, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা যেন বাড়ে, ব্যবসা-বাণিজ্য যাতে চালিয়ে যেতে পারে, সেসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে বাজেট সাজিয়েছি। এবার প্রবৃদ্ধি অর্জনের চেয়ে মানুষের জীবনযাত্রা স্বচ্ছ, সহজ করার ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে।'

ক্রান্তিলগ্নে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে সবাই মিলে চেষ্টা করে দেশটাকে একটা স্থিতিশীল অবস্থানে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে এমন মন্তব্য করে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, 'আমরা দেশের ক্ষমতা নেইনি, বরং দায়িত্ব নিয়েছি। দায়িত্বটা একটা কঠিন সময়ে নিয়েছি। সংসদ না থাকায় জাতির সামনে বাজেট পেশ করেছি এবং এ জন্য আমরা জাতির কাছে দায়বদ্ধ। অর্থ বিলে রাষ্ট্রপতি সই করেছেন। সেটা দ্রুতই হবে। সেখানে যদি কিছু থাকে, সেটাও আমরা চেষ্টা করব নিতে।'

তিনি আরো বলেন, 'অনেকে বলছেন, দেশ আইসিইউতে ছিল। বিশেষ করে আর্থিক খাত একেবারে খাদের কিনারায় পৌছেছিল। সে সময় যদি আমরা দায়িত্ব না নিতাম তাহলে কী হতো। যাই হোক, আমরা চেষ্টা করে সবাই মিলে দেশটাকে একটা স্থিতিশীল অবস্থানে নিয়ে আসতে পেরেছি। সবার চেষ্টায় আর্থিক খাতকে একটা পর্যায়ে আনা সম্ভব হয়েছে। মূল্যস্ফীতি কমানো সম্ভব হয়েছে। মানুষকে আরো কিভাবে স্বস্তি দেওয়া যায়, সে চেষ্টা রয়েছে।'

উচ্চ মূল্যস্ফীতিতে নাকাল সাধারণ মানুষ। গড় মূল্যস্ফীতি ১০ ছুঁইছুঁই থাকাকালে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নিলেও এর পর থেকে ৯ শতাংশের ওপরে আছে। এর পরও মূল্যস্ফীতি কমানোর কথা দাবি করছে সরকার। করের যে চাপ বাজেটে দেওয়া হয়েছে তাতে মূল্যস্ফীতি আরো উসকে দিতে পারে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। এর পরও মানুষকে স্বস্তি দেওয়ার সাফাই গাইলেন উপদেষ্টা।

অর্থ উপদেষ্টা বলেন, 'অনেকে এবারের বাজেটকে গতানুগতিক, আগের ধারাবাহিকতা বলছেন। তবে সেটা ঠিক না। এবারের বাজেটে তিন বছর মেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অনেকে বলেছেন, আমরা আগের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছি। আসলে আমরা এসব অনুসরণ না করে চট করে বিপ্লবী একটা বাজেট দিয়ে দেব, দারুণ একটা রেভিনিউ আনব, সেটা সম্ভব নয়। আমরা কতগুলো ফ্রেমওয়ার্ক বা পদাঙ্ক অনুসরণ করে সামনে যাচ্ছি ঠিক। এবার যে ইনোভেশন নেই, সেটা কিন্তু নয়। কিছু পদক্ষেপও আছে। নানা প্রতিকূলতার মধ্যে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা রয়েছে। কীভাবে সবার জীবনযাপন আরো স্বচ্ছ, মানোন্নয়ন করা যায়, সে চেষ্টা করা হয়।'

তিনি আরো বলেন, 'যে সংস্কারগুলো আমরা হাতে নিয়েছি, সেটা চলমান। আমরা যতটুকু পারি করব। আমরা যে পদচিহ্ন রেখে যাব (ফুটপ্রিন্ট) আশা করছি পরে যারা আসবে তারা সেটা বাস্তবায়ন করবে।'

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'জনগণের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা রাজস্ব আদায় বাড়ানো, এনবিআর সংস্কার করছি। আমরা বাইরের ঋণের ওপর যে নির্ভর করব, সেটা নয়।'

২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে ঢালাওভাবে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ রাখা হয়নি বলে জানিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, কোনো কারণে কারো অপ্রদর্শিত টাকা থাকলে সেগুলো প্রদর্শনের একটা বিধান রাখা হয়েছে। তবে বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা হওয়ায় তা পুনর্বিবেচনা করবে সরকার।

বাজেট বাস্তবসম্মত, সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন হবে : পরিকল্পনা উপদেষ্টা : পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেছেন, '২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন হবে। এ বাজেট অনেক বেশি বাস্তবসম্মত। আমাদের চাহিদা বেশি, কিন্তু কাঠামোগত কারণে রাজস্ব আদায় করতে পারছি না।' তিনি বলেন, বাজেটকে অনেকে গতানুগতিক বলছে। তবে সামাজিক সুরক্ষা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বাজেটে বরাদ্দ বেশি হয়েছে। বাজেট একটা চলমান প্রক্রিয়া।

পরিকল্পনা উপদেষ্টা বলেন, উন্নয়ন প্রকল্প সবই আগের সরকারের চলমান প্রকল্প। আগে অর্থ সংস্থানও বিবেচনা করা হয়নি। ২০ থেকে ৩০টি নতুন প্রকল্প, বাকিগুলো পুরাতন। দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে প্রয়োজনীয় প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে, অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প বাদ দিচ্ছি। মাঝপথে কোনো প্রকল্প বাদ দেওয়া হবে না। মেগাপ্রকল্প নিতে চাই না। তবে তিনটি মেগা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় খুলনা মোংলা রেললাইন, মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর প্রকল্পে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ সড়ক পুল নষ্ট হচ্ছে, এগুলোতে গুরুত্ব দিচ্ছি। জঞ্জাল পরিষ্কার করতে অনেক কষ্ট হচ্ছে।

অপচয়-অসংগতি কমানোর বাজেট : বিদ্যুৎ উপদেষ্টা

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বলেছেন, এবার অপচয় অসংগতি কমানোর বাজেট। এই বাজেটকে ব্যতিক্রমী বাজেট বলব। তিনি বলেন, 'এবার বিদ্যুৎ ও এলপিজির দাম কমানো হয়েছে। আমরা এলপিজি আমদানি করি ৬৫ টাকায়, বিক্রি করি ৩০ টাকায়। জ্বালানি বিভাগ থেকে এলপিজি ও জ্বালানি তেলের দাম কমিশন করা হয়েছে।'

প্রস্তাবিত বাজেটে জ্বালানির দাম কমানো হয়েছে। এলপিজি, গ্যাসের জন্য ভালো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এটা করা হয়েছে সাধারণের মধ্যে স্বস্তি দিতে। তিনি বলেন, 'জ্বালানির দাম কমানোর ফলে গাড়িভাড়া কমবে। একসময় আমরা নিজেরাও লিখেছি। তবে আগের থেকে এখনকার মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে, আমরা এখন সরকার হিসেবে কাজ করছি।'

আমরা এখন স্বস্তিতে আছি : স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টা

স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, 'আসন্ন ঈদ ও রোজার ঈদের বাজার তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখবেন, আমরা এখন স্বস্তিতে আছি। এখন ভোক্তাদের অধিকার নিয়ে যত কথা বলছি, কৃষকের অধিকার নিয়ে অতটা বলি না। এখন ভোক্তারা অল্প দামে আলু পেলেও কৃষকরা ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না।'

প্রতিযোগিতামূলক বাজার গড়ায় অর্থনীতিতে স্বচ্ছতা ফিরেছে : বাণিজ্য উপদেষ্টা

বাণিজ্য, বিমান, বস্ত্র ও পাট উপদেষ্টা সেখ বশির উদ্দিন বলেন, সিন্ডিকেট-নির্ভর বাজার ভেঙে একটি মুক্ত ও প্রতিযোগিতামূলক বাজারব্যবস্থার মাধ্যমে দেশে অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা ফেরানো সম্ভব হয়েছে। এতে ভোক্তা স্বার্থ যেমন রক্ষা পেয়েছে, তেমনি সামগ্রিকভাবে বাজার ব্যবস্থাপনায় এসেছে জবাবদিহি ও ভারসাম্য।

সেখ বশির উদ্দিন বলেন, 'একসময় দেশের অর্থনীতি খাদের কিনারায় পৌছে গিয়েছিল। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছিলেন, দেশে দুর্ভিক্ষের শঙ্কা ছিল। সেই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে আমরা ঘুরে দাঁড়িয়েছি। আমরা সিন্ডিকেট ভেঙে প্রতিযোগিতামূলক মার্কেটপ্লেস তৈরি করেছি, যা অর্থনীতিতে স্বচ্ছতা ফিরিয়েছে।'

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট সম্পর্কে উপদেষ্টা বলেন, এবার একটি বাস্তবমুখী বাজেট উপস্থাপন করা হয়েছে, যেখানে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, এই বাজেটে কোনো বিশেষ শ্রেণিকে কর সুবিধা দিয়ে বৈষম্য তৈরি করা হয়নি। কর কাঠামো সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য রাখা হয়েছে।

জুলাই-সেপ্টেম্বরে মূল্যস্ফীতি ৭ শতাংশে নামবে, কমবে সুদহার : গভর্নর

সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর বলেছেন, 'আমাদের দুইটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। তার মধ্যে একটি মূল্যস্ফীতি আরেকটি মুদ্রা বাজার। এখন মূল্যস্ফীতি কমতে শুরু করেছে আবার বিনিময় হারও স্থিতিশীল। আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে মূল্যস্ফীতি ৭ শতাংশে নেমে আসবে। তখন সুদহারও কমানো হবে।'

গভর্নর বলেন, বিশ্ববাজারে খাদ্য, তেল-গ্যাসের দর কমছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি করেছে। আগামী জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৭ শতাংশে নেমে আসবে বলে আশা করছি। সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড—এনবিআরের চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খানও বক্তব্য দেন।

আংশিক নয় পুরো সত্য
কালের কণ্ঠ
বুধবার
৪ জুন ২০২৫ । ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
৭ জিলহজ ১৪৪৬
আজ ১৬ পৃষ্ঠা

৮ | হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছিলাম সবাই

৫ | সংকট সত্ত্বেও রপ্তানিতে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি

৭ | ২০০ বিলিয়ন ডলারের বেশির ভাগ আফ্রিকায় দান করবেন বিল গেটস

ঢাকা । বর্ষ ১৬ । সংখ্যা ১৪০ । নগর সংস্করণ । দাম ১২ টাকা । www.kalerkantho.com

১১ মাসে আয় বেড়েছে ১০%

রপ্তানি আয় বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কাছাকাছি

চলতি অর্থবছরের ১১ মাসেই রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে ৪,৪৯৪ কোটি ডলার

বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ৫ হাজার কোটি ডলার

সংকট সত্ত্বেও রপ্তানিতে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ইতিবাচক ধারায় রয়েছে দেশের রপ্তানি আয়। চলতি অর্থবছরের ১১ মাসে সামগ্রিকভাবে রপ্তানি আয়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১০ শতাংশ। গতকাল মঙ্গলবার রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) প্রকাশিত তথ্যে এই চিত্র উঠে এসেছে। খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতে, সার্বিকভাবে চলতি অর্থবছরে দেশের রপ্তানি খাত ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। তৈরি পোশাকের পাশাপাশি উদীয়মান খাতগুলোর প্রবৃদ্ধি ভবিষ্যৎ বৈচিত্র্যময় সম্ভাবনাকে জোরালো করছে।

ইপিবির পরিসংখ্যানে দেখা যায়, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ১১ মাসেই (জুলাই-মে) রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে চার হাজার ৪৯৪ কোটি ডলার, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মোট চার হাজার ৪৪৬ কোটি ডলারের চেয়ে বেশি। চলতি অর্থবছরে রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা পাঁচ হাজার কোটি ডলার।

ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, শুধু মে মাসেই দেশের রপ্তানি আয় হয়েছে ৪৭৩ কোটি ডলার, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১১.৪৫ শতাংশ বেশি। গত বছরের মে মাসে রপ্তানি আয় ছিল ৪২৫ কোটি ডলার।

বরাবরের মতো এবারও দেশের শীর্ষ রপ্তানি আয়ের খাত তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বড় অবদান রেখেছে। এই খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১০.২৫ শতাংশ। এই খাত থেকে ১১ মাসে আয় দাঁড়িয়েছে তিন হাজার ৬৫৫ কোটি ডলার, যেখানে আগের বছরের একই সময়ে আয় ছিল তিন হাজার ৩১৭ কোটি ডলার।

এর মধ্যে ওভেন পোশাকের রপ্তানি ৯.৩০ শতাংশ বেড়ে হয়েছে এক হাজার ৬৯৪ কোটি ডলার, আর নিটওয়্যার পোশাকের রপ্তানি ১০.৯৮ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক হাজার ৯৬২ কোটি ডলার।

এ ছাড়া অন্যান্য রপ্তানি খাতের মধ্যে যেসব পণ্যে রপ্তানি আয় বেড়েছে সেগুলোর মধ্যে কৃষিপণ্যে ৩.১৭ শতাংশ বেড়ে আয় হয়েছে ৯২ কোটি ৮০ ডলার। হিমায়িত ও জীবন্ত মাছ রপ্তানিতে আয় বেড়েছে ১৭.৫৩ শতাংশ। এ সময় আয় হয়েছে ৪১ কোটি ডলার। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যে আয় বেড়েছে ১২.৫৫ শতাংশ। আর আয় হয়েছে ১০০ কোটি ডলার।

চামড়ার তৈরি জুতা রপ্তানি থেকে আয় ৬২ কোটি ডলার। আয় বেড়েছে ২৮.৯৬ শতাংশ। নন-লেদার ফুটওয়্যার থেকে ৩০.২৫ শতাংশ আয় বেড়ে আয় হয়েছে ৪৯ কোটি ৪০ লাখ ডলার। প্লাস্টিক পণ্যে আয় বেড়েছে ১৮.৬২ শতাংশ। বেড়ে আয় হয় ২৭ কোটি ডলার।

ওষুধশিল্পে আয় ১৯ কোটি ৭০ লাখ ডলার। এ সময় আয় বেড়েছে ৫.২৫ শতাংশ। হোম টেক্সটাইলে আয় বেড়েছে ৪.৭৮ শতাংশ। আর আয় ৮২ কোটি ৫০ লাখ ডলার। এ সময় পাট ও পাটজাত পণ্যে আয় কমেছে ৪.৭৭ শতাংশ। এই খাতে আয় হয়েছে ৭৬ কোটি ৯০ লাখ ডলার। চামড়াজাত অন্যান্য পণ্যে আয় ৩.৩৯ শতাংশ কমে হয়েছে ৩১ কোটি ৭০ লাখ ডলার।

ঈদুল আজহা ২০২৫ সংখ্যা পৃষ্ঠা-১০ | যুক্তরাষ্ট্রের কাছে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের নিশ্চয়তা চায় ইরান পৃষ্ঠা-৩ | পুঁজিবাজারের সূচক ও লেনদেনে অবনতি পৃষ্ঠা-১২

নয়া দিগন্ত

বুধবার
৪ জুন ২০২৫
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, ৭ জিলহজ ১৪৪৬
রেজি. নং ডিএ ৪০০৫
বর্ষ ২২, সংখ্যা ১৪
পৃষ্ঠা ১৬
মূল্য ১২ টাকা

www.dailynayadiganta.com www.enayadiganta.com facebook.com/nayadiganta

অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বাজেট-উত্তর সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন ■ পিআইডি

পাচারের টাকা ফেরত আনা সহজ নয়

বাজেট-উত্তর সংবাদ সম্মেলনে অর্থ উপদেষ্টা

● **বিশেষ সংবাদদাতা**

যারা বিদেশে অর্থ পাচার করে তারা অত্যন্ত চালাক। এমন নয় যে, তারা হুট করে সব টাকা এক সাথে পাচার করেন। সুতরাং পাচার হওয়া টাকা ফেরত আনা দুরূহ ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। নাইজেরিয়ার পাচার হওয়া টাকা ফিরিয়ে আনতে ২০ বছর লেগেছে। তবে আমরা চেষ্টা করছি দুই এক বছরের মধ্যে পাচার হওয়া কিছু টাকা ফিরিয়ে আনতে। এই টাকা ফিরিয়ে আনলে আমাদের আর বিদেশী সংস্থার কাছ থেকে বাজেটে সহায়তার প্রয়োজন হবে না।

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপনের একদিন পর গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত বাজেট-উত্তর সংবাদ সম্মেলনে অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ এসব কথা বলেন। বাজেটে কালো টাকা বিনিয়োগ করা প্রসঙ্গে অর্থ উপদেষ্টা, এটি বাদ দিব কি না তা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

এবারের প্রস্তাবিত বাজেট জনবান্ধব ও ব্যবসাবান্ধব হয়েছে উল্লেখ করে অর্থ উপদেষ্টা যারা বাজেটকে গতানুগতিক বলছেন তাদের উদ্দেশে বলেন, হুট করেই একটা বিপ্লবী বাজেট দেয়া সম্ভব নয়। তবে আমরা বাজেটে কথার ফুলঝুরি দিয়ে বাজেট দেইনি।

পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব:) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন, মন্ত্রিপরিষদ সচিব শেখ আবদুর রশীদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর, অর্থসচিব মো: খায়েরুজ্জামান মজুমদার ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান মো: আবদুর রহমান খান এ সময় উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব শেখ আবদুর রশীদ ছাড়া সবাই কথা বলেছেন।

> ⇨ **‘দেশ আইসিইউতে ছিল, আমরা দায়িত্ব না নিলে কী যে হতো’**
>
> ⇨ **বাজেটে কালো টাকা বিনিয়োগের সুযোগ বাতিলের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে**

দর্শনার্থীর কাতারে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব ছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব, রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকেরা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন, অর্থ বিভাগের বাজেট-সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মচারীরা।

ক্রান্তিলগ্নে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে সবাই মিলে চেষ্টা করে দেশটাকে একটা স্থিতিশীল অবস্থান নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে উল্লেখ করে অর্থ উপদেষ্টা সংবাদ সম্মেলনের সূচনা বক্তব্যে বলেন, আমরা ক্ষমতা নেইনি, দায়িত্ব নিয়েছি। দায়িত্বটা একটা কঠিন সময়ে নিয়েছি।

সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, সংসদ না থাকায় আমরা গতকাল জাতির সামনে বাজেট উপস্থাপন করেছি। অর্থ বিলে রাষ্ট্রপতি সই করেছেন। সেটা দ্রুতই হবে। সেখানে যদি কিছু থাকে সেটাও আমরা চেষ্টা করব নিতে।

দেশ আইসিইউতে ছিল : অর্থ উপদেষ্টা বলেন, আমরা ক্ষমতা নেইনি, দায়িত্ব নিয়েছি। দায়িত্বটা একটা কঠিন সময়ে নিয়েছি। অনেকেই বলেছেন দেশ আইসিইউতে ছিল, খাদের কিনারে চলে আসছিল, বিশেষ করে আর্থিক ব্যবস্থাপনায়। সে সময় যদি আমরা দায়িত্ব না নিতাম তাহলে কী হতো। যাই হোক আমরা চেষ্টা করে সবাই মিলে দেশটাকে একটা স্থিতিশীল অবস্থান নিয়ে আসতে পেরেছি। তিনি আরো বলেন, যে সংস্কারগুলো আমরা হাতে নিয়েছি সেটা চলমান। আমরা যতটুকু পারি; করব। আমরা যে পদচিহ্ন রেখে যাবো (ফুটপ্রিন্ট) আশা করছি পরে যারা আসবে তারা সেটা বাস্তবায়ন করবে।

অর্থ উপদেষ্টা বলেন, আপনারা ■ *২য় পৃ: ৩-এর কলামে*

ঈদুল আজহা ২০২৫ সংখ্যা পৃষ্ঠা-১০ | যুক্তরাষ্ট্রের কাছে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের নিশ্চয়তা চায় ইরান পৃষ্ঠা-৩ | পুঁজিবাজারের সূচক ও লেনদেনে অবনতি পৃষ্ঠা-১২

নয়া দিগন্ত

www.dailynayadiganta.com www.enayadiganta.com facebook.com/nayadiganta

বুধবার
৪ জুন ২০২৫
২১ জৈষ্ঠ ১৪৩২, ৭ জিলহজ ১৪৪৬
রেজি. নং ডিএ ৪০০৫
বর্ষ ২২, সংখ্যা ১৪
পৃষ্ঠা ১৬
মূল্য ১২ টাকা

পাচারের টাকা ফেরত আনা

১ম পৃষ্ঠার পর

জানেন যে, আমাদের সম্পদ সীমিত, চাহিদা অনেক বেশি। বাইরে থেকে সম্পদ আনা, বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ, পুঁজিবাজারের অবস্থা, ব্যাংকের অবস্থা, আইনশৃঙ্খলা অবস্থা সব মিলিয়ে একটা বিশৃঙ্খলা। এর ভেতরেই আমাদের কাজ করতে হচ্ছে। তিনি বলেন, কথার ফুলঝুড়ি ছড়িয়ে কিন্তু আমরা বাজেট করিনি। আমাদের অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ ছিল যেমন– মূল্যস্ফীতি, ব্যাংক খাত, জ্বালানি খাত, রাজস্ব আদায় এসব কিছুর মধ্যেই বাজেট করতে হয়েছে। তার পরও আমাদের প্রথমবারের মতো বাজেটের আকার বাড়েনি। তিনি আরো বলেন, এত দিন তো আপনারা প্রবৃদ্ধি আর প্রবৃদ্ধির ন্যারেটিভ শুনেছেন। গ্রোথ হয়েছে অনেক বেশি কিন্তু সেটার সুবিধা কে পেয়েছে? সেখান থেকে বেরিয়ে এসে আমরা মানুষের জীবনমান উন্নয়ন হয়, ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে, ব্যবসা-বাণিজ্য যাতে চালিয়ে যেতে পারে সেসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে বাজেট সাজিয়েছি। তিনি বলেন, আমরা তিন বছরের জন্য বাজেট দিয়েছি। এটা চলমান প্রক্রিয়া। অনেকে বলেছেন আমরা আগের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছি। আসলে আমরা এসব অনুসরণ না করে চট করে বিপ্লবী একটা বাজেট দিয়ে দেবো, দারুণ একটা রেভিনিউ অনাব সেটা সম্ভব নয়। আমরা কতগুলো ফ্রেমওয়ার্ক বা পদাঙ্ক অনুসরণ করে সামনে যাচ্ছি ঠিক। এবার যে ইনোভেশন নেই; সেটা কিন্তু নয়। কিছু পদক্ষেপও আছে। বাজেট তিন বছর হওয়ায় বাজেট চলমান থাকায় ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

অর্থ উপদেষ্টা বলেন, এত চ্যালেঞ্জের মধ্যে আমাদের প্রতি একটু সমবেদনা নিয়ে কাজ করেন, গুণগান গাইবেন সেটাও আমরা চাই না। আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাই। মোটকথা আমরা সবার সহযোগিতা নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে বাজেট দিয়েছি, যা বিশ্বের অন্য দেশের কাছে যেন দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।

টাকা ফেরত আনা সহজ নয় : পাচার হওয়া টাকা ফেরত আনার বিষয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নে সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, পাচার হওয়া টাকা দেশে আনতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের নেতৃত্বে কাজ হচ্ছে। পাচার হওয়া টাকা ফেরত আনা সহজ কিন্তু না। যারা টাকা পাচার করে তারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক, লেয়ারিং করে করে টাকা পাচার করে। এমন না যে ধপ করে টাকা পাঠিয়ে দিলাম।

সালেহউদ্দিন বলেন, অনেকেই বলেছেন কালো টাকা সাদা করে দেয়া ঢালাওভাবে। কালো টাকা কিন্তু ঠিক কালো টাকা না, আমরা বলছি অপ্রদর্শিত আয়। অপ্রদর্শিত আয় যদি থাকে তবে শুধু ফ্ল্যাটের ব্যাপারে একটা বিধান দেয়া হয়েছে। তিনি আরো বলেন, কালো টাকা সাদা করার দু'টি দিক আছে, একটা হলো নৈতিক দিক আরেকটা হলো প্রাকটিক্যাল দিক, আমরা ট্যাক্স পাবো কি না। কালো টাকাটা সাদা করার যে দু'টি সুযোগ দেয়া হয়েছে, সেটা আমরা বিবেচনা করে দেখব। আমরা বলছি না যে, কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দিয়ে খুব ভালো কিছু করে ফেলেছি।

আরেক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, বাজেটে বৈষম্যবিরোধী পদক্ষেপ একেবারে নেই তা কিন্তু না। বাজেটে নারীদের জন্য ফান্ড আছে, স্টার্টআপের জন্য অর্থ বরাদ্দ আছে, যুবকদের জন্য আছে। বাকি অনেক খাতের জন্যও আছে। তবে একেবারে বৈষম্যবিরোধী, কর্মসংস্থানের জন্য নেই সেটা কিন্তু না। ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক কিছুর ট্যারিফ উঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

অর্থ উপদেষ্টা বলেন, বাজেট গত বছরের তুলনায় ছোট হয়েছে, সেটা বাস্তবায়ন খুব বেশি কঠিন না। বাজেট ছয় মাসের জন্য না, তিন মাস বা ছয় মাসে বাজেট করা যায় না। বাজেট করতে হয় এক বছরের জন্য মুদ্রানীতি করতে পারে ছয় মাসে।

এনবিআর চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান খান বলেন, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে কালো টাকা সাদা করার জন্য আগের মতো কোনো বিশেষ সুযোগ নেই। তবে দু'টি ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কর পরিশোধ করে ব্যবহারের সুযোগ রাখা হয়েছে। এর একটি হলো কেউ নিজের জমিতে অপ্রদর্শিত অর্থ দিয়ে যদি বাড়ি তৈরি করেন, তাহলে দ্বিগুণ কর দিয়ে তা ব্যবহার করতে পারবেন। তবে তার বিরুদ্ধে অন্য কোনো সংস্থা প্রশ্ন করতে পারবে না, বিষয়টা কিন্তু তা নয়। অন্যান্য সংস্থার প্রশ্ন তোলার সুযোগ আছে।

তিনি বলেন, দ্বিতীয় সুযোগটি হলো ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে। এ ক্ষেত্রে আমরা কর পাঁচগুণ করে দিয়েছি। এটা খুব ব্যয়বহুল হয়েছে। তার পরও অনেকেই যেহেতু এটা নিয়ে কথা বলছে, আমার মনে হয় স্যার (অর্থ উপদেষ্টা) সবার সঙ্গে আলোচনা করে চিন্তা করতে পারেন কী করবেন।

পরিকল্পনা উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের বক্তব্য : পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ বলেছেন, আমরা দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে অনেক ঋণ পরিশোধ করতে হচ্ছে। আমরা ঋণ না করেই ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করছি। আমাদের একটা প্রবণতা আছে, ঋণ করে আবার ঋণ পরিশোধ করার। এই দুষ্টু চক্র থেকে আমরা বের হওয়ার চেষ্টা করছি।

অন্য দিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর বলেছেন, আমাদের দুটো বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। তার মধ্যে একটি মূল্যস্ফীতি আরেকটি মুদ্রাবাজার। এখন মূল্যস্ফীতি কমতে শুরু করেছে আবার বিনিময় হারও স্থিতিশীল। আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে মূল্যস্ফীতি ৭ শতাংশে নেমে আসবে। তখন সুদহারও কমানো হবে। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বাজেট-উত্তর সংবাদ সম্মেলনে তারা এসব কথা বলেন।

ঋণের দুষ্ট চক্র থেকে বের হয়ে এসেছি : পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন হবে। এ বাজেট অনেক বেশি বাস্তবসম্মত। আমাদের চাহিদা বেশি, কিন্তু কাঠামোগত কারণে রাজস্ব আদায় করতে পারছি না। পরিকল্পনা উপদেষ্টা বলেন, বাজেটকে অনেকে গতানুগতিক বলছে। তবে সামাজিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য বাজেট বরাদ্দ বেশি হয়েছে। বাজেট একটা চলমান প্রক্রিয়া।'

তিনি বলেন, উন্নয়ন প্রকল্প সবই আগের সরকারের চলমান প্রকল্পে। আগে অর্থসংস্থানও বিবেচনা করা হয়নি। ২০ থেকে ৩০টি নতুন প্রকল্প বাকিগুলো পুরনো। দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে প্রয়োজনীয় প্রকল্প নেয়া হচ্ছে, অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প বাদ দিচ্ছি। মাঝপথে কোনো প্রকল্প বাদ দেয়া হবে না। মেগাপ্রকল্প নিতে চাই না। তবে তিনটা মেগা প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় খুলনা মোংলা রেললাইন, মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর প্রকল্প গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। গ্রামীণ সড়ক পুল নষ্ট হচ্ছে এগুলো গুরুত্ব দিচ্ছি। জঞ্জাল পরিষ্কার করতে অনেক কষ্ট হচ্ছে। প্রকল্পের পোর্টফলিও করে যাবো।

সেপ্টেম্বরের মূল্যস্ফীতি ৭% নামবে : ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, মূল্যস্ফীতি ও এক্সচেঞ্জ রেট স্থিতিশীল না হলে জিনিসপত্রের দাম বাড়ত। এখন স্বস্তিতে এসেছে। এক্সচেঞ্জ রেট বাজারের ওপরে ছেড়ে দেয়ার পরও পরিবর্তন হয়নি, অর্থাৎ এটাও স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে। এতে আস্থা এসেছে। আগামীতে মূল্যস্ফীতি একটি ভালো জায়গায় যাচ্ছে। গভর্নর বলেন, খাদ্য মূল্যস্ফীতি সাড়ে ১৪ শতাংশ ছিল, এখন তা নেমে সাড়ে ৮ শতাংশে এসেছে। যদিও খাদ্যবহির্ভূত (ননফুড) মূল্যস্ফীতি একটু বেশি আছে। তবে এটিও কমছে, সাড়ে ১১ শতাংশ থেকে কমে সোয়া ৯ শতাংশে এসেছে। অন্য দিকে বিশ্ববাজারে খাদ্য, তেল-গ্যাসের দর কমছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সঙ্কোচনমূলক মুদ্রানীতি করেছে। আগামী জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৭ শতাংশে নেমে আসবে বলে আশা করছি।

এলপিজি আমদানি করি ৬৫ টাকায়, বিক্রি করি ৩০ টাকায় : বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, আমরা এলপিজি আমদানি করি ৬৫ টাকায়, আর বিক্রি করি ৩০ টাকায়।

এ সময় তিনি বলেন, এবারে বিদ্যুৎ ও এলপিজির দাম কমানো হয়েছে। জ্বালানি বিভাগ থেকে এলপিজি ও জ্বালানি তেলের দাম কমিশন করা হয়েছে। এবারের এই বাজেট অপচয় অসঙ্গতি কমানোর বাজেট। এই বাজেটকে ব্যতিক্রমী বাজেট বলব। উপদেষ্টা বলেন, প্রস্তাবিত বাজেটে জ্বালানির দাম কমানো হয়েছে। এলপিজি, গ্যাসের জন্য ভালো উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এটা করা হয়েছে সাধারণের মধ্যে স্বস্তি দিতে। তিনি বলেন, জ্বালানির দাম কমানোর ফলে গাড়ি ভাড়া কমবে। তিনি বলেন, আমরা চেষ্টা করছি চাঁদাবাজিকে সীমিত করার। আমরা সড়ক বিভাগ থেকে চাঁদাবাজিকে সীমিত করতে পুলিশের সাথে কাজ করছি।

স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব:) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, আসন্ন ঈদ ও রোজার ঈদের বাজার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখবেন আমরা এখন স্বস্তিতে আছি। এখন ভোক্তাদের অধিকার নিয়ে যত কথা বলছি, কৃষকের অধিকার নিয়ে অতটা বলি না। এখন ভোক্তারা অল্প দামে আলু পেলেও কৃষকরা ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না।

তিনি বলেন, গতবারের চেয়ে এবার আমাদের সবগুলো ফসল বেশি উৎপাদন হয়েছে। আমাদের কোল্ড স্টোরেজগুলো আলুতে ভরে গেছে। কৃষকের ঘরেও আলু রয়েছে।

এবার আদা, পেঁয়াজ, ভুট্টার উৎপাদনও বাম্পার হয়েছে। শীত ও গ্রীষ্মের এক মাস ব্যবধানে কৃষকের সবজি নষ্ট হয়ে যায়। এ জন্য আমরা ১০০টির মতো ছোট কোল্ড স্টোরেজ করছি। আলু ও বীজের আলু রাখার জন্য আলাদা করে বড় চারটি কোল্ড স্টোরেজ করে দিচ্ছি। আগামী সবজি ওঠার আগেই এসব কোল্ড স্টোরেজগুলো তৈরি হয়ে যাবে। পেঁয়াজ সংরক্ষণের জন্য প্রায় ৫০০টির মতো ঘর করে দিচ্ছি যেন চার-পাঁচ মাস এটি সংরক্ষণ করা যায়।

সত্যের সন্ধানে নির্ভীক
THE DAILY JUGANTOR
যুগান্তর
দ্বিতীয় সংস্করণ
www.jugantor.com
ঢাকা ৪ জুন ২০২৫ | ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ | ৭ জিলহজ ১৪৪৬ হিজরি | রেজিঃ নং ডিএ ১৯২০ | বর্ষ ২৬ | সংখ্যা ১১৮
বুধবার | ১৬ পৃষ্ঠা ● ২২ টাকা

খেলা | চাচার কাঁধে উঠত যে দুষ্টু শিশু
দশদিগন্ত | মসজিদে আজান বন্ধের নির্দেশ ইসরাইলের
facebook.com/DainikJugantor
twitter.com/DailyJugantor
সম্পাদকীয় | বাজেটের গুণগত বাস্তবায়নে গুরুত্ব দিতে হবে
আনন্দ নগর | তারকা আড্ডায় মিম

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মঙ্গলবার ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটোত্তর সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা করছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ যুগান্তর

বাজেটোত্তর সংবাদ সম্মেলনে অর্থ উপদেষ্টা

কালোটাকা সাদার বিধান বাতিলের ভাবনা

বিশেষ প্রতিনিধি

প্রস্তাবিত (২০২৫-২৬) বাজেটে কালোটাকা সাদা করার যে সুযোগ রাখা হয়েছে সেই বিধানটি বাতিল করার বিষয়ে চিন্তাভাবনা চলছে। মঙ্গলবার বাজেটোত্তর সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ এ কথা বলেন। 'আমরা বলছি না—কালোটাকা সাদা করার সুযোগ দিয়ে ভালো কিছু করে ফেলছি'—এমন মন্তব্যও করেন অর্থ উপদেষ্টা। তিনি বলেন, অনেকের বক্তব্য ঢালাওভাবে কালোটাকা সাদার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তবে এটি ঠিক নয়। কালোটাকা পেলে বাজেট সহায়তার জন্য আইএমএফ'র কাছে যেতে হতো না। তিনি বলেন, টাকা পাচারকারীরা অনেক বুদ্ধিমান। তারা বিভিন্ন স্থান ঘুরিয়ে এসব টাকা পাচার করেছে। ইতোমধ্যে ১২টি মামলায় শনাক্ত হয়েছে, আরও একটু সময় লাগবে এসব অর্থ ফেরত আনতে। প্রস্তাবিত বাজেটে কথার ফুলঝুরি নেই, এটি জনবান্ধব-ব্যবসাবান্ধব বাজেট বলে উল্লেখ করেন। অর্থ উপদেষ্টা বলেন, দেশ খাদের কিনারায় চলে গেছে, আর্থিক অবস্থা খুবই ভঙ্গুর, এমন ক্রান্তিকালে আমরা দেশের দায়িত্ব নিয়েছি, ক্ষমতা গ্রহণ করিনি। সংস্কার কার্যক্রম চলবে, এটি চলমান।

পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, ঋণ নিয়ে ঋণ পরিশোধের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসা এক বাজেটে সম্ভব হবে না। এর জন্য কয়েকটি বাজেটের প্রয়োজন। আমরা শুরুটা করে যাচ্ছি।

সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান অর্থ উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, যেহেতু কালোটাকা সাদা প্রসঙ্গে কথা উঠছে, আমরা আলাপ-আলোচনা করে এ বিষয়ে চিন্তা করতে পারি। তিনি বলেন, গত আগস্টে এ সংক্রান্ত একটি বিধান বাতিল করা হয়েছে। একটি বিধানের মেয়াদ শেষ হবে ৩০ জুন। এর মেয়াদ বাড়ানো হয়নি। এর বাইরে ভিন্ন একটি বিধান আছে সেটাও দুভাগ করা হয়েছে। এরপরও যেহেতু এ বিষয়ে কথা উঠছে। আমরা আলাপ-আলোচনা করে চিন্তা করতে পারি।

প্রসঙ্গত, প্রস্তাবিত বাজেটে অর্থ উপদেষ্টা জমি ও ফ্ল্যাট কেনায় কালোটাকা সাদা করার একটি বিধান রাখেন। গত সোমবার অর্থ উপদেষ্টা ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা করেন। এরপর থেকে বিভিন্ন মহলে সমালোচনা শুরু হয়। বাজেটোত্তর সংবাদ সম্মেলনেও এ সংক্রান্ত নানা প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে অর্থ উপদেষ্টা এবং এনবিআর চেয়ারম্যানকে।

রাজধানীর ওসমানী মিলনায়তনে বাজেটোত্তর সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে অর্থ ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ২

বাজেট ২০২৫-২৬

- ঋণ নিয়ে ঋণ পরিশোধের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে—**ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ**
- বাজেট জনবান্ধব ও ব্যবসাবান্ধব—**অর্থ উপদেষ্টা**
- জুলাই-সেপ্টেম্বরে মূল্যস্ফীতি ৭ শতাংশে এলে সুদহার কমানো হবে—**আহসান এইচ মনসুর**

সত্যের সন্ধানে নির্ভীক
THE DAILY JUGANTOR
যুগান্তর
দ্বিতীয় সংস্করণ
www.jugantor.com

ঢাকা ৪ জুন ২০২৫ | ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ | ৭ জিলহজ ১৪৪৬ হিজরি | রেজিঃ নং ডিএ ১৯২০ | বর্ষ ২৬ | সংখ্যা ১১৮
বুধবার | ১৬ পৃষ্ঠা ● ১২ টাকা

খেলা | চাচার কাঁধে উঠত যে দুষ্টু শিশু
দশদিগন্ত | মসজিদে আজান বন্ধের নির্দেশ ইসরাইলের

facebook.com/DainikJugantor
twitter.com/DailyJugantor

সম্পাদকীয় | বাজেটের গুণগত বাস্তবায়নে গুরুত্ব দিতে হবে
আনন্দ নগর | তারকা আড্ডায় মিম

কালোটাকা সাদার বিধান বাতিলের ভাবনা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিভাগ। প্রতিবছরই বাজেট ঘোষণার পরদিন এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে এবার অর্থ উপদেষ্টা বাজেটের নানা বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

সংবাদ সম্মেলনে পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর, এনবিআর চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান, অর্থসচিব ড. মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার বক্তব্য রাখেন।

কালোটাকা সাদার সুযোগ দেওয়ার ব্যাখ্যা দিয়ে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, এর দুটি দিক আছে। একটি হচ্ছে এসব অর্থ ফ্ল্যাট ও জমিতে বিনিয়োগ হলে এর থেকে সরকার কর পাবে। অপরটি হচ্ছে বৈধ আয় প্রদর্শনের সুযোগ পেলে সেটি অর্থনীতিতে যোগ হবে।

ব্যাংক খাত ভঙ্গুরতার কথা তুলে ধরে সালেহউদ্দিন বলেন, পৃথিবীর কোনো দেশে দেখেছেন আমানতকারীদের ৭০ শতাংশ টাকা নিয়ে চলে গেছে ব্যাংকের মালিক। এ ধরনের লুটপাট বিশ্বে কমই হয়েছে। এগুলো প্রতিরোধ করতে আইন করার চেষ্টা করছি। তবে আমানতকারীদের অর্থ খেয়ানত হবে না এর নিশ্চয়তা ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর দিয়েছেন।

প্রস্তাবিত বাজেটে কথার ফুলঝুরি নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, এটি জনবান্ধব-ব্যবসাবান্ধব বাজেট। ব্যাংক খাতের নাজুক অবস্থা, উর্ধ্বমুখী মূল্যস্ফীতি, রাজস্ব খাত, পুঁজিবাজার, অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও আইনশৃঙ্খলা অবনতির মতো চ্যালেঞ্জ মাথায় নিয়ে বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। বাস্তবমুখী, বাস্তবায়নযোগ্য যেন হয় সেভাবে বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে।

এত শুনেছি প্রবৃদ্ধি হচ্ছে, কিন্তু এর সুফলটা কে পেয়েছে পালটা প্রশ্ন তোলেন অর্থ উপদেষ্টা বলেন, এর সুফল কারও কাছে পৌঁছেনি। প্রবৃদ্ধি দরকার থাকলেও সেখান থেকে বেরিয়ে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও সহজ, ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে সেভাবে বাজেট দেওয়া হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে ড. সালেহউদ্দিন তার বক্তব্যে বলেন, দেশ খাদের কিনারায় চলে গেছে, আর্থিক অবস্থা খুবই ভঙ্গুর—এমন ক্রান্তিকালে আমরা দেশের দায়িত্ব নিয়েছি, ক্ষমতা গ্রহণ করিনি। সংস্কার কার্যক্রম চলবে, এটি চলমান। সীমিত সম্পদ ও বেশি চাহিদার মধ্যে বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। আমরা বাজেটের মাধ্যমে পদচিহ্ন রেখে যাচ্ছি—আগামীতে যারা আসবে তারা অনুসরণ করবে। ওই সময় না অনুসরণ করলে জবাবদিহিতার মধ্যে পড়বে।

সংবাদ সম্মেলনে পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, ভঙ্গুর অর্থনীতি থেকে তুলে এনে স্থিতিশীল অর্থনীতির জন্য প্রস্তাবিত বাজেট একটি বাস্তবমুখী মিতব্যয়ী বাজেট। তিনি বলেন, ঋণ নিয়ে ঋণ পরিশোধের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসা এক বাজেটে হবে না। এর জন্য কয়েকটি বাজেটের প্রয়োজন হবে। আমরা শুরুটা করে যাচ্ছি। উন্নয়ন কাজের দুর্নীতির উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, সড়ক-মহাসড়কের উন্নয়ন ও নির্মাণকাজ সব সময় তিন থেকে চারটি কোম্পানির কাছে যাচ্ছে। কারণ এমনভাবে দরপত্র প্রক্রিয়া করেছে ফলে ঘুরেফিরে তারাই কাজ পাচ্ছে। এখন চলমান প্রকল্পে দুর্নীতি ও অপচয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সিস্টেম দাঁড় করানো হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, ব্যয়বহুল হলেও এলএনজি আমদানি করার পাশাপাশি গ্যাসকূপ খননে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। গ্যাসকূপ খননের অনেক প্রকল্প ধরে রাখা হয়েছে।

প্রস্তাবিত বাজেটে বৈষম্য কমাতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য বাজেটের দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। প্রকল্প প্রসঙ্গে তিনি বলেন, চলতি অর্থবছরও প্রস্তাবিত বাজেটে ১১১৩টি উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে ২০ থেকে ৩০টি বাদে সবগুলো আগের সরকারের নেওয়া। অধিকাংশই রাজনৈতিক বিবেচনায় নেওয়া হয়। ওই সময় অর্থ সংস্থানের বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হয়নি।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বলেন, ৬৫ টাকায় গ্যাস আমদানি করে বিক্রি করছি ৩০ টাকায়। এখানে একটি অপ্রয়োজনীয় কর ছিল সেটি সংস্কার করা হয়েছে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে এলপিজি গ্যাস, জ্বালানি তেলের মূল্য কমানোকে আমরা সমর্থন করছি। কারণ এর ফলে পণ্য পরিবহণ ভাড়া কমবে। সড়ক ও মহাসড়কে চাঁদাবাজি বন্ধের পদক্ষেপ নিচ্ছি।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কোনো পদক্ষেপ দৃশ্যমান নেই বাজেটে—এমন প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর বলেন, মুদ্রাবিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল যা এখন হয়েছে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের যুদ্ধে হেরেই যেতাম যদি এটি করা না হতো। গত সাত থেকে আট মাস ডলারের মূল্য ১২২ ও ১২৩ টাকার মধ্যে থাকায় একটি স্বস্তি আছে। এর মাধ্যমে একটি আস্থা তৈরি হয়েছে যে, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসবে। বিশ্ববাজারে নিত্যপণ্য, তেল ও গ্যাসের মূল্য কমছে। এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। সব মিলে আশাবাদী অর্থনীতির চালিকাশক্তি বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহ ঠিক থাকবে, সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি থাকবে। মূল্যস্ফীতি ৭ শতাংশের মধ্যে নেমে এলে সুদহার কমিয়ে আনা হবে। আগামী জুলাই বা সেপ্টেম্বরের মধ্যে সেখানে যেতে পারব বলে প্রত্যাশা করছি।

কালোটাকা সাদা করার বিধান কতটা যুক্তিসঙ্গত হয়েছে সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের জবাব দিতে অর্থ উপদেষ্টা নির্দেশ দেন এনবিআর চেয়ারম্যানকে। ফ্লোর নিয়ে এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, ১৫ শতাংশ কর দিয়ে যে বিধান ছিল কালোটাকা সাদা করার সেটি গত আগস্টেই বাতিল করা হয়। এর বাইরে ৩০ জুন পর্যন্ত কালোটাকা সাদা করার আরও একটি বিধানের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। সেটি নতুন করে সময় বাড়ানো হয়নি। সেটি হলো যদি কেউ জমি, ফ্ল্যাট বা বাড়ি ক্রয় করে তাকে এনবিআর বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ প্রশ্ন করবে না।

এর বাইরে ভিন্ন একটি বিধান আছে একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের কর দিয়ে ফ্ল্যাট বা জমি কিনলে এনবিআর প্রশ্ন করত না। সেটি এবার দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যারা নিজের জমিতে বাড়ি করবে তারা একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের কর দিলে তাদের ক্ষেত্রে প্রদর্শিত অর্থের ব্যাপারে এনবিআর মেনে নেবে। এর মানে এনবিআরের বাইরে অন্য কোনো কর্তৃপক্ষও প্রশ্ন করতে পারে না। অবশ্য প্রশ্ন তুলতে পারবে। এক্ষেত্রে কর পরিশোধের হার দ্বিগুণ করে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় পদক্ষেপ ফ্ল্যাট ও প্লট ক্রয়ের ক্ষেত্রে করহার পাঁচগুণ করে দিয়েছি যা আগে ছিল না। এনবিআর চেয়ারম্যান আরও বলেন, প্রস্তাবিত বাজেটে নিত্যপণ্যে করের বোঝা কমানো হয়েছে। রাজস্ব আদায় বাড়ানোর জন্য কর শুধু নয়, স্থানীয় শিল্প সুরক্ষা দিতেও পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

অর্থসচিব ড. মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার বলেন, ব্যাংক খাত থেকে পর্যায়ক্রমে কমিয়ে বিকল্প খাত থেকে ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। নন-ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণ নেওয়ার চেষ্টা করছি। কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বর্তমান সরকার অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। ইতোমধ্যে সরকারের সব শূন্য পদ পূরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষে বিসিএসসের উদ্যোগ, কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে স্টার্টআপ ফান্ডে একশ কোটি টাকা বরাদ্দ, নারীদের কর্মসংস্থানে ১২৫ কোটি টাকা, উদ্যোক্তা তৈরিতে একশ কোটি টাকা ফান্ড বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

সত্যের সন্ধানে নির্ভীক

THE DAILY JUGANTOR

যুগান্তর

দ্বিতীয় সংস্করণ

www.jugantor.com

ঢাকা ৪ জুন ২০২৫ | ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ | ৭ জিলহজ ১৪৪৬ হিজরি | রেজিঃ নং ডিএ ১৯২০ | বর্ষ ২৬ | সংখ্যা ১১৮

বুধবার | ১৬ পৃষ্ঠা ● ১২ টাকা

খেলা | চাচার কাঁধে উঠত যে দুষ্টু শিশু

দশদিগন্ত | মসজিদে আজান বন্ধের নির্দেশ ইসরাইলের

facebook.com/DainikJugantor
twitter.com/DailyJugantor

সম্পাদকীয় | বাজেটের গুণগত বাস্তবায়নে গুরুত্ব দিতে হবে

আনন্দ নগর | তারকা আড্ডায় মিম

সিপিডির বাজেট বিশ্লেষণ

রাজস্ব পদক্ষেপ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সাংঘর্ষিক

বিশেষ প্রতিনিধি

প্রস্তাবিত ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বাজেটে ভৌত অবকাঠামোর পরিবর্তে মানুষের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, এসব উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে পদক্ষেপগুলো যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়নি। এবারের বাজেটের থিম 'ন্যায়সঙ্গত ও টেকসই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গঠন।' কিন্তু এর সঙ্গে রাজস্ব খাতের কিছু পদক্ষেপ সাংঘর্ষিক। সামগ্রিকভাবে এই বাজেট অনুমানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে প্রত্যাশার বিপরীতে হতাশাজনক। করের ন্যায্যতার ঘাটতি আছে। কালোটাকা সাদা করার সুযোগ, জুলাই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। মঙ্গলবার রাজধানীর স্থানীয় একটি হোটেলে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত বাজেট বিশ্লেষণে এসব কথা বলা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সিপিডির বিশেষ ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেমসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। সংস্থাটি বলছে, এই বাজেট দেশের জনগণ ও ব্যবসায়ীদের প্রত্যাশিত সমাধান দিতে পারত। কিন্তু সেখানে ব্যর্থ হয়েছে। সব ধরনের ব্যবসার

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৬

সত্যের সন্ধানে নির্ভীক
THE DAILY JUGANTOR
যুগান্তর
দ্বিতীয় সংস্করণ
www.jugantor.com
ঢাকা ৪ জুন ২০২৫ | ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ | ৭ জিলহজ ১৪৪৬ হিজরি | রেজিঃ নং ডিএ ১৯২০ | বর্ষ ২৬ | সংখ্যা ১১৮
বুধবার | ১৬ পৃষ্ঠা ● ১২ টাকা

রাজস্ব পদক্ষেপ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ওপর ১ শতাংশ টার্নওভার ট্যাক্স আরোপ করা হয়েছে। এটি ভালো পদক্ষেপ নয়। ইন্টারনেট, বিদ্যুৎ ও বাড়িভাড়া খাতে উৎসে কর বাড়ানো হয়েছে। এটি সাধারণ মানুষের ব্যয় বাড়িয়ে তুলবে। বাজেটে বেশ কয়েকটি দুর্বলতা চিহ্নিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে—আয়-ব্যয়ের পার্থক্য, কর আদায়ের দুর্বলতা, বিনিয়োগে অনিশ্চয়তা এবং মানব উন্নয়ন খাতে অপ্রতুল বরাদ্দ। ফলে বাজেট বাস্তবায়নে বড় ধরনের ঝুঁকি রয়েছে।

ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'রাজস্ব বিভাগ আগের মতোই আছে। এই বিভাগকে এখন পর্যন্ত পুনর্গঠন করা সম্ভব হয়নি। এবারের বাজেটে সরকার রাজস্ব বিভাগের কাছে এক রকমের আত্মসমর্পণ করেছে। তিনি বলেন, রাজস্ব আয়ে বড় দুর্বলতা রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের রাজস্ব আয় মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) অনুপাতে ৭ শতাংশের মতো। কিন্তু এশিয়াতে এই হার ১৬ থেকে ১৭ শতাংশ। নেপালে ২২ শতাংশ। ফলে যতক্ষণ পর্যন্ত রাজস্ব আয় না বাড়ানো যাবে, ততক্ষণ বৈষম্য কমবে না। ব্যয়ও বাড়বে না। তিনি আরও বলেন, এবারও রাজস্ব আদায়ের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, তা উচ্চাভিলাষী। কারণ চলতি বছরের সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব আয়ের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, বাস্তবে সেখানে ৭০ থেকে ৮০ হাজার কোটি টাকা ঘাটতি থাকার কথা। এ অবস্থায় আগামী অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা ৫ লাখ ৬৪ হাজার কোটি টাকা। এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হওয়ার মানে হলো চলতি বছরের প্রকৃত আয়ের চেয়ে ৩০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন। এটি একেবারেই সম্ভব নয়। তার মতে, প্রস্তাবিত বাজেট অনুমানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু প্রত্যাশার সঙ্গে হতাশাজনক।

মূল প্রবন্ধে ড. ফাহমিদা খাতুন বলেন—প্রস্তাবিত বাজেট আকারের দিক থেকে ব্যতিক্রমী। যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ছোট। এই বাজেটে প্রবৃদ্ধির পরিবর্তে সামগ্রিক উন্নয়নের ওপর এবং ভৌত অবকাঠামোর পরিবর্তে মানুষের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। দুঃখজনকভাবে, এসব উদ্দেশ্যের পেছনে বাজেটীয় ব্যবস্থা বা পদক্ষেপগুলো যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়নি। প্রস্তাবিত বাজেটে বেশ কিছু ইতিবাচক উদ্যোগের প্রস্তাব করা হয়েছে। যার মধ্যে করছাড়, বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ, প্রণোদনা এবং ক্ষতিকর কার্যকলাপের ওপর উচ্চহারে কর আরোপ করা হয়েছে। তিনি বলেন, বাজেট চলমান অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলোকে সামগ্রিকভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু এ খাতে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নিতে পারলে সাধারণ জনগণ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে বাস্তবিক স্বস্তি আনতে পারত। এতে আরও বলা হয়, বাজেটের থিম 'একটি ন্যায়সঙ্গত ও টেকসই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গঠন। কিন্তু এর সঙ্গে কিছু রাজস্ব ব্যবস্থা সাংঘর্ষিক। মূল প্রবন্ধে আরও বলা হয়, সিপিডি আশা করে অর্থ উপদেষ্টা বাজেটের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব, বিশেষ করে অঘোষিত আয় বৈধ করার মতো বিষয়গুলো পুনর্বিবেচনা ও সংশোধন করবেন। এই কঠিন সময়ে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন।

ফাহমিদা খাতুন বলেন, বাজেটে আবাসন খাতে কালোটাকা সাদা করার সুযোগ রাখা হয়েছে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত জুলাই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এর ফলে মধ্য ও নিম্নবিত্ত মানুষের জন্য প্লট বা ফ্ল্যাট কেনা অসম্ভব হয়ে যাবে। এর ফলে সমাজে বৈষম্য হবে। তিনি বলেন, জুলাই আন্দোলন বৈষম্যহীন সমাজের জন্য হয়েছিল। বাজেটের প্রত্যয়টা বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করার। তার সঙ্গে এই প্রস্তাব চরমভাবে সাংঘর্ষিক। ফাহমিদা খাতুন বলেন, বাজেটে অপ্রদর্শিত আয়কে বৈধতা দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ভবন, অ্যাপার্টমেন্ট কিনতে গেলে সেখানে অপ্রদর্শিত আয় দেখিয়ে বর্ধিত হারে বিশেষ কর দিয়ে সেটি ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু আমরা সব সময় বলে এসেছি কালোটাকা সাদা করার প্রস্তাব একেবারেই বন্ধ করা উচিত। এটা নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। আমরা এটা সমর্থন করছি না। তিনি বলেন, এই প্রস্তাব সৎ করদাতাদের নিরুৎসাহিত করবে। তাদের নৈতিকতার ওপর আঘাত। আমরা এই প্রস্তাব উঠিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব করছি। এটা বৈষম্য সৃষ্টির হাতিয়ার। উদাহরণ দিয়ে ফাহমিদা খাতুন বলেন, আবাসন খাতের মূল্য অনেক বেশি। এর কারণ এই অপ্রদর্শিত অর্থ। এই অর্থ সেই খাতে সেটার দাম বাড়িয়ে দেয়। যার ফলে যারা বৈধভাবে আয় করে তাদের জন্য একটা অ্যাপার্টমেন্ট কেনা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এর ফলে সমাজে বৈষম্য হয়।

সিপিডির নির্বাহী পরিচালক বলেন, নতুন অর্থবছরের বাজেটের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাজেটকে প্রবৃদ্ধিমুখী ও ভৌত কাঠামোগত উন্নতির দিকে না নিয়ে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও জনবান্ধব করা। কিন্তু অর্থ উপদেষ্টা যে বাজেট উত্থাপন করেছেন, তার সঙ্গে বাজেটের প্রত্যয়ের প্রতিফলন ঘটেনি। তিনি বলেন, করমুক্ত আয়সীমা '৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩ লাখ ৭৫ হাজার টাকা করা হয়েছে। কিন্তু এই আয়সীমা কার্যকর হবে ২০২৬-২৭ এবং ২০২৭-২৮ অর্থবছর থেকে। সেই সময়ের মূল্যস্ফীতির সঙ্গে তুলনা করলে কর আদায়ে যে ছাড় দেওয়া হয়েছে তা নিতান্ত নগণ্য।' অন্যান্য বাজেটের মতো এবারের বাজেটেও করের বড় চাপ পড়বে নিম্ন ও মধ্যবিত্তের ওপর। বিশেষ করে যাদের বার্ষিক আয় ৬ লাখ থেকে ১৬ লাখের মধ্যে তাদের গুনতে হবে বড় করহার। অন্যদিকে যাদের আয় ৩০ লাখের ওপরে, তাদের ওপর করের চাপ অপেক্ষাকৃত কম পড়বে। ফলে এ পদক্ষেপ পরিষ্কার বৈষম্য। এছাড়া নতুন বাজেটে মূল্যস্ফীতি ৬ দশমিক ৫ শতাংশের মধ্যে রাখার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী। কারণ বিগত মাসের মূল্যস্ফীতির হার দেখে মনে হচ্ছে এই মূল্যস্ফীতি ৬ দশমিক ৫ শতাংশের মধ্যে রাখা সম্ভব নয়। এটি সরকারের জন্য অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং।

মূল প্রবন্ধে আরও বলা হয়, এবার ইন্টারনেট, বিদ্যুৎ ও বাড়িভাড়া খাতে উৎসে কর বাড়ানো হয়েছে। এটি সাধারণ মানুষের ব্যয় বাড়িয়ে তুলবে। এবার জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৫ দশমিক ৫ শতাংশ। কিন্তু সরকারি সংস্থা বিবিএস বলছে, চলতি অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি হবে ৩ দশমিক ৯৭ শতাংশ। এখানে আগামী অর্থবছরে দেড় শতাংশ প্রবৃদ্ধি হবে, এই প্রত্যাশা বাস্তবসম্মত নয়। নতুন বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) ২০টি মেগা প্রকল্পে বরাদ্দ রাখা হয়েছে মোট এডিপির ১৯ শতাংশ। অথচ কোনো প্রকল্পই চলতি অর্থবছরে শেষ হবে না। অনেক প্রকল্পের বয়স ১০ বছরের বেশি। ৪৭ দশমিক ৮ শতাংশ প্রকল্প একাধিকবার সংশোধন করা হয়েছে। শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে জিডিপির ২ শতাংশের কম। এলডিসিভুক্ত (স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা) দেশগুলোর মধ্যে তৃতীয় সর্বনিম্ন। স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়ন বরাদ্দ কমানো হয়েছে ১৩ শতাংশ। সিপিডি মনে করে, মানব উন্নয়নে এ দুটি খাতে আরও বেশি বরাদ্দ প্রয়োজন। এছাড়া শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ও তালিকাবহির্ভূত কোম্পানির কর ব্যবধান ৭ দশমিক ৫ শতাংশ রাখা হয়েছে। যা বিনিয়োগে উৎসাহ দিতে পারে।

সত্যের সন্ধানে নির্ভীক

যুগান্তর

দ্বিতীয় সংস্করণ

THE DAILY JUGANTOR

www.jugantor.com

ঢাকা ৪ জুন ২০২৫ | ২১ জৈষ্ঠ ১৪৩২ | ৭ জিলহজ ১৪৪৬ হিজরি | রেজি: নং ডিএ ১৯২০ | বর্ষ ২৬ | সংখ্যা ১১৮

বুধবার | ১৬ পৃষ্ঠা ● ২২ টাকা

খেলা | চাচার কাঁধে উঠত যে দুই শিশু

দশদিগন্ত | মসজিদে আজান বন্ধের নির্দেশ ইসরাইলের

facebook.com/DainikJugantor
twitter.com/DailyJugantor

সম্পাদকীয় | বাজেটের গুণগত বাস্তবায়নে গুরুত্ব দিতে হবে

আনন্দ নগর | তারকা আড্ডায় মিম

মার্কিন শুল্কনীতি বড় ঝুঁকি

যুগান্তর প্রতিবেদন

আগামী অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ দেশের সার্বিক অর্থনীতির জন্য প্রধান তিনটি ঝুঁকি শনাক্ত করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে—দেশের সার্বিক মূল্যস্ফীতির হার এখনো পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে না আসা, মার্কিন প্রশাসন কর্তৃক আরোপিত অতিরিক্ত শুল্কের নেতিবাচক প্রভাব দেশের অর্থনীতিতে পড়ার আশঙ্কা এবং ডলারের বাজারভিত্তিক বিনিময় হার চালুর কোনো নেতিবাচক প্রভাব আপাতত বাজারের ওপর না পড়া। এসব ঝুঁকি মোকাবিলা করে দেশের অর্থনীতির জন্য একটি বৈষম্যহীন ও টেকসই ভিত্তি নিশ্চিত করা এখন সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

এছাড়া প্রস্তাবিত বাজেটে অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা, কর্মসংস্থান বাড়িয়ে মানুষের আয় বাড়ানো এবং মূল্যস্ফীতির হার কমানোর নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

বাজেট বক্তৃতায় বলা হয়, সাম্প্রতিক মাসগুলোয় মূল্যস্ফীতি হ্রাস পাওয়ার প্রবণতা দেখা গেলেও তা এখনো পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। বাজেটে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়, চলতি জুনের মধ্যে এ হার ৮ শতাংশের মধ্যে নেমে আসবে। এখন এ হার ৯ শতাংশের ওপরে রয়েছে। আগামী অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার সাড়ে ৬ শতাংশের মধ্যে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে।

এ লক্ষ্যে প্রস্তাবিত বাজেটে নিত্যপণ্য, শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে কর হ্রাস করা হয়েছে। ফলে এসব পণ্যের দাম কমার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এছাড়া বাজারে টাকার প্রবাহ বৃদ্ধিজনিত কারণে যাতে মূল্যস্ফীতি না বাড়ে, সেদিকে নজর রাখা হয়েছে। এ কারণে আগামী অর্থবছরের বাজেট সংকোচনমুখী করা হয়েছে। জুলাইয়ে নতুন অর্থবছরের মুদ্রানীতি ঘোষণা করা হবে। সেটিও হবে সংকোচনমুখী। ফলে বাজারে টাকার প্রবাহ কমবে। জ্বালানি তেল আমদানি শুল্ক কমানো হয়েছে। এর ইতিবাচক প্রভাব উৎপাদন, পরিবহণ ও

রপ্তানি বাজারে নেতিবাচক প্রভাবের শঙ্কা

অন্যান্য খাতেও পড়বে। এতে মূল্যস্ফীতির হার কমে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে বৈশ্বিক, জলবায়ু ও পণ্যের দাম পরিস্থিতিতে এ খাতে ঝুঁকি আসতেও পারে। গত এপ্রিলে মার্কিন প্রশাসন কর্তৃক আরোপিত অতিরিক্ত শুল্কের নেতিবাচক প্রভাবও দেশের অর্থনীতির ওপর পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। যদিও বাড়তি শুল্ক তিন মাসের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে এখন আলোচনা চলছে।

এছাড়া সম্প্রতি আইএমএফ-এর চাপে বাংলাদেশ ব্যাংক বাজারভিত্তিক মুদ্রা বিনিময় হার চালু করেছে। বাজারে ডলারের প্রবাহ বেশি থাকায় এখন এর কোনো নেতিবাচক প্রভাব আপাতত বাজারের ওপর পড়েনি। শিগ্‌গিরই পড়ার সম্ভাবনা না থাকলেও এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে।

বাজারভিত্তিক বিনিময় হার চালুর আগে ডলারের সর্বোচ্চ দাম ছিল ১২২ টাকা। এখন তা বেড়ে ১২৩ টাকায় উঠেছে। এতে আমদানিতে খরচ বেড়ে যাওয়ার আশাপাশি আমদানি ব্যয়ও বেড়ে যাবে। ফলে আমদানি পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আমদানিজনিত মূল্যস্ফীতির হার বেড়ে যাবে।

এসব ঝুঁকি মোকাবিলা করে দেশের অর্থনীতি সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে। এর মাধ্যমে অর্থনীতিতে একটি বৈষম্যহীন ও টেকসই ভিত্তি নিশ্চিত করা এখন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

এতে বলা হয়, আপাতত প্রবৃদ্ধির গতি বৃদ্ধির পরিবর্তে অর্থনীতির ভিত মজবুত করার দিকে সরকার অধিকতর মনোযোগ দিয়েছে। এই শক্তিশালী ভিতই হবে আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণের সোপান। আগামীর সেই বাংলাদেশে সবার জন্য মানসম্মত জীবন এবং সব স্তরে বৈষম্যহীন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা প্রদান করাই হবে মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য পূরণে সবার সহযোগিতা চেয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন, সবার সম্মিলিত প্রয়াসে বাংলাদেশ হবে বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের জন্য এক অনুকরণীয় আলোকবর্তিকা। এছাড়া প্রস্তাবিত বাজেটে কর্মসংস্থান বাড়ানোর বেশকিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান বাড়ানোর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। ফলে মানুষের আয় বাড়বে। এর ফলে চড়া মূল্যস্ফীতির হারকে মোকাবিলা করা ভোক্তার জন্য সহায়ক হবে। এদিকে সরকারের গৃহীত নানামুখী পদক্ষেপের ফলে মজুরির হার ৫ থেকে ৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। প্রায় সব খাতেই মজুরির হার বাড়ছে।

সত্যের সন্ধানে নির্ভীক
যুগান্তর
দ্বিতীয় সংস্করণ
THE DAILY JUGANTOR
www.jugantor.com
ঢাকা ৪ জুন ২০২৫ | ২১ জৈষ্ঠ ১৪৩২ | ৭ জিলহজ ১৪৪৬ হিজরি | রেজিঃ নং ডিএ ১৯২০ | বর্ষ ২৬ | সংখ্যা ১১৮
বুধবার | ১৬ পৃষ্ঠা ● ২২ টাকা

খেলা | চাচার কাঁধে উঠত যে দুই শিশু
দশদিগন্ত | মসজিদে আজান বন্ধের নির্দেশ ইসরাইলের
facebook.com/DainikJugantor
twitter.com/DailyJugantor
সম্পাদকীয় | বাজেটের গুণগত বাস্তবায়নে গুরুত্ব দিতে হবে
আনন্দ নগর | তারকা আড্ডায় মিম

বরাদ্দের ৯ শতাংশই পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে

যুগান্তর প্রতিবেদন

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটের ৯ শতাংশ পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মধ্যে সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের জন্য ৩৮ হাজার ৪৯৬ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। এর পরের অবস্থানে রয়েছে রেলওয়ে খাত। এ খাতে ১১ হাজার ৯৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ে ১০ হাজার ২৭৯ কোটি টাকা, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে দুই হাজার ৪৫৫ কোটি টাকা, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে দুই হাজার ১৪৮ কোটি টাকা এবং সেতু বিভাগের জন্য ৬ হাজার ২২ কোটি টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে।

সোমবার অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ ২০২৫-২৬ অর্থবছরের এ বাজেট উপস্থাপন করেন।

বাজেট বক্তব্যে সড়ক খাতের কথা তুলে ধরে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, আমাদের সরকার টেকসই, নিরাপদ, ব্যয় সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব সড়ক নেটওয়ার্ক নির্মাণের প্রতিশ্রুতি হিসাবে বিদ্যমান 'রোড মাস্টার প্ল্যান, ২০০৯' হালনাগাদকরণের উদ্যোগ নিয়েছে। পাশাপাশি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় খসড়া হাইওয়ে মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলার ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে। ঢাকার পরিবহণ ব্যবস্থায় ৪০০টি ইলেকট্রিক বাস যুক্তের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রেল খাতের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, নিরাপদ, আরামদায়ক এবং সাশ্রয়ী হিসাবে রেল পরিবহণ বিশ্বব্যাপী অত্যন্ত জনপ্রিয়। তবে বাংলাদেশে এ খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এখনো অর্জন করা সম্ভব হয়নি। আমরা এ অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে চাই।

দুই খাতে ৭১৩৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব

অর্থ উপদেষ্টা বলেন, পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের ব্যয় ৬২২ কোটি টাকা কমানো হয়েছে। দোহাজারী থেকে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু থেকে মিয়ানমারের কাছে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ প্রকল্পে প্রায় ৬৬৯৯ কোটি টাকা কমানো হয়েছে। মেট্রোরেল (লাইন-৫) প্রকল্পে প্রায় সাত হাজার কোটি টাকা কমানোর প্রক্রিয়া চলছে।

সত্যের সন্ধানে নির্ভীক
THE DAILY JUGANTOR
যুগান্তর
দ্বিতীয় সংস্করণ
www.jugantor.com
ঢাকা ৪ জুন ২০২৫ | ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ | ৭ জিলহজ ১৪৪৬ হিজরি | রেজিঃ নং ডিএ ১৯২০ | বর্ষ ২৬ | সংখ্যা ১১৮
বুধবার | ১৬ পৃষ্ঠা ● ১২ টাকা

খেলা | চাচার কাঁধে উঠত যে দুষ্টু শিশু
দশদিগন্ত | মসজিদে আজান বন্ধের নির্দেশ ইসরাইলের
facebook.com/DainikJugantor
twitter.com/DailyJugantor
সম্পাদকীয় | বাজেটের গুণগত বাস্তবায়নে গুরুত্ব দিতে হবে
আনন্দ নগর | তারকা আড্ডায় মিম

পুঁজিবাজারবান্ধব : ডিবিএ

যুগান্তর প্রতিবেদন

আগামী ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটকে স্বাগত জানিয়েছে পুঁজিবাজারের স্টক ব্রোকারদের সংগঠন ডিএসই ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ডিবিএ)। এ বাজেটকে 'পুঁজিবাজারবান্ধব' বলে আখ্যা দিয়েছে সংগঠনটি। মঙ্গলবার ডিবিএ থেকে পাঠানো এক বার্তায় সংগঠনটির পক্ষ থেকে সভাপতি সাইফুল ইসলাম এসব কথা বলেন। ডিবিএ সভাপতি বলেন, 'পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও বিকাশে দীর্ঘ বছর ধরে আমরা সরকারের কাছে কর সুবিধাসহ বেশকিছু সুপারিশ করে আসছিলাম। এবারের বাজেটে আমাদের দাবির আংশিক পূরণ হয়েছে। আমাদের দাবির মধ্যে ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠানের সিকিউরিটিজ লেনদেনের ওপর উৎসে করের হার ০.০৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ০.০৩ শতাংশ করা হয়েছে, তালিকাভুক্ত ও অতালিকাভুক্ত কোম্পানির করের পার্থক্য ২ দশমিক ৫ শতাংশ বাড়িয়ে সাড়ে ৭ শতাংশ এবং মার্চেন্ট ব্যাংকের জন্য করপোরেট করের হার ১০ শতাংশ কমিয়ে ২৭ দশমিক ৫০ শতাংশ করা হয়েছে।' সাইফুল ইসলাম আরও বলেন, বাজেটে পুঁজিবাজারসংক্রান্ত এ প্রস্তাবের বাস্তবায়ন বাজারের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে বড় ভূমিকা রাখবে। এর ফলে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারী, ইস্যুয়ার কোম্পানি, স্টক ব্রোকার, মার্চেন্ট ব্যাংকসহ পুঁজিবাজারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব অংশীজন ব্যবসায়িকভাবে লাভবান হবেন।' অন্তর্বর্তী সরকার পুঁজিবাজারকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে উল্লেখ করে সাইফুল ইসলাম বলেন, 'যার প্রতিফলন আমরা এবারের বাজেটে দেখতে পেয়েছি।

সত্যের সন্ধানে নির্ভীক

যুগান্তর

দ্বিতীয় সংস্করণ

THE DAILY JUGANTOR

www.jugantor.com

ঢাকা ৪ জুন ২০২৫ | ২১ জৈষ্ঠ ১৪৩২ | ৭ জিলহজ ১৪৪৬ হিজরি | রেজি: নং ডিএ ১৯২৩ | বর্ষ ২৬ | সংখ্যা ১১৮

বুধবার | ১৬ পৃষ্ঠা ● ২২ টাকা

খেলা | চাচার কাঁধে উঠত যে দুষ্টু শিশু

দশদিগন্ত | মসজিদে আজান বন্ধের নির্দেশ ইসরাইলের

facebook.com/DainikJugantor
twitter.com/DailyJugantor

সম্পাদকীয় | বাজেটের গুণগত বাস্তবায়নে গুরুত্ব দিতে হবে

আনন্দ নগর | তারকা আড্ডায় মিম

দেশে জিডিপির অনুপাতে করহার বাড়ানো লক্ষ্য। এ এজন্য নতুন বছরে জনগণের কাছ থেকে ৫ লাখ ৬৪ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব আদায়ের পরিকল্পনা। তবে করের আওতা বাড়াতে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেই।

ভ্যাট (কোটি টাকা)

উচ্চ রাজস্ব প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য পূরণে সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট ব্যবস্থার ওপর। নতুন বছরে এ খাতের কর বাড়ানো হয়েছে। লক্ষ্য আরও বেশি রাজস্ব।

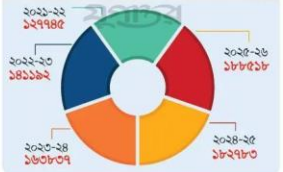

আয়কর (কোটি টাকা)

সরকারের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রাজস্ব আয়ের খাত আয়কর। কিন্তু কর-জিডিপি অনুপাত দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর তুলনায় অনেক কম।

শুল্ক (কোটি টাকা)

কর ফাঁকির অন্যতম একটি খাত কাস্টমস। শুল্ক ফাঁকি রোধে কাস্টমস স্ক্যানার মেশিন বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হয়নি।

সত্যের সন্ধানে নির্ভীক
যুগান্তর
দ্বিতীয় সংস্করণ
THE DAILY JUGANTOR
www.jugantor.com
ঢাকা ৪ জুন ২০২৫ | ২১ জৈষ্ঠ ১৪৩২ | ৭ জিলহজ ১৪৪৬ হিজরি | রেজিঃ নং ডিএ ১৯২০ | বর্ষ ২৬ | সংখ্যা ১১৮
বুধবার | ১৬ পৃষ্ঠা ● ২২ টাকা

খেলা | চাচার কাঁধে উঠত যে দুষ্টু শিশু
দশদিগন্ত | মসজিদে আজান বন্ধের নির্দেশ ইসরাইলের
facebook.com/DainikJugantor
twitter.com/DailyJugantor
সম্পাদকীয় | বাজেটের গুণগত বাস্তবায়নে গুরুত্ব দিতে হবে
আনন্দ নগর | তারকা আড্ডায় মিম

বণিক বার্তা

বিদ্যুৎ ও জ্বালানিতে ভুল পরিকল্পনা

পাঁচ বছরে বিদ্যুতে ভর্তুকি বেড়েছে ৫৯৩%, জ্বালানিতে ৩১১ শতাংশ

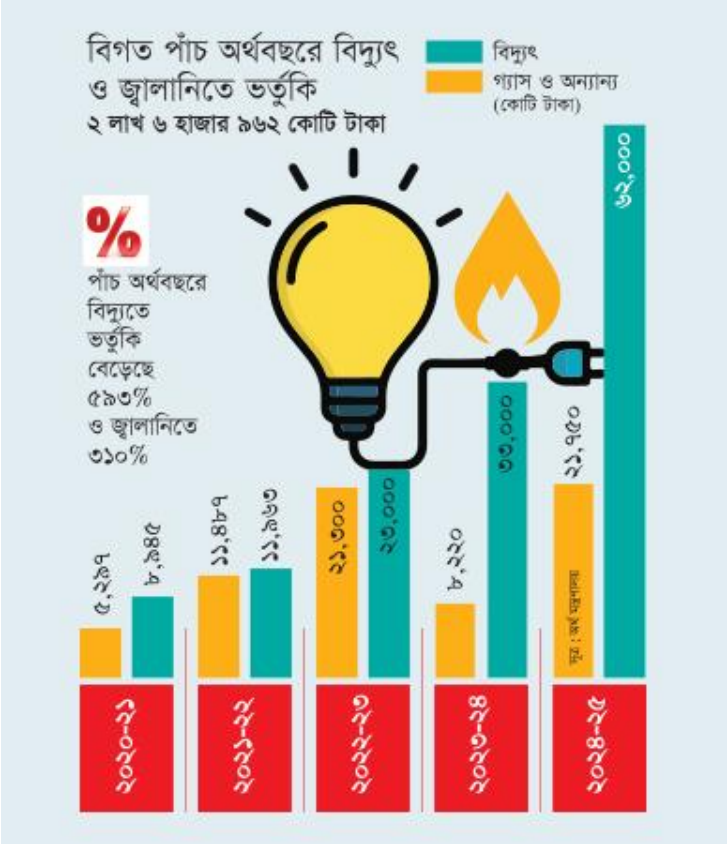

দেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সক্ষমতা বাড়াতে দেশী-বিদেশী বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে। এ দুই খাতে ব্যাপকভাবে অবকাঠামো উন্নয়ন হলেও ভর্তুকি কমানো যায়নি।

দেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সক্ষমতা বাড়াতে দেশী-বিদেশী বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে। এ দুই খাতে ব্যাপকভাবে অবকাঠামো উন্নয়ন হলেও ভর্তুকি কমানো যায়নি। বিগত পাঁচ অর্থবছরে বিদ্যুৎ ও গ্যাস খাতে সরকার ভর্তুকি দিয়েছে ২ লাখ ৬ হাজার ৯৬২ কোটি টাকা। এর মধ্যে বিদ্যুতে ভর্তুকি দেয়া হয়েছে প্রায় ১ লাখ ৩৯ হাজার কোটি টাকা এবং ৬৮ হাজার কোটি টাকা দেয়া হয়েছে গ্যাস ও জ্বালানির অন্যান্য খাতে। ২০২০-২১ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর সময়কালে এ পরিমাণ অর্থ ভর্তুকি দিয়েছে সরকার। অর্থবছর ধরে ভর্তুকির পরিমাণ বিবেচনায় নিলে দেখা যায় এ পাঁচ বছরের ব্যবধানে বিদ্যুতে ভর্তুকি বেড়েছে ৫৯৩ শতাংশ এবং জ্বালানি খাতে ৩১০ শতাংশ।

জ্বালানি খাতসংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের ভুল মহাপরিকল্পনায় একপেশেভাবে এ দুই খাতের অবকাঠামো উন্নয়ন করেছে বিগত আওয়ামী লীগ সরকার। এ সময় প্রাধান্য দেয়া হয়েছে বিদ্যুৎ খাতের অবকাঠামো উন্নয়নে। অন্যদিকে অবহেলিত ছিল জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা। যে কারণে ব্যয়বহুল জ্বালানি আমদানি করে তা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরকারকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ভর্তুকি হিসেবে দিতে হয়েছে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, ২০২০-২১ অর্থবছরে বিদ্যুতে বিপিডিবিকে ভর্তুকি দেয়া হয়েছে ৮ হাজার ৯৪৫ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে ভর্তুকি ৩ হাজার ১৮ কোটি টাকা বেড়ে দাঁড়ায় ১১ হাজার ৯৬৩ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিদ্যুৎ খাতে ভর্তুকি দেয়া হয় ২৩ হাজার কোটি টাকা, যা তার আগের অর্থবছরের চেয়ে ১১ হাজার ৩৭ কোটি টাকা বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ভর্তুকি দেয়া হয় ৩৩ হাজার কোটি টাকা। আর ২০২৪-২৫ সংশোধিত অর্থবছরে বিপিডিবির ভর্তুকি ছিল ৬২ হাজার কোটি টাকা। বিগত পাঁচ অর্থবছরের হিসাব বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বিদ্যুতের ভর্তুকি পাঁচ অর্থবছরের ব্যবধানে ৫৩ হাজার ৫৫ কোটি টাকা বেড়েছে। এ ভর্তুকি বৃদ্ধি বিবেচনা করলে এ সময়কালে বিদ্যুতে ভর্তুকি ৫৯৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরের বিদ্যুতের উৎপাদন সক্ষমতা ছিল (ইনস্টল ক্যাপাসিটি) ২২ হাজার ৩১ মেগাওয়াট। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিদ্যুতে সক্ষমতা দাঁড়ায় ২৮ হাজার ৯৮ মেগাওয়াট। ২০১০ সালে পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান বা বিদ্যুতের মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী, বিদ্যুৎ খাতে প্রতি বছর ১০ শতাংশ হারে চাহিদা বাড়বে। কিন্তু দেখা গেছে, এ সময়কালে বিদ্যুতের সক্ষমতা ব্যাপকহারে বাড়ানো হলেও বিদ্যুতের চাহিদা ১০ শতাংশ হারে বাড়েনি। বরং উৎপাদন সক্ষমতার প্রায় অর্ধেক বসিয়ে রেখে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে।

মূলত সরকার বেশি দামে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে কম মূল্যে গ্রাহকের কাছে বিক্রি করায় ভর্তুকি দিতে হয়। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি) বছরের পর বছর সরকারের কাছ থেকে ভর্তুকি নিচ্ছে কিন্তু বিদ্যুৎ খাতে এ ভর্তুকি

আর কমাতে পারেনি। দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা বাড়ানোর ওপর জোর দিতে গিয়ে বেসরকারি, রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয় ব্যাপক হারে। আওয়ামী সরকারের বিগত ১৪ বছরে ৮২টি বেসরকারি ও ৩২টি রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে ১ লাখ ৫ হাজার কোটি টাকা ক্যাপাসিটি পেমেন্ট দেয়া হয়েছে। ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত এ পরিমাণ ক্যাপাসিটি পেমেন্ট দেয়া হয়েছে। চলতি বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত এ পেমেন্ট প্রায় দেড় লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

খাতসংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বিদ্যুৎ খাতে ভর্তুকি বেড়েছে মূলত সরকারের বিদ্যুৎ খাতের মহাপরিকল্পনা ঠিকমতো কাজ না করায়। বিদ্যুৎ খাতে ব্যয় ও চাহিদার বিষয়টি উপেক্ষিত রেখে সক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে বছরের পর বছর। ব্যয়বহুল বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ কেনা হয়েছে। এমনকি সরকারি সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র বসিয়ে রাখার মতো গুরুতর অভিযোগও ছিল আওয়ামী শাসনামলে।

বিদ্যুৎ খাতের ভর্তুকি কমানোর পরিকল্পনার বিষয় নিয়ে জানতে চাইলে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বণিক বার্তাকে বলেন, ‘বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমিয়ে আনতে আমরা বিভিন্ন চুক্তি রিভিউ করছি। কোথায় কোথায় ব্যয় বেশি হচ্ছে, কোন জ্বালানি ব্যবহারের ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন সাশ্রয়ী হবে, সেই বিষয়গুলোতে নজর দেয়া হচ্ছে। বিগত সময়ে গ্যাস-বিদ্যুতে বিপুল পরিমাণ বকেয়া ছিল। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় এসে এসব বকেয়া পরিশোধ করেছে। বিগত সময়ের বকেয়া চলতি অর্থবছরে গ্যাস-বিদ্যুৎ খাতে যুক্ত হয়ে ভর্তুকির পরিমাণ বেড়েছে। তবে প্রস্তাবিত অর্থবছরে বিদ্যুতে ভর্তুকি কমানো হয়েছে। ৩৭ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি রাখা হয়েছে। সামনের দিনে এটা আরো কমে যাবে। এখন কোনো বকেয়া নেই। বকেয়ার বিলম্ব মাশুল নেই। ফলে পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া হচ্ছে।’

বিদ্যুতের মতো দেশের জ্বালানি খাতেও বিগত অর্থবছরগুলোতে ভর্তুকির পরিমাণ বেড়েছে। বিশেষ করে গ্যাস খাতে ব্যয়বহুল এলএনজি আমদানি করতে গিয়ে এ খাতে সরকারকে বড় অংকের ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। চলতি অর্থবছরে গ্যাস খাতে সরকারের ভর্তুকি ২১ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের তুলনায় সাড়ে ১৩ হাজার কোটি টাকা বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে গ্যাস খাতে ভর্তুকি ছিল ৮ হাজার ২২০ কোটি টাকা।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশের গ্যাস খাতে ভর্তুকি ছিল ৫ হাজার ২৯৭ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে ভর্তুকি ছিল ১১ হাজার ৪৮৭ কোটি টাকা, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ভর্তুকি দেয়া হয় ২১ হাজার ৩০০ কোটি টাকা। এ ভর্তুকি বৃদ্ধি বিবেচনা করলে উল্লেখ্য পাঁচ অর্থবছরে বিদ্যুতে ভর্তুকি ৫৯৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

পেট্রোবাংলাসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গ্যাস খাতের মূল ভর্তুকি যায় এলএনজিতে। আন্তর্জাতিক বাজার থেকে উচ্চমূল্যে এলএনজি কিনে কম মূল্যে সরবরাহ করতে গিয়ে এখানে মোটা অংকের ভর্তুকি দিতে হচ্ছে সরকারকে। দেশের জাতীয় গ্রিডে এলএনজি আমদানির পরিমাণ গড়ে ২০ শতাংশ। এ এলএনজি আমদানিতে সরকারকে বড় অংকের অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। বিশেষত বেশি দামে এলএনজি আমদানি করে কম মূল্যে বিক্রি করার কারণে পেট্রোবাংলার এ ঘাটতি তৈরি হচ্ছে, যা ভর্তুকি দিয়ে মেটাতে হয়।

পেট্রোবাংলার হিসাব অনুযায়ী দেখা গেছে, বর্তমানে প্রতি ইউনিট গ্যাস সরবরাহে সংস্থাটির খরচ হচ্ছে ২৯ টাকা ৩৯ পয়সা। আর গ্রাহক পর্যায়ে বিক্রি করা হচ্ছে ২২ টাকা ৮৭ পয়সা। ঘাটতির অর্থ প্রতি বছর সরকারের কাছ থেকে ভর্তুকি হিসেবে নিচ্ছে পেট্রোবাংলা।

জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গ্যাস খাতে খরচ নিয়ন্ত্রণের কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। বরং অযাচিত ব্যয় রেখেই এ খাতের ভর্তুকি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হচ্ছে।

জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ও ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. এম শামসুল আলম বণিক বার্তাকে বলেন, ‘বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করার কোনো চেষ্টা নেই। বরং বছরের পর বছর বিগত সরকার গ্যাস-বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধিতে গুরুত্ব দিয়েছে। এটা এ খাতের নীতি-আদর্শ হতে পারে না। পরিবর্তিত সরকার গ্যাস-বিদ্যুতের লুণ্ঠনমূলক ব্যয়কে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো উদ্যোগ নেয়নি। যে কারণে এ খাতে ভর্তুকি বেড়েছে।’ এভাবে চলতে থাকলে সামনে ভর্তুকি আরো বাড়বে বলে মনে করেন তিনি।

বণিক বার্তা

দেশে গ্যাস খাতে ভর্তুকি বেড়ে যাওয়ার কারণ মূলত দেশীয় গ্যাসক্ষেত্রের অনুসন্ধান না করা। ২০১৮ সালে দেশে এলএনজি আমদানি শুরু হলে স্থানীয় গ্যাস খাতের উন্নয়নে তেমন কোনো বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়নি। প্রতি বছর বাজেটে ১ থেকে দেড় হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন বরাদ্দ দেয়া হয়। সীমিত এ অর্থ বরাদ্দ নিয়ে পেট্রোবাংলা বড় আকারে অনুসন্ধান কার্যক্রম চালাতে পারেনি। এমনকি বড় বড় কূপ খননের পরিকল্পনা নিয়েও পিছিয়ে আসতে হয়েছে।

নাম অপ্রকাশিত রাখার শর্তে পেট্রোবাংলার ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা বণিক বার্তাকে বলেন, 'গ্যাস খাতে অনুসন্ধান ও খননে বিভিন্ন জরিপ ও মহাপরিকল্পনার পরামর্শ ছিল। কিন্তু অজানা কারণে সেই বিষয়গুলো এড়িয়ে আমদানিনির্ভরতাকে সামনে আনা হয়েছে। সীমিত এলএনজি আমদানি করতে গিয়ে পেট্রোবাংলা আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে গেছে। এখন কিছুটা গতি এসেছে। তবে বৃহৎ আকারে কার্যক্রম চালাতে অর্থ প্রয়োজন।

The Daily Star

Commerce ministry forms FBCCI election boards

Md Abdur Razzak, additional secretary (IIT) at the commerce ministry, is the chairman of the election board

The commerce ministry has constituted the election board and election appeal board for the upcoming election of the executive council of the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) for the 2025–26 and 2026–27 terms.

According to a press release, Md Abdur Razzak, additional secretary (IIT) at the commerce ministry, has been appointed chairman of the election board.

The other members of the election board are Mursheda Zaman, joint secretary (IIT-2 branch), and Mustafizur Rahman, joint secretary (WTO-3 branch).

Meanwhile, the election appeal board will be chaired by Md Abdur Rahim Khan, additional secretary (export).

Its other members include Tanvir Ahmed, joint secretary (administration-2 branch), and Md Razzaqul Islam, deputy secretary (export-4 branch).

THE BUSINESS STANDARD

Commerce ministry forms FBCCI election board

Additional Commerce Secretary (IIT) Md Abdur Razzak has been appointed as the chairman of the FBCCI's Election Board, reads a press statement issued today (3 June)

The Ministry of Commerce has formed the election board and the election appeal board for the election of the executive council of the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI), the country's apex trade organisation, for the 2025-2026 and 2026-2027 terms.

Additional Commerce Secretary (IIT) Md Abdur Razzak has been appointed as the chairman of the FBCCI's Election Board, reads a press statement issued today (3 June).

The other two members of the board are Joint Secretary (IIT-2 Branch) Mursheda Zaman and Joint Secretary (WTO-3 Branch) Mustafizur Rahman.

On the other hand, Additional Secretary (Export) Md Abdur Rahim Khan has been appointed as the chairman of the Election Appeal Board.

The other two members are Joint Secretary (Administration-2 Branch) Tanvir Ahmed and Deputy Secretary (Export-4 Branch) Md Razzakul Islam.

Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS)
National News Agency of Bangladesh

Commerce Ministry forms FBCCI election boards

DHAKA, June 3, 2025 (BSS) - The Ministry of Commerce has formed the election board and election appeal board for the upcoming executive council election of the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI), the country's apex trade organisation, for the 2025-26 and 2026-27 terms.

Md Abdur Razzak, additional secretary (IIT) at the Commerce Ministry, has been appointed as the chairman of the FBCCI Election Board, said a press release issued here today.

The other members of the election board are Joint Secretary (IIT-2 branch) Mursheda Zaman and Joint Secretary (WTO-3 branch) Mustafizur Rahman.

Meanwhile, the election appeal board will be chaired by Md Abdur Rahim Khan, additional secretary (export).

The other members of the board are Joint Secretary (administration-2 branch) Tanvir Ahmed and Deputy Secretary (export-4 branch) Md Razzaqul Islam.

THE FINANCIAL EXPRESS
Dhaka • Wednesday • June 4, 2025
Vol XXXII No. 201 • Regd No. DA 1589 • Jaishtha 21, 1432 BS • Zilhajj 7, 1446 Hijri • 44 Pages Price: Tk 15.00 • thefinancialexpress.com.bd
febdonline

Budget framed within means for easing life: Salehuddin

Interim govt defends its maiden budget with curtailed spending on fund-guzzling dev schemes

- Efforts made for restoring economy into 'relatively stable position'
- Budget focus shifts from hyped high growth to inclusive wellbeing: Salehuddin
- Not a 'revolutionary budget' -- goal is to improve people's standard of living, enhance purchasing power, allow businesses to breathe
- Caught in 'debt trap', we must find a way out, says Wahiduddin Mahmud

Finance Adviser Dr Salehuddin Ahmed addresses a post-budget press conference at the Osmani Memorial Auditorium in the capital on Tuesday. Planning Adviser Dr Wahiduddin Mahmud is seen on his right. — FE Photo

JASIM UDDIN HAROON

This budget is framed realistically within the means and for easing people's life, sans growth hypes of yesteryears, interim government's high-ups said to defend its maiden budgetary measures with curtailed spending on fund-guzzling development schemes.

At a post-budget press meet Tuesday at the Osmani Memorial Auditorium in Dhaka, Finance Adviser Dr Salehuddin Ahmed said the proposed national budget for 2025-26 is "realistic, pragmatic and implementable" in the present context.

He noted that the interim government inherited a financial sector in near-collapse when it assumed office in August 2024.

"The country was in the ICU (Intensive Care Unit) especially the financial sector," he told inquisitive finance reporters.

"You will hardly find another case in the world where banks' sponsors siphoned off nearly 70 per cent of funds, including depositors' money."

The press event was attended by other key members of the interim cabinet, including Commerce Adviser Sheikh Bashiruddin, Agriculture and Home Adviser Lt-General (Retd.) Jahangir Alam Chowdhury, Planning Adviser Dr Wahiduddin Mahmud and Power and Energy Adviser Dr Fouzul Kabir Khan, Cabinet Secretary Dr Sheikh Abdur Rashid, Finance Secretary Dr Md. Khairuzzaman Majumder, NBR Chairman Md. Abdur Rahman Khan and Bangladesh Bank Governor Dr Ahsan H. Mansur.

The finance adviser said the country had been "on the edge of an abyss," particularly in financial governance, when the interim administration took over.

"What would have happened had we not intervened? We've made efforts to bring the economy back into a relatively stable position."

| SEE PAGE 7 COL 5

IPDC ডিপোজিট | ৳১৬৫১৯

THE FINANCIAL EXPRESS
Dhaka • Wednesday • June 4, 2025
Vol XXXII No. 201 • Regd No. DA 1589 • Jaishtha 21, 1432 BS • Zilhaj 7, 1446 Hijri • 44 Pages Price: Tk 15.00 • thefinancialexpress.com.bd
fedonline

Budget not consistent with July

| FROM PAGE 1 COL 4

He notes that the budget lacks a guaranteed employment scheme and falls short of introducing effective measures to integrate the large youth population 'Not in Education, Employment, or Training (NEET)' into the mainstream economy.

"Employment will be created through investment," he said, but while public investment is set to decline slightly, there is also no clear roadmap to boost private investment to meet the budgetary goal.

Earlier on Monday, Finance Adviser Dr Salehuddin Ahmed presented the national budget titled 'Building an Equitable and Sustainable Economic System' to be implemented in the next fiscal year with a total outlay of Tk 7.90 trillion.

Presenting the keynote, Dr Fahmida Khatun criticised the budget, describing it as a remnant of the " autocratic regime that " due to its provision allowing the legalisation of undisclosed money. Calling for its complete withdrawal she said it "entirely unacceptable" as it undermines the morale of honest taxpayers and effectively penalises law-abiding citizens.

Dr Fahmida notes that the new budget comes at a time of ongoing economic challenges, with macro-indicators showing growing fragility over the past three years.

"While some policies have brought limited stability, the budget's key focus should be on curbing persistent inflation and restoring overall economic stability."

Despite some progress in the macroeconomic landscape, she points out, the economy continues to face major challenges, including revenue shortfalls, restrained public spending, low ADP implementation, heavy reliance on bank borrowing, inflationary pressures, high non-performing loans, weak private investment, slowing economic growth, and unmet energy and power demand.

However, some of goals in terms of GDP growth, rising investment, tackling inflation set in the budget would be difficult to get to because of the current status of such indicators.

jahid.rn@gmail.com

THE FINANCIAL EXPRESS
Dhaka • Wednesday • June 4, 2025
Vol XXXII No. 201 • Regd No. DA 1589 • Jaishtha 21, 1432 BS • Zilhajj 7, 1446 Hijri • 44 Pages Price: Tk 15.00 • thefinancialexpress.com.bd
febdonline

Budget not consistent with July spirit of equity, employment: CPD

CPD Executive Director Dr Fahmida Khatun speaking at a media briefing on Tuesday. — FE Photo

Think-tank wants withdrawal of black money-whitening provision

Ambitious promises lack direction for reducing inequality, creating jobs thru investment, prioritizing human dev over mere GDP growth

FE REPORT

Economic-policy analysts at the CPD see the interim government's maiden budget paradoxical to July spirit of equity for its customary fiscal measures and take exception to the black-money-whitening provision in particular.

The Centre for Policy Dialogue (CPD) says although the proposed budget for the next fiscal year makes ambitious promises-such as reducing inequality, creating jobs through increased investment, and prioritizing human development over mere GDP growth-these commitments are not reflected in the actual allocations and initiatives.

They also note that the budget, formulated at a critical juncture, on the cusp of a political changeover, offered an opportunity for establishing tax fairness, boosting revenue collection, and initiating major reforms with genuine intent to address the fragile economy. But the government "failed" to seize it.

The remarks were made Tuesday from a media briefing titled 'CPD's Analysis of the National Budget FY2025-26', held at a hotel in the capital to present a detailed analysis of the proposed budget.

Professor Mustafizur Rahman, Distinguished Fellow at the CPD, said the proposed budget also fails to address another core demand of the July movement-employment generation alongside building an inequality-free society.

| SEE PAGE 7 COL 6

THE FINANCIAL EXPRESS
Dhaka • Wednesday • June 4, 2025
Vol XXXII No. 201 • Regd No. DA 1589 • Jaishtha 21, 1432 BS • Zilhaj 7, 1446 Hijri • 44 Pages Price: Tk 15.00 • thefinancialexpress.com.bd
febdonline

Budget not consistent with July

| FROM PAGE 1 COL 4

He notes that the budget lacks a guaranteed employment scheme and falls short of introducing effective measures to integrate the large youth population 'Not in Education, Employment, or Training (NEET)' into the mainstream economy.

"Employment will be created through investment," he said, but while public investment is set to decline slightly, there is also no clear roadmap to boost private investment to meet the budgetary goal.

Earlier on Monday, Finance Adviser Dr Salehuddin Ahmed presented the national budget titled 'Building an Equitable and Sustainable Economic System' to be implemented in the next fiscal year with a total outlay of Tk 7.90 trillion.

Presenting the keynote, Dr Fahmida Khatun criticised the budget, describing it as a remnant of the " autocratic regime that " due to its provision allowing the legalisation of undisclosed money. Calling for its complete withdrawal she said it "entirely unacceptable" as it undermines the morale of honest taxpayers and effectively penalises law-abiding citizens.

Dr Fahmida notes that the new budget comes at a time of ongoing economic challenges, with macro-indicators showing growing fragility over the past three years.

"While some policies have brought limited stability, the budget's key focus should be on curbing persistent inflation and restoring overall economic stability."

Despite some progress in the macroeconomic landscape, she points out, the economy continues to face major challenges, including revenue shortfalls, restrained public spending, low ADP implementation, heavy reliance on bank borrowing, inflationary pressures, high non-performing loans, weak private investment, slowing economic growth, and unmet energy and power demand.

However, some of goals in terms of GDP growth, rising investment, tackling inflation set in the budget would be difficult to get to because of the current status of such indicators.

jahid.rn@gmail.com

THE FINANCIAL EXPRESS
Dhaka • Wednesday • June 4, 2025
Vol XXXII No. 201 • Regd No. DA 1589 • Jaishtha 21, 1432 BS • Zilhaj 7, 1446 Hijri • 44 Pages Price: Tk 15.00 • thefinancialexpress.com.bd
febdonline

Stopping push-in physically not possible: adviser

BD becoming self-reliant in air shipment of its exports

FE REPORT

A surprise Indian restriction on aerial transshipment taboo on Bangladesh exports turns a blessing in disguise with the latter poised to become self-reliant in air shipment, officials say.

Airfreight facilities are taking a facelift at all the country's international airports in rerouting trade from Indian routes-and already a significantly growing volume of exports are being shipped by air from here to main western destinations.

Foreign Affairs Adviser Touhid Hossain Tuesday said the suspension of transshipment facilities for Bangladesh by the Indian government apparently proved beneficial to the country.

Talking to reporters at the foreign ministry he pointed out that Bangladesh has become able to weather dependency on India following the Indian move.

Airfreight facilities take facelift thru own int'l airports in rerouting from tabooed India routes

"We have been able to enhance our air-cargo facilities" he added.

Responding to a question, he said India was yet to respond to Bangladesh's request for extraditing deposed Prime Minister Sheikh Hasina, in Delhi's shelter since the July-August 2024 changeover that ended her rule.

He said Bangladesh would continue to press India in this regard.

Responding to another question, he said it is not possible to stop the 'push-in' of Bengali-speaking people but Bangladesh is engaged in diplomatic efforts to stop such deportation.

"Push-in is going on but it is not possible to stop this physically. We have sent them letters and we will send letters again," he said.

To a query on the suspension of working visa for Bangladeshis by many countries, the foreign-office boss under the interim government said irregularities by Bangladeshis were also responsible for this.

"How long this will be tolerated by other countries?" he asked.

mirmostafiz@yahoo.com

THE FINANCIAL EXPRESS
Dhaka • Wednesday • June 4, 2025
Vol XXXII No. 201 • Regd No. DA 1589 • Jaishtha 21, 1432 BS • Zilhajj 7, 1446 Hijri • 44 Pages Price: Tk 15.00 • thefinancialexpress.com.bd
febdonline

Black money whitening not commendable

Says finance adviser

FE REPORT

Finance Adviser Dr Salehuddin Ahmed has acknowledged that the opportunity to whiten black money in the proposed national budget is not a commendable measure and hinted that this provision might be reviewed, if required.

In the proposed budget for the fiscal year 2025-26, there is no blanket provision for whitening black money, he said, adding that if someone possesses undisclosed money, a provision has been kept to disclose the income under certain conditions. In the proposed budget, the interim government has offered black money whitening opportunity through higher tax rates when invested in land and house property.

Dr Salehuddin Ahmed was addressing a post-budget press conference in the city's Osmani Memorial auditorium on Tuesday.

Speaking on the occasion, National Board of Revenue (NBR) Chairman Dr Abdur Rahman Khan said there is no direct provision for legalising black money in the

| SEE PAGE 7 COL 1

Black money

| FROM PAGE 1 COL 1

proposed budget. "No special provision exists in the budget on black money. However, individuals will be allowed to use their undisclosed income by paying additional taxes in certain specified sector," he said.

doulotakter11@gmail.com

THE FINANCIAL EXPRESS
Dhaka • Wednesday • June 4, 2025
Vol XXXII No. 201 • Regd No. DA 1589 • Jaishtha 21, 1432 BS • Zilhajj 7, 1446 Hijri • 44 Pages Price: Tk 15.00 • thefinancialexpress.com.bd
febdonline

Inflation to fall to 7.0pc by Sept

Says BB Governor

FE REPORT

Bangladesh Bank Governor Ahsan H Mansur on Tuesday expressed hope that the rate of inflation would fall to 7.0 per cent by this September, paving the way for lowering the policy interest rate.

He said there were two big challenges - inflation and the money market.

Now the inflation has started to ease, while the exchange rate has also become stable, he told a post-budget press conference at the Osmani Memorial Auditorium in the capital.

> *We have almost successfully passed the main challenge. Our main challenge was stabilising the exchange rate*

Finance Adviser Dr Salehuddin Ahmed, as well as other advisers and government officials, were also present there.

Mr Mansur said concern has been expressed over whether inflation would fall to 6.5 per cent by the end of the next fiscal year as per the target set in the budget.

"I personally think that it [the rate] should go down further," he said.

He also said the rate was fixed conservatively.

"This is because we have almost successfully passed the main challenge. Our main challenge was stabilising the exchange rate because until we could stabilise the exchange rate, we

| SEE PAGE 7 COL 5

Inflation to fall

| FROM PAGE 1 COL 8

may not be able to win the fight to cut inflation."

The central bank governor said with the volatile exchange rate, the prices of goods in the domestic market would have increased further due to the rise in the international market.

"Since the exchange rate remained at Tk 122 or Tk 123 during the last seven to eight months, we got some relief. Even after introducing the market-based exchange rate, the prices remained stable. Thus confidence has come that inflation is going down," he added.

Mr Mansur further said experience shows that food inflation has decreased from 14.5 per cent to 8.5 per cent, while non-food inflation reduced from 11.5 per cent to 9.25 per cent.

"We are hopeful that the rates will go down faster."

He said he was hopeful that the forex availability would stay well-positioned and "we are keeping monetary policy tight and we will lower the policy interest rate when inflation goes down below 7.0 per cent. We are hopeful to go there by September."

At the press conference, Power, Energy and Mineral Resources Adviser Muhammad Fouzul Kabir Khan said the proposed budget has put much emphasis on reducing unnecessary expenses and disparities.

"There was VAT on liquefied natural gas (LNG) import. This value addition was negative as we import gas for Tk 60-65 per unit and sell it for Tk 30. This value addition was unnecessary. Reform has been brought here in the proposed budget," he said.

He said the government has reduced the prices of liquefied petroleum gas (LPG) and fuel, which would pave the way for lowering transport and production costs.

syful-islam@outlook.com

THE FINANCIAL EXPRESS
Dhaka • Wednesday • June 4, 2025
Vol XXXII No. 201 • Regd No. DA 1589 • Jaishtha 21, 1432 BS • Zilhajj 7, 1446 Hijri • 44 Pages Price: Tk 15.00 • thefinancialexpress.com.bd
febdonline

Merchandise export earnings see double-digit growth in May

FE REPORT

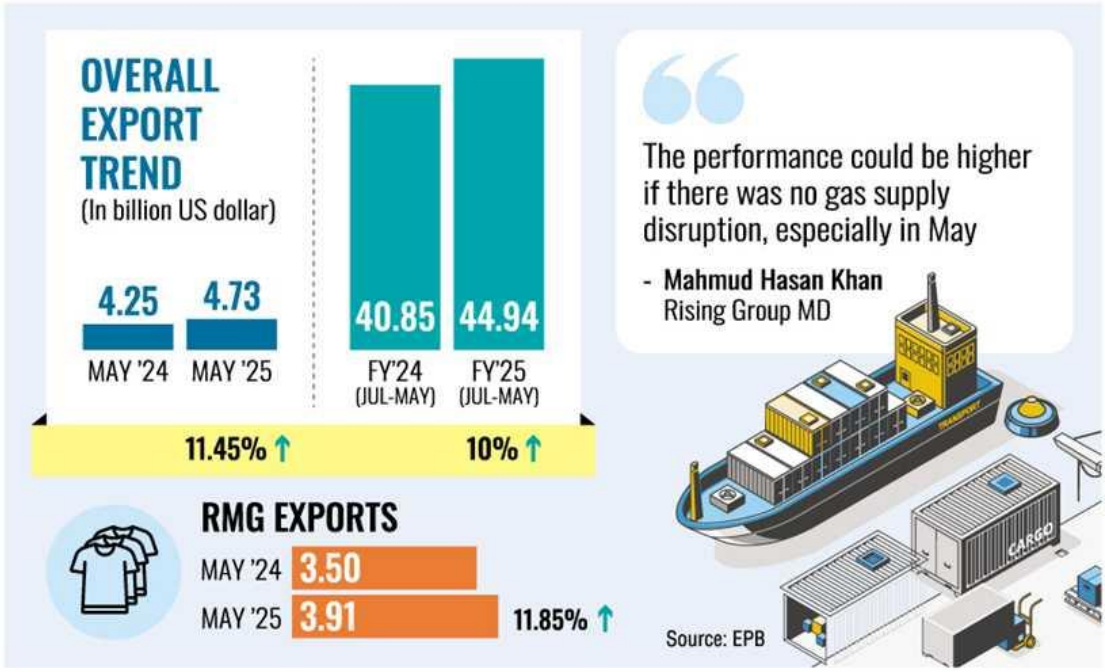

The country's single-month merchandise-export earnings in May 2025 witnessed a double-digit growth of 11.45 per cent year on year to fetch US$4.73 billion due to the sustained performance of ready-made garment industry.

Bangladesh earned $4.25 billion in May 2024, according to the Export Promotion Bureau (EPB) data released on Tuesday.

Earnings from ready-made garment (RMG) exports in May 2025 amounted to $3.91 billion, up from $3.50 billion in May 2024, representing a monthly growth of 11.85 per cent.

The overall exports, however, stood at $44.94 billion during the July-May period of FY 2024-25, reflecting a 10-percent year-on-year growth.

Bangladesh fetched $40.85 billion during the same period of the last fiscal year, the data showed.

RMG sector maintained its dominance as Bangladesh's largest export earner contributing $ 36.55 billion registering a 10.20-per cent increase over the same period last fiscal year.

Within the RMG segment, knitwear exports rose by 10.98 per cent to $19.61 billion, while woven garments grew by 9.30 per cent to $16.94 billion.

Home textiles marked a 4.78-per cent growth to $824.58 million during the first eleven months of the current fiscal year.

When asked, Mahmud Hasan Khan, managing director of Rising Group, said the performance could be higher if there was no gas supply disruption, especially in May.

He is also the panel leader of the Forum that won the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) biennial election for the 2025-27 term with the highest 31 posts of director out of 35.

Mr Khan said the overall work orders situation is good and backward linkage suppliers have affected due to the disruption causing some delays in shipments.

Talking to the FE, Fazlul Hoque, former president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), termed the growth 'good and normal', saying that there is nothing big change.

Responding to a question, he said it would take some more months or August onwards to understand the US new tariff regimes impact saying there is on average a 50:50 arrangement between most US buyers and local exporters that each of them would share half of the additional 10 per cent duty burden for the interim period.

Meantime, earnings from jute and jute goods exports continued to struggle as it recorded a 4.77-percent decline to fetch $ 769 million during the July-May period.

However, monthly figures showed a slight improvement, with May export rising 16.79 per cent year-on-year.

Earnings from leather and leather products registered a 12.55-percent year-on-year growth, earning $1.05 billion during the first eleven months of FY'25.

Leather footwear export earnings increased by 28.96 per cent to $620.17 million.

Agricultural products earned $927.56 million, showing 3.17 per cent growth during the July-May period of FY25 but in May alone, exports fell by 8.15 per cent compared to May 2024.

Talking to the FE, agricultural products exporters, however attributed that a number of factors including cut in cash incentive by the government, high import costs for most of the agricultural inputs and other ingredients mostly used for processing foods, paucity of required air spaces coupled with higher freight charges for the declining trend in the sector's performance.

Frozen and live fish exports recorded 17.53 per cent growth to earn $410.19 million during the July-May period of FY'25, led by shrimp shipment that increased by 16.75 per cent to $273.16 million. Engineering product recorded 12.40 per cent growth and earned $498.23 million.

Plastic product exports stood at $270.16 million during the first eleven months of FY25 marking 18.62 per cent growth.

munni_fe@yahoo.com

THE FINANCIAL EXPRESS
Dhaka • Wednesday • June 4, 2025
Vol XXXII No. 201 • Regd No. DA 1589 • Jaishtha 21, 1432 BS • Zilhajj 7, 1446 Hijri • 44 Pages Price: Tk 15.00 • thefinancialexpress.com.bd
febdonline

Ctg chamber says budget to protect local industries

OUR CORRESPONDENT

CHITTAGONG, June 03: The Chittagong Chamber of Commerce and Industry (CCCI) welcomed the budget for fiscal year 2025-26 and termed it as a pro-people and business-friendly one.

The CCCI mentioned that the new budget will reduce the sufferings of people by controlling price hikes.

CCCI administrator Muhammad Anwar Pasha said, "To continue the country's economic progress, reducing duties on fuel, especially petroleum products, LNG, and imported essential goods will not only reduce commodity prices but will also bring relief to the market.

I SEE PAGE 7 COL 1

Ctg chamber

I FROM PAGE 8 COL 5

The government's inflation target will also be achieved," he expressed hope.

nazimuddinshyamol@gmail.com

THE FINANCIAL EXPRESS
Dhaka • Wednesday • June 4, 2025
Vol XXXII No. 201 • Regd No. DA1589 • Jaishtha 21, 1432 BS • Zilhajj 7, 1446 Hijri • 44 Pages Price: Tk 15.00 • thefinancialexpress.com.bd
febdonline

LNG re-gasification hits record high at 1,050 mmcfd

FE REPORT

Gas supply to industries increased significantly, says Petrobangla chairman

Bangladesh's liquefied natural gas (LNG) re-gasification reached its highest level ever on Monday as the regular berthing of LNG tankers to the floating storage and regasification units (FSRUs) resumed, following last week's rough weather in the Bay of Bengal.

The country's LNG re-gasification surged to 1,050 million cubic feet per day (mmcfd) on the day, driven by the increased volume of LNG supply, according to official data.

The previous highest LNG re-gasification was recorded on March 18 this year, when the country re-gasified around 1,022 mmcfd of LNG.

However, LNG re-gasification dropped as low as 558 mmcfd on May 30, when berthing of LNG vessels was disrupted due to a low over the Northwest Bay and adjoining areas that intensified into a depression.

At least a couple of LNG tankers were kept anchored at the pilot boarding station (PBS), around 10-12 kilometers from the FSRUs, due to rough sea conditions in the Bay of Bengal last week.

The country's overall natural gas output is currently hovering around 2,889 mmcfd, boosted by the increased LNG re-gasification volume, according to Petrobangla data as of Monday.

Natural gas supply to industries increased significantly as overall output ramped up, Petrobangla Chairman Md Rezanur Rahman told The Financial Express on Tuesday.

He expected LNG re-gasification to continue exceeding 1,000 mmcfd until August, allowing industries to receive more gas during the period.

To meet rising demand, Petrobangla has increased LNG purchases from the spot market.

The LNG tankers carrying gas from Oman's OQ Trading and Gunvor Singapore Pte Ltd - which had been held at the PBS - completed berthing and ship-to-ship LNG transfers on Sunday.

Another scheduled LNG vessel arrived on June 1 and completed ship-to-ship transfer by Monday, pushing re-gasification to the record level.

Each of these LNG cargoes carried around 3.36 million British thermal units (MMBtu) and delivered LNG to one of the two FSRUs near Moheshkhali Island.

Azizjst@yahoo.com

THE FINANCIAL EXPRESS
Dhaka • Wednesday • June 4, 2025
Vol XXXII No. 201 • Regd No. DA 1589 • Jaishtha 21, 1432 BS • Zilhajj 7, 1446 Hijri • 44 Pages Price: Tk 15.00 • thefinancialexpress.com.bd
febdonline

Budget offers mixed bag of benefits, threats for capital market

Says EBL Securities in its post budget review

FE REPORT

The proposed budget for FY26 offers tax benefits for some specific sectors while imposing higher taxes on other industries where growth is not under the agenda of the government for attaining economic stability.

EBL Securities distinguished both the groups in a budget review and explained why one group will benefit but the other will endure more obstacles to smooth business operations.

The doubling of withholding tax rate to 10 per cent on interest income from fixed-income securities will shrink net returns on such investment vehicles. This higher withholding tax rate will also reduce banks' net return on investments in fixed-income securities.

Most of the listed banks reaped handsome profits from low-risk government debt-based securities in an adverse business climate engendered by inflationary pressure in the last two years. They will see a significant decline in income from this segment in FY26 if the budget proposal is finally approved and enforced.

However, an exemption of excise duty on bank balances up to Tk 0.3 million instead of the existing Tk 0.1 million will attract small savers towards bank deposit schemes, said EBL Securities.

Publicly-traded companies will be subject to a 20 per cent tax rate if only all types of income is transacted via bank transfers.

Otherwise, a higher tax rate by 2.5 percentage points will be applied. Non-listed companies will be taxed at 27.5 per cent. So, the tax gap between listed and non-listed companies has widened to 7.5 percentage points from the existing 5 percentage points.

The wider tax rate gap is anticipated to make stock exchange listings more attractive and help increase the market depth, according to the EBL analysis.

Proposed lower tax burden for market intermediaries - brokerage firms and merchant banks -- is also expected to provide some relief during this prolonged bearish market scenario, it said.

However, there is no direct tax benefit for general stock investors.

According to EBL Securities, proposed tax cuts are expected to benefit companies in the sectors of pharmaceuticals & chemicals, fuel & power, information technology, food & allied, real estate, cement and automobiles.

On the other hand, increased tax burden will adversely affect companies in the sectors of steel, textile, tobacco and paper manufacturers.

Steel sector facing "renewed" threats

Fixed import duty on mild steel (MS) products has been increased by 20 per cent to Tk 1,800 per tonne for the next financial year.

"The [tax] increase particularly on scrap iron, a key raw material for MS products, and ferro alloys is expected to raise input costs for steel manufacturers, which may exert upward pressure on finished steel prices and potentially impact the industry's overall profitability," said the EBL analysis.

As a result, the production costs of listed companies, such as GPH Ispat, Bangladesh Steel Re-rolling Mills, and BSRM Steels will go up. Such a sharp increase in taxes would drive up product prices further, reducing consumers' purchasing power, putting the entire industry under renewed threat.

Duty-free benefits for textile sector removed

The government has proposed that tax at the production stage of cotton yarn and man-made fiber would be increased to Tk 5 a kg, up from the existing Tk 3 a kg. There will also be a 1 per cent import duty on polyester staple fibre as the interim government decided to stop giving duty-free benefit to this segment.

"Due to higher taxation, yarn production costs of textile manufacturers will increase, which will negatively impact their profitability," reads the EBL analysis.

So, listed textile companies, such as Square Textile, Matin Spinning Mills, Malek Spinning Mills, Apex Spinning Mills and Saiham Cotton, may experience greater challenges in business.

Meanwhile, 1 per cent source tax on export proceeds of readymade garment industry has remained unchanged in the proposed budget for the upcoming fiscal year.

Higher advance tax on tobacco sector

The advance tax rate on net sales value of cigarette manufacturers is up from 3 per cent to 5 per cent for FY26 while supplementary duty on imported cigarette paper has been doubled to 300 per cent.

The revised advanced income tax policy is likely to result in higher cash outflows upfront, potentially tightening short-term liquidity and compelling manufacturers to rely more heavily on short-term borrowings, thereby increasing finance costs, EBL analysis noted.

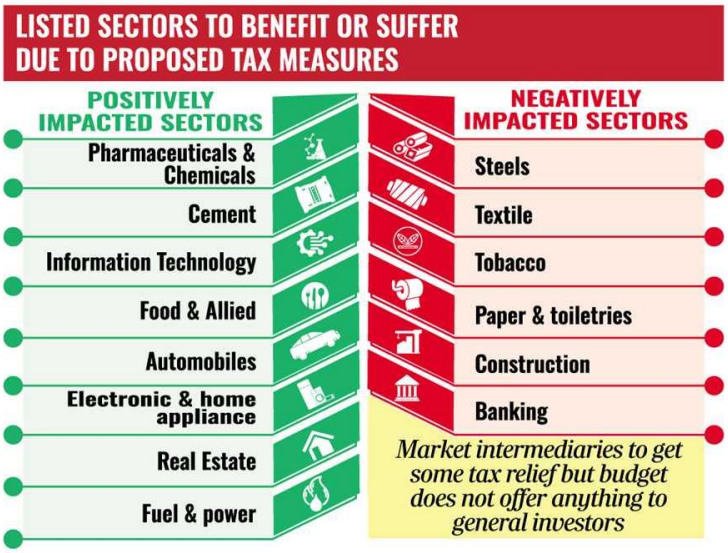

As a result, the lone listed cigarette manufacturer BAT Bangladesh may face higher manufacturing costs and lower profits.

Telecom sector's turnover tax benefit will have little impact

Turnover tax on mobile operators has been reduced from 2 per cent to 1.5 per cent in the proposed budget while a 10 per cent supplementary duty is imposed on OTT platforms.

EBL Securities said there would be no significant impact on listed telecommunication companies as their taxes on pretax earnings are higher than turnover taxes and considered for final tax settlements.

Due to an increase in subscription prices, the number of OTT platform subscribers may drop, hampering revenue growth in this segment.

The government also offers a 10 per cent tax rebate if telecom operators float 20 per cent shares to the public through an initial public offering (IPO).

This stimulus targeting non-listed operators -- Banglalink and Teletalk - may encourage them to list in the secondary market, according to EBL Securities.

Drug makers may get inspired to produce API

VAT exemption on API (active pharmaceutical ingredients) production has been extended to June 30, 2030, which will have an impact on the business of Beximco Pharma, Square Pharma, and Renata.

The strengthening of local capacity to make APIs will reduce dependency on imports (mostly from India and China), lowering production costs, improving medicine availability, and enhancing export potential for Bangladesh's growing pharma industry.

E-bikes to give a boost to automobile cos

In the proposed budget for FY26, the government proposed removing all VATs in excess of 5 per cent on local production of e-bikes until June 2030.

This fiscal incentive is aimed at bolstering the domestic e-bike manufacturing sector by reducing production costs and encouraging eco-friendly transportation solutions.

Listed Runner Automobiles will get advantage from the lower tax rate as the company produces/ assembles and markets e-bikes in Bangladesh.

Moreover, the government has decided to exempt companies from supplementary duty on imports of certain essential raw materials for the manufacturing of refrigerators, freezers, air conditioners and their compressors until June 2028.

This will support Walton and Singer Bangladesh in growing their business and securing higher profits.

The proposed reduction in import duties on essential raw materials for tyre manufacturing, along with a cut in duties on imports of buses (16-40 seats) and microbuses (10-15 seats) will help IFAD Autos.

Lower import duties will bring down costs of assembling vehicles, potentially increasing market share. Lower duties may also enhance profitability.

Oil refiners to avail of tax cut

Moreover, the withholding tax rate on oil supplied by companies involved in oil refining has been reduced from 2 per cent to 1.5 per cent. Jamuna Oil Company, Padma Oil Company, Meghna Petroleum, MJL Bangladesh and Eastern Lubricants Blenders will be benefited for this.

Food and allied sector to benefit from health risk remedies

The supplementary duty on all types of ice cream has been slashed to 5 percent from 10 percent, which may increase the profitability of Taufika Foods and Lovello Ice-cream.

The existing VAT exemption for imports of raw materials for sanitary napkins and diapers, which are necessary for the health protection of women and children, has been extended till June 30, 2030. ACI Limited is likely to see a positive impact from the measure.

babulfexpress@gmail.com

GPH QUANTUM B600D-R
UP TO 30% SAVINGS
World's Best GPH Quantum Steel
GPH ispat

THE FINANCIAL EXPRESS
Dhaka • Wednesday • June 4, 2025
Vol XXXII No. 201 • Regd No. DA 1589 • Jaishtha 21, 1432 BS • Zilhajj 7, 1446 Hijri • 44 Pages Price: Tk 15.00 • thefinancialexpress.com.bd
febdonline

SMALL ENGINES, BIG DREAMS

Why SMEs need urgent policy reform

JAHIDUL ISLAM

Across South Asia and beyond, small and medium enterprises (SMEs) are often celebrated as the engines of economic growth. In neighbouring countries, this recognition has translated into real policy action, institutional support, and financial commitment.

Unfortunately, in Bangladesh, the story is more complicated–and far less inspiring.

Take India, for example. The country has a dedicated Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, which not only protects but actively nurtures small businesses.

Since 1990, the Small Industries Development Bank of India (SIDBI) has operated as a commercial bank, providing focused financial services to the sector.

Even Pakistan, despite grappling with many economic challenges, has done more. It runs a dedicated SME Bank and benefits from the work of an independent body -- the Small and Medium Enterprise Development Authority (SMEDA) -- which supports small businesses, even in the absence of a full-fledged ministry.

Bangladesh, in contrast, depends on the SME Foundation (SMEF), a non-profit organisation housed under the Ministry of Industries. It lacks the legal mandate, the resources, and the institutional muscle to support a sector that forms the backbone of the country's industrial employment.

With limited staffing, no banking authority, and virtually no budgetary independence, the SMEF has been left to do much with very little. And the consequences are showing.

Despite SMEs making up roughly 90 per cent of employment in Bangladesh's industrial sector, their contribution to GDP remains disproportionately low.

While India sees its SME sector contributing 45 per cent of GDP, and Pakistan reports about 40 per cent, Bangladesh hovers around 27 to 30 per cent -- and even that figure is uncertain.

That's because the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) doesn't compile SME-specific data when calculating GDP, making it difficult to measure the sector's true impact.

Compare that to global peers: in Vietnam, a key competitor in the global export market, SMEs account for about 45 per cent of GDP.

In Malaysia, it is just over 39 per cent. The figures are even more impressive in powerhouse economies -- 60 per cent in China, 50 per cent in Japan, and 46.9 per cent in South Korea. Even within the European Union, SMEs contribute about 40 per cent to total GDP.

Clearly, something is missing in Bangladesh.

Part of the problem is policy inertia. While other countries have passed comprehensive laws or drafted master plans to support SME growth, like India's MSMED Act of 2006, or South Korea's long-standing support via KOSME (Korea SMEs & Startups Agency), Bangladesh is still operating under the SME Policy 2019, which has expired in 2024. And even that policy has remained mostly on paper.

Although the policy announced an ambitious budget of Tk 105.12 billion over five years, the government did not allocate a single taka.

Out of 30 scheduled meetings mandated under the policy -- 10 for a high-level committee led by the Minister of Industries, and 20 for an implementation committee headed by the Industries Secretary -- only nine were held in total. The message is SMEs are not a political or economic priority.

"We are facing serious challenges in financing, skills training, marketing, and diversification," said Anwar Hossain Chowdhury, Managing Director of the SME Foundation.

Speaking to The Financial Express, he acknowledged that the sector's limited contribution to GDP mirrors its lack of support. "We are trying our best," he added, "through training programmes, policy advocacy, and organising SME fairs to promote local products."

But the Foundation is running on fumes. It currently operates with only 80 active staff members, less than half of its approved positions. Most of its funding comes from interest earnings on a Tk 2.0 billion seed fund, and a one-time Tk 3.0 billion Covid-19 stimulus package -- not nearly enough for nationwide impact.

Mr Chowdhury believes that to boost the sector, Bangladesh must go beyond token support.

| SEE PAGE 16

WHERE BANGLADESH LAGS BEHIND IN SME DEVELOPMENT?

	BANGLADESH	INDIA	PAKISTAN
SME Act	No dedicated act	MSMED Act 2006	No act, but SME Policy 2007
Access to Finance	No SME dedicated bank	SIDBI	SME Bank Ltd
Government Procurement Quota	No	20%	No
SME Data Collection	Inconsistent, merged with other categories	Clear MSME category, regularly updated	Broad but consistent categories
Days to get electricity (medium firms)	52.8	34	25
Days to get licenses (medium firms)	58.5	24	30
SME-friendly registration	Manual or semi-digital	1 page digital registration	Paper-based, with advisory support from SMEDA
Training Network	Moderate – SCITI, BSCIC	Extensive nationwide institutes	Weak and scattered

Source: Enterprise Surveys Program, World Bank

THE FINANCIAL EXPRESS
Dhaka • Wednesday • June 4, 2025
Vol XXXII No. 201 • Regd No. DA 1589 • Jaishtha 21, 1432 BS • Zilhaj 7, 1446 Hijri • 44 Pages Price: Tk 15.00 • thefinancialexpress.com.bd
fedonline

Why SMEs need urgent policy

| FROM PAGE 20

He recommends establishing a dedicated SME bank to improve access to credit, significantly increasing funds for skills development, and introducing a separate concessional tax regime for small businesses to help them compete with larger firms.

He also advocates for reserving 20 per cent of public procurement for SMEs, mirroring India's affirmative procurement policy.

His concerns are echoed by Dr Mustafa K. Mujeri, former Director General of the Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS). "We need a comprehensive master plan," he stressed, proposing a roadmap similar to KOSME's approach in South Korea.

Dr Mujeri also called for a centralised online SME database, linked to unique business IDs, to enable evidence-based policymaking.

He suggested forming a specialised SME finance wing to manage collateral-free loans and credit guarantees, freeing small businesses from the high-risk stigma attached by commercial banks.

For long-term growth, he said, the country should invest in business incubators, in partnership with universities and the private sector, to help startups survive and scale.

He also criticised Dhaka-centric SME programmes, calling for district-level SME zones, based on the super cluster models successfully implemented in China and India.

Perhaps most crucially, Dr Mujeri urged Bangladesh to actively pursue technology transfer and skills partnerships with countries like South Korea and Germany, where SMEs play a dominant role in high-value manufacturing and innovation.

Both experts agree: the SME sector in Bangladesh has enormous potential. It can drive employment, boost exports, and contribute significantly to GDP -- if the right infrastructure, financing, and policy support are put in place.

The question is no longer whether SMEs matter -- they clearly do. The question is whether Bangladesh's policymakers are ready to give them the tools, trust, and institutional support they need to thrive.

Until then, SMEs in Bangladesh will remain underpowered engines of growth -- running hard, but going nowhere fast.

jahid.rn@gmail.com

The Daily Star

Govt revises definition of freedom fighter

Constituent assembly members will no longer be considered freedom fighters

The government last night promulgated an ordinance redefining the term "freedom fighter" (Bir Muktijoddha) and introducing three new categories.

The new categories are Muktijuddher Shohojogi (associate of the Liberation War); Muktijoddha Poribar (family of a freedom fighter); and Muktijuddher Shohojogi Poribar (family of a Liberation War associate).

The National Freedom Fighters Council (Amendment) Ordinance-2025 amended the previous National Freedom Fighters Council Act-2022.

The definition of "associate of the Liberation War" specifically includes all Members of the National Assembly (MNAs) and Members of the Provincial Assembly (MPAs) who were affiliated with the wartime provisional government of Bangladesh (Mujibnagar Government) and later considered members of the constituent assembly.

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Syed Nazrul Islam, Tajuddin Ahmad, and more than 400 others were members of the constituent assembly and used to be recognised as freedom fighters.

The ordinance, however, included the Mujibnagar government in the definition of "Bir Muktijoddha".

Bir Muktijoddha (freedom fighter)

According to the ordinance, the new definition of a Bir Muktijoddha reads:

"Bir Muktijoddha is someone who, between March 26 and December 16, 1971, either prepared for war and received training within villages across the country, or crossed the border into India to enroll in various training camps with the aim of participating in the Liberation War. These individuals actively took part in the war against the occupying and invading Pakistani armed forces and their local collaborators -- Razakars, Al-Badr, Al-Shams, the then Muslim League, Jamaat-e-Islami, Nezame Islam, and the Peace Committee -- towards achieving Bangladesh's independence.

Those recognised as freedom fighters must be civilians who were of the minimum age as determined by the government during the time of war. Also included as freedom fighters are members of the armed forces, East Pakistan Rifles (EPR), police, the Mujibnagar government and its recognised forces, naval commandos, Kilo Force, and Ansar members.

All women who were subjected to torture by the Pakistani forces and their collaborators (Biranganas); and all doctors, nurses, and medical assistants who provided treatment to wounded freedom fighters in field hospitals during the war will continue to be regarded as freedom fighters.

Muktijuddher Shohojogi (associate of the Liberation War)

The ordinance defines an "associate of the Liberation War" as follows: "Individuals who, between March 26 and December 16, 1971, resided either within the country or abroad and played a role in inspiring freedom fighters, organising support, accelerating the war effort, and contributing to the achievement of Bangladesh's independence through organisational leadership, global opinion building, securing diplomatic support, and strengthening psychological resolve."

These associates include the Bangladeshi professionals who were abroad during the Liberation War and made significant contributions in favour of the war, and Bangladeshi citizens who actively engaged in shaping international public opinion.

The persons who served under the Mujibnagar government as officials, employees, diplomats, or who were appointed as doctors, nurses, or assistants by the government will also be considered associates.

All MNAs and MPAs affiliated with the Mujibnagar government who were later recognised as members of the Constituent Assembly will also fall under this category.

Besides, all artists and personnel of the Swadhin Bangla Betar Kendra, and all Bangladeshi journalists who worked in support of the war both at home and abroad and members of the Swadhin Bangla football team will now be considered associates of the Liberation War.

They would previously be considered freedom fighters.

The ordinance defines a "freedom fighter's family" as: "The spouse, son, daughter, father, or mother of a recognised freedom fighter."

The family of a Liberation War associate is defined as: "The spouse, son, daughter, father, or mother of a recognized associate of the Liberation War."

The ordinance also makes a slight revision to the definition of the Liberation War itself. It now states:

"The Liberation War refers to the armed struggle, conducted between March 26 and December 16, 1971, by the people of Bangladesh to establish a sovereign democratic state founded on equality, human dignity, and social justice, against the occupying and invading Pakistani armed forces and their collaborators -- Razakars, Al-Badr, Al-Shams, the then Muslim League, Jamaat-e-Islami, Nezame Islam, and the Peace Committee."

The new definition of Liberation War drops the name of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. The previous one mentioned that the war was waged responding to Bangabandhu's call for independence.

Freedom fighter and Liberation War researcher Afsan Chowdhury said the move was entirely a bureaucratic decision.

"We have seen this since 1972 -- every time a new government comes to power, they create a new list of freedom fighters. There are personal benefits involved," he told the newspaper late last night.

"People will not accept this. The Liberation War will remain as it always has been -- in the hearts of the general people."

Talking to The Daily Star, valiant freedom fighter Fazlur Rahman, also an adviser to BNP Chairperson Khaleda Zia, said, "They [the government] do not uphold the spirit of the Liberation War ... It does not matter to me what types of ordinances they issue. The Liberation War will forever remain in its rightful place."

The Daily Star

UN reaffirms support for Bangladesh’s reform and transition process

UN Resident Coordinator Gwyn Lewis has reaffirmed the United Nations' unwavering solidarity with Bangladesh's reform and transition process, emphasising the UN's commitment to supporting the country's path towards sustainable development and prosperity.

"The Resident Coordinator commended the robust cooperation with the interim government, and both leaders engaged in comprehensive discussions on advancing development in Bangladesh," the chief adviser's press wing said in a statement today, after Gwyn Lewis called on the chief adviser at the State Guest House Jamuna.

During the meeting, they discussed the extensive support the UN could extend to bolster the government's ambitious reform initiatives.

Gwyn Lewis also highlighted the critical measures undertaken to ensure a seamless transition as Bangladesh prepares to graduate from the Least Developed Countries (LDC) category.

They also addressed the ongoing Rohingya crisis and the persistent financing challenges confronting efforts in the refugee camps.

Both sides expressed grave concern over the sharp decline in funding, which has already had a severe impact on education and other essential programmes within the camps.The Chief Adviser emphasised the urgent need for sustained solidarity and increased support to mitigate the effects of funding cuts and strengthen Bangladesh's efforts to assist the vulnerable Rohingya population.

The Daily Star

VAT hike deals fresh blow to local handset industry

Bangladesh's mobile phone manufacturing industry, once hailed as a potential pillar of the country's digital ambitions, is bracing for a fresh blow after the interim government proposed a hike in value-added tax (VAT) at the production stage in the national budget for fiscal year 2025-26.

The move has sparked concerns among industry leaders, who warn it will drive up consumer prices, stall local production, and accelerate the growth of the grey market -- exacerbating the industry's woes.

Under the new structure, the VAT on handsets made entirely from locally produced components was raised from 2 percent to 4 percent.

For handsets assembled with at least two locally manufactured parts, the VAT has been raised from 5 percent to 7.5 percent.

Meanwhile, handsets fully assembled from imported components will now face a 10 percent VAT, up from 7.5 percent.

"Both consumers and manufacturers will be hurt by this move," Jakaria Shahid, a leader of the Mobile Phone Industry Owners' Association of Bangladesh (MPIOAB), told The Daily Star.

"Although we don't pass the entire burden onto customers, some of the effects inevitably trickle down onto them."

Alongside higher prices, he warned that smartphone penetration may be reduced and both the country's digital expansion goals and its "Made in Bangladesh" ambitions would be hampered by the move.

The VAT hike comes at a time when Bangladesh's mobile phone industry is already under pressure from rising taxes and policy uncertainty, which has contributed to a sharp drop in legal phone sales and a ballooning grey market.

The country made significant progress in mobile phone manufacturing following major tax incentives introduced in FY18. Since then, 17 local factories have been established, creating jobs for approximately 15,000 people.

Before FY22, the total tax on imported smartphones hovered at around 58 percent, while locally produced handsets enjoyed a lower tax burden of 15 to 20 percent.

However, this advantage is set to be eroded further.

Under the proposed terms, the cumulative tax burden on local manufacturing is estimated to exceed 40 percent, due to a 7.5 percent VAT applied at every stage -- from production to distribution to retail -- on top of the new production-stage VAT.

This policy environment is in sharp contrast to regional trends.

While India has capped total taxes on local production of handsets at around 25 percent and Pakistan at 20 percent, Bangladesh's tax rate remains the highest in South Asia.

Unsurprisingly, the smartphone market in Pakistan is now nearly twice the size of Bangladesh's, while India aggressively expands its "Make in India" initiative.

As a result, Bangladesh has seen a sharp decline in sales of locally manufactured handsets.

This can be seen by comparing FY21 to FY24. Over the period, smartphone sales dropped by 34 percent, feature phone sales fell by 42 percent, and the overall mobile market shrank by 39 percent, according to the MPIOAB data.

The vacuum created by declining legal sales is being filled rapidly by illegal imports. These smuggled handsets, which bypass taxes and VAT, are sold at significantly lower prices.

"The grey market now accounts for nearly 50 percent of all phone sales. And with the latest VAT hike, it could easily surpass 60 percent," warned Rizwanul Haque, vice-president of the MPIOAB.

He urged the government to reconsider the VAT hike and instead explore ways to support the industry and safeguard investor confidence.

Haque proposed a five-point policy to ensure long-term stability and growth.

First, he called for stable policies with at least a five-year horizon to reassure investors.

Second, he urged the government to allow locally manufactured accessories such as batteries, chargers, and cables to be sold freely in the open market to build backward linkages due to lack of customs policy.

Third, he demanded the immediate removal of the 7.5 percent VAT at the sales stage to make legally manufactured phones more competitive.

He also emphasised the need for swift implementation of the National Equipment Identity Register to block illegal phones from accessing mobile networks.

Finally, he recommended prioritising completely knocked down manufacturing over semi knocked down production to deepen local value addition and create more jobs.

If the government fails to act, Haque warned, the damage to local manufacturing could become irreversible -- pushing Bangladesh further away from its digital and economic development goals.

The Daily Star

Businesses decry turnover tax hike

Chambers say it punishes compliant firms and goes against sound tax policy

The interim government's proposal to raise the turnover tax from 0.6 percent to 1 percent from the next fiscal year has sparked an outcry among business leaders, who said the measure could deal a fresh blow to firms already struggling to stay afloat.

While presenting the budget for the fiscal year 2025-26 on Monday, Finance Adviser Salehuddin Ahmed announced that the turnover tax for all business taxpayers would be set at 1 percent.

It will apply regardless of whether a company turns a profit or not. However, mobile phone operators, tobacco manufacturers and carbonated beverage producers will not fall under this rule.

Turnover tax, often referred to as minimum tax, is levied on a company's total sales rather than its profits. For example, if a firm records Tk 100 in sales but ends the year in the red, it must still pay Tk 1 in tax.

The tax raise has drawn criticism not only from business chambers but also from tax analysts, who say it could cripple struggling and marginal enterprises.

In response, revenue officials said businesses were provided with numerous facilities earlier. But now the authorities are in a rush to mobilise more resources amid the International Monetary Fund's (IMF) push under its ongoing $4.7 billion loan package.

"A minimum tax levied on turnover is contrary to sound tax policy," the Metropolitan Chamber of Commerce and Industry, Dhaka (MCCI), said in its budget reaction.

MCCI voiced disappointment over the finance bill, saying that turnover tax could be raised as high as 3 percent for some sectors, without any corresponding reduction in the corporate tax rate.

"If a business makes a profit, tax should apply only to the taxable income, not to revenue or any other fund. This provision should be withdrawn," the MCCI said.

The Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) also voiced concern.

"The government has proposed the provision when businesses, especially those in the SME sector, are already under immense pressure," DCCI President Taskeen Ahmed said yesterday.

"For the past two and a half years, we have endured relentless shocks from currency devaluation and the post-Covid slowdown to a prolonged domestic crisis," he said.

"Genuine businesses are now paying salaries out of their own capital. This is not a sign of a healthy economy."

Ahmed questioned the logic behind taxing revenue regardless of profitability.

"If I run a business worth Tk 100 crore and make a loss, the government still demands Tk 1 crore in turnover tax. How is that reasonable? Whether I profit or not, I am being forced to pay from my capital. Why punish those who already comply?"

Instead of repeatedly targeting the same set of taxpayers, the DCCI president urged the government to broaden the tax base.

More than 80 percent of the country's taxpayers are concentrated in Dhaka and Chattogram, he said.

The Bangladesh Chamber of Industries (BCI) echoed similar concerns, saying the proposed hike would disproportionately affect the country's industries, especially the Cottage, Micro, Small and Medium Enterprises (CMSME) sector.

"We urge a reconsideration of this decision to increase the turnover tax," the chamber said.

Fahmida Khatun, executive director of the local think tank Centre for Policy Dialogue (CPD), said the government should adopt a more rational approach.

"It must be imposed rationally. Why should a company that incurs losses still be liable to pay turnover tax?"

Meanwhile, Snehasish Barua, managing director of SMAC Advisory Services Limited, said, "The 1 percent turnover tax is a big blow for companies that run on thin margins or are in the red."

The tax expert said some businesses may be forced to pay this tax from their capital. "Such arbitrary policies may incentivise tax evasion and punish law-abiding companies."

The budget also includes a proposal to offer a reduced corporate tax rate of 22.5 percent to listed companies that raise more than 10 percent of their paid-up capital through an Initial Public Offering (IPO). Firms failing to meet this requirement would remain subject to the standard 27.5 percent rate.

In response, the MCCI said the benefit should not be confined to IPOs alone.

"It would be more reasonable to include transfers through Public Offerings (POs) as well," the chamber noted.

However, the provision has sparked concern among businesses listed on the stock exchange with less than 10 percent of their shares floated through IPOs.

These firms face an additional 7.5 percent corporate tax, according to the Foreign Investors' Chamber of Commerce and Industry (FICCI).

In a separate move, the government has relaxed the previous requirement for business transactions to be conducted through banking channels.

"To discourage cash transactions among taxpayers doing business and to simplify tax compliance, the previous provision requiring transactions to be made via banking channels has been relaxed," said the finance adviser.

"The impact of this tax at a significantly increased rate appears to be discriminatory," the FICCI said. "Equally concerning is that the benefit of a reduced tax rate for transactions made via banking channels has also been withdrawn."

This step, according to the foreign investors' chamber, runs counter to Bangladesh's push towards a cashless economy and puts the country at a disadvantage compared to regional peers such as Vietnam and Indonesia.

The Daily Star

Inflation to drop below 7% within September

Bangladesh Bank Governor Ahsan H Mansur expressed hope that inflation would come down to below 7 percent by August or September this year.

The inflation rate stood at 9.05 percent in May, down from 9.17 percent a month earlier, according to the latest data from the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS).

However, it has stayed above 9 percent for the past 27 consecutive months.

"We are hopeful that the availability of foreign exchange -- which is a key driver of our economy -- will remain stable and we are maintaining a tight monetary policy," the central bank governor said during a post-budget press conference organised by the finance ministry at the Osmani Memorial Auditorium in the capital yesterday.

To tackle inflationary pressures, the central bank has hiked the policy rate several times, which now stands at 10 percent.

However, Mansur added that they would begin to gradually ease the monetary policy once inflation falls below 7 percent.

He also said stabilising the exchange rate was their main challenge in tackling inflationary pressure.

"The main challenge we had, we have largely overcome it," he said, adding, "Our main challenge was to stabilise the exchange rate because as long as we couldn't stabilise the exchange rate, we couldn't win the battle against inflation.

"If we could not stabilise the exchange rate, the prices of imported goods would rise, and that would push up prices in our domestic economy," he said.

Now the exchange rate has become relatively stable, hovering at around Tk 122 to Tk 123 per US dollar for the past seven to eight months, said the BB governor, adding that they were now feeling some relief.

"And since it has remained stable even after being left to the market, we have gained confidence that inflation expectations are moving in a positive direction," he said.

THE BUSINESS STANDARD

Govt eases tax burden for company funds

The Finance Ordinance announced by the government on Monday introduced the new provision, aimed at simplifying business operations

Source tax deducted from various company funds will be treated as final settlement effective from the fiscal 2025-26, eliminating the need for annual tax returns and audits for these funds.

The Finance Ordinance announced by the government on Monday introduced the new provision, aimed at simplifying business operations.

Businesses have welcomed the move, but experts raised concerns that if the opportunity for auditing is removed, it could increase the risk of irregularities in the handling of these funds by companies.

Currently, companies, private, and autonomous institutions maintain various funds for their employees, including Provident Funds, Gratuity Funds, and Workers' Profit Participatory Funds. These funds are typically invested in savings instruments, bank Fixed Deposits, and other sectors. A single company may have three or four such funds invested across different areas.

Income generated from these fund investments is presently subject to a 15% tax. While source tax is usually deducted at a 10% rate at the time of investment, an additional 5% tax needs to be paid at the time of tax return submission at the end of the fiscal year, as the final tax rate on fund income is 15%. Furthermore, each fund requires a separate audit report and tax return submission annually.

Badiul Alam, a member of the National Board of Revenue (NBR), termed it a "business-friendly measure."

"The previous requirement for auditing each fund and submitting separate audit and tax returns at year-end increased companies' expenses. Those costs will now decrease. Additionally, in some cases, source tax is now deducted at a lower rate than the current tax, which will also slightly reduce companies' overall tax burden," he told TBS.

Rupali Chowdhury, managing director of Berger Paints Bangladesh Limited, also lauded the initiative, telling TBS, "Until two years ago, there was no requirement to submit returns for institutional funds, but this was introduced in the budget two years ago. This necessitated document verification system-supported audits and tax return submissions, incurring additional costs.

"Treating source tax as final settlement and exempting return submission will reduce expenses, which is beneficial for compliant companies. This is a step forward in easing business."

Industry insiders say that these funds are currently invested in savings certificates, treasury bonds, or bank FDRs. While source tax is typically deducted at 10% on most income and 5% on treasury bonds, the 15% year-end tax rate meant additional tax payments were often required upon return submission. The new final settlement rule for source tax will eliminate these extra payments.

However, SK Zami Chowdhury, managing partner of Chowdhury Emdad and Company, a chartered accountant firm that audits around 150 companies annually, expressed concerns that waiving the audit requirement or return submission could increase opportunities for irregularities in the investment or management of these funds.

He told TBS, "If audits are not required, the scope for third-party verification decreases, which will create opportunities for irregularities, mismanagement, and misuse of these funds."

Currently, approximately 25,000 companies in Bangladesh submit tax returns annually, in addition to other private institutions. Industry experts note that while most organisations have provident fund arrangements, only about 10% or fewer, typically the more compliant ones, also maintain gratuity funds and Workers' Profit Participatory Funds.

THE BUSINESS STANDARD

Businesses feel cold winds

Businesses contend that, despite all its talk of discipline and reform, the FY26 budget appears to have overlooked a fundamental question: how does it stimulate private sector growth amidst global and domestic uncertainty?

Illustration: Duniya Jahan/TBS

Bangladesh's business community is visibly unhappy with the proposed FY26 national budget, deeming it out of sync with current economic realities. At a time when investment has slumped to a decade low and imports are declining, industry leaders had hoped for bold incentives to restore confidence. Instead, they face a raft of measures that not only ignore their long-standing demands but also threaten to deepen existing pressures.

One of the sharpest impacts stems from the increase in turnover tax – from 0.60% to 1%. This minimum tax, payable regardless of profit, adds a significant burden on businesses already grappling with tight margins, high borrowing costs, and global demand shocks. Entrepreneurs are calling it punitive, especially for sectors struggling to stay afloat rather than thrive.

The garments industry, Bangladesh's export lifeline, feels particularly bruised. At a moment when the global apparel market is undergoing a painful correction and US tariffs have increased, the imposition of VAT on cotton and man-made fibre (MMF) yarns feels like rubbing salt into a wound. The sector had anticipated relief; instead, it received new costs.

A broader concern echoes through corporate hallways: an over-reliance on a narrow pool of existing taxpayers, with little initiative to expand the tax net. Meanwhile, the middle class is being squeezed yet again. With increased indirect taxes and limited relief, disposable income is set to shrink, a worrying sign for consumption-driven growth, and in turn, factory output and employment.

All talks and no plans

Businesses contend that, despite all its talk of discipline and reform, the FY26 budget appears to have overlooked a fundamental question: how does it stimulate private sector growth amidst global and domestic uncertainty?

The Metropolitan Chamber of Commerce and Industry (MCCI), a premier trade body, expressed deep concern about the current investment climate in its reaction to the proposed budget. The MCCI stated that the budget does not

adequately address how to revitalise investment, especially given its decade-low levels, which have dropped to 29.38% of GDP in FY2024-25.

"This stagnation in investment has led to reduced employment opportunities and an increase in the number of people living in poverty. A weakening investment environment, exacerbated by factors such as official complexities and inadequate infrastructure, has intensified the economic crisis," the chamber highlighted in a statement.

'Trade and industry ignored'

Azam J Chowdhury, chairman of East Coast Group, criticised the proposed budget for overlooking the needs of trade and industry. "Private sector investment has declined, and the high cost of money is stifling growth and blocking new employment opportunities," said Chowdhury, whose diverse business interests span power generation, petroleum, shipping, and more.

He noted that the budget offers no meaningful policy support to encourage new investment or job creation. Tariffs on raw material imports remain high, compounded by currency volatility, while no steps have been taken to rationalise duties.

"No specific industrial sector has been identified as a priority for investment," he said, adding that government borrowing from banks risks pushing credit costs even higher, potentially crowding out productive private investment.

'Following IMF dicta'

Anwar-ul-Alam Chowdhury (Pervez), president of the Bangladesh Chamber of Industries (BCI), suggested that the budget seems structured according to the IMF's formula. "But if we strictly follow IMF prescriptions, our industries will suffer."

He argued that costs are already high due to elevated energy prices, steep bank loan interest rates, and inadequate energy supply. Even industries managing to remain competitive now face increased duties and taxes.

"VAT on cotton and man-made fibre yarn has been increased from Tk3 to Tk5 per kg at the production stage. Amid the current energy crisis, this increase will hurt domestic spinning mills and push the textile sector towards greater reliance on imported yarn," he noted.

Chowdhury also highlighted that for the steel industry, duties on raw materials have been set at 15-25%, while for cement, VAT on raw materials has risen from 5% to 15% – all of which will drive up costs in the housing and construction sectors.

The Foreign Investors' Chamber of Commerce and Industry (FICCI) welcomed several positive provisions in the FY2025-26 budget but raised critical concerns that could hinder business growth.

A major concern is the 7.5% additional corporate tax on listed companies with less than 10% public shareholding, which FICCI called discriminatory. It also criticised the withdrawal of reduced tax rates for bank-transacted business, warning this move undermines efforts to build a cashless economy.

FICCI also expressed concern over the increased VAT on online sales from 5% to 15%, stating it could stifle e-commerce growth.

Additionally, changes to the tax structure may disproportionately burden middle-income salaried earners, despite modest increases in the tax-exempt threshold. The 7.5% advance tax on importers, while simplifying settlements, could raise costs where value addition is low, FICCI added, noting that delayed rebate/refund timelines affect working capital and business agility.

According to the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI), the proposed budget for FY26 lacks clear directives on investment expansion, ease of doing business, and reforms in the CMSMEs and banking sectors, which may hinder efforts to create a fully conducive environment for business and investment growth.

DCCI President Taskeen Ahmed shared the chamber's reaction hours after the budget announcement. Taskeen said while the budget includes some positive measures such as inflation control, adjustments to the minimum tax, broader scopes for allowable deductions, and the introduction of an automated return system, it falls short in offering a comprehensive roadmap for business growth and investment facilitation.

Abul Kashem Khan, chairperson of Business Initiative Leading Development (BUILD), presented a mix of acknowledgements and critical concerns about the FY2025-26 budget. His key concerns revolve around tax inconsistencies, inefficiencies in budget execution, and barriers to doing business, especially for exporters and online entrepreneurs.

"New taxes on cotton and man-made fibres contradict the policy objective of export diversification. These taxes could undermine export competitiveness, especially when BUILD has long advocated for making exports more competitive," said Khan.

VAT on cotton and MMF strongly criticised

Sharif Zahir, Chairman of UCB and Managing Director of Ananta Apparels, strongly criticised the increase in VAT on cotton and man-made fibre yarns from Tk3 to Tk5 per kg. "The industry is already grappling with declining global demand, energy insecurity, and US tariff hikes. It needs relief, not burden," said Zahir.

LDC graduation planning missing

Shams Mahmud, President of the Bangladesh-Thailand Chamber of Commerce and Industry, expressed several critical concerns about the FY2025-26 budget. His key issues revolve around the neglect of private sector priorities, adverse tax policies, and the lack of strategic planning ahead of Bangladesh's LDC graduation. Non-tax issues that significantly impact business and investment remain largely unaddressed in the budget.

Improved logistics sought

Syed Ershad Ahmed, President of the American Chamber of Commerce in Bangladesh (AmCham), acknowledged efforts to improve the tax framework but cautioned that foreign investment would remain elusive without improvements in law and order. He also pointed to inefficiencies in customs procedures, noting that it still takes up to 17 signatures to clear goods. Additionally, he stressed the urgent need for development in the logistics sector to support smoother trade and investment flows.